অন্ধের চক্ষুর্দান

অথবা

কায়স্থসদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদ।

শ্রীফকিরচাঁদ বসু দেব

প্রণীত।

শ্রীসদাশিব মিত্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

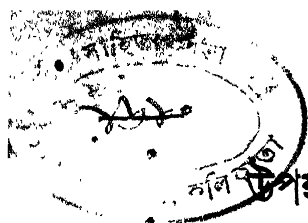
৭১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট রাজকীয় যন্ত্রে

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৬ সাল।

মূল্য ॥৹



বিঃ ৮নং

উপহারপত্র।

প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র
মহাশয় সুহৃদ্বরেষু

গুণীগুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ
বলীবলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ।
পিকো বসন্তস্যগুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্যবলং ন মূষিকঃ॥

মিত্রবর!

রাগদ্বেষহিংসাসঙ্কুল এই অকিঞ্চিৎকর ভীষণসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারও নিরাপদে বাস করিবার সাধ্য নাই। "বোবার শত্রুনাই" এই চিরপ্রবাদ-বাক্যটী এতদিনের পর অসিদ্ধ ও অপ্রকৃত হইয়া পড়িল। শান্তচিত্ত ধীরপ্রকৃতি কায়স্থেরা চিরকালই বোবারন্যায় বাক্যরহিত, তথাচ তাঁহাদের চিরশত্রু হইয়া কতলোক কতই উপসর্গ ও কতই উপদ্রব উপস্থিত করিতেছে। কায়স্থজাতি শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত, কায়স্থেরা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা সেই বিষয়টী প্রতিপন্ন করিবার যত্ন করিতেছেন। এই অকৃতাপরাধে বর্ত্তমানসময়ে বঙ্গের নানাজাতীয় কায়স্থবিরুদ্ধসমাজ মধ্যে ঘোরতর বিতর্ক ও বাগ্বিবাদ উপস্থিত হইতেছে, বিশেষতঃ কতকগুলি কায়স্থবিদ্বেষমন্ত্রে দীক্ষিত পূর্ণাবতার ছিংস্রকেরা দুইচারিটী শাস্ত্রীয়বচনের আরোপিতব্যাখ্যামাত্র পুঁজি করিয়া কায়স্থের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এবং সেই অবস্থায় অবস্থান করিয়া ঘোরাড়ম্বর প্রদর্শন করিতেছেন। তবে

আহ্লাদের বিষয় এই, পরাশর ব্যাস মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সাক্ষাদ্দর্শী দেবোপম ঋষিপ্রবরদিগের প্রণীত প্রাচীন শাস্ত্ররূপ রবিতেজের খরতর প্রভাবে সেইসকল পরগুণঘাতীদিগের বহ্বাস্ফালন অকাল জলোদয়ের ন্যায় তত্তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। তথাচ সেই সকল নির্লজ্জ গুণপুরুষেরা কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রতিযোগিতা দ্বারা কায়স্থের অভিপ্রায়ে প্রতিঘাত করিতে ত্রুটি করিতেছে না, এবং তদ্দ্বারা "মলিনী কুরুতে ধূমঃ সর্ব্বথা বিমলাম্বরং" তথা, অপবাদঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সোঽপি মূঢ়োনসংশয়ঃ" এই দুইটী শ্লোকার্দ্ধের সার্থকতা সম্পাদনে ক্ষান্ত হইতেছে না। সজ্জনের পক্ষে অযশঃ ও মৃত্যু তুল্যই কথা। যথা, "অযশোঽকীর্ত্তি সংযুক্তো-জীবন্নপিমৃতোপমঃ"। কিন্তু যাহার যেরূপ স্বভাব, সে কথনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। যেমন,—

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

পরের গুণে অপবাদ করা যাহাদিগের স্বভাব, অর্থাৎ যাহারা পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়, তাহারা আপনাদিগের ছিদ্র দেখিতে পায় না, বরং সেই অসজ্জনেরা স্বমুখেই আত্মগুণের কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যথা,—

সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্ণয়ে পরদোষে ক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ।
স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরগুণগ্রহণেষ্বসাধবঃ॥

কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে নানাশাস্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রমাণমূলক সেই সকল শাস্ত্রধৃত বচনগুলি গোপন অথবা তাহার অর্থান্তর করিয়া কায়স্থ সৌভাগ্য কাতর অসজ্জনেরা কায়স্থজাতির শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই সকল

অসজ্জনেরা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপোষক শাস্ত্রীয় বাক্যগুলি অপ্রকাশ রাখিয়া কতকগুলি কাল্পনিক বচন দ্বারা তাহাদিগের হীনত্ব সপ্রমাণ করিবার যত্ন করিতেছে। সাধুব্যক্তিরা পরের দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অসাধু ব্যক্তিরা দোষ ভাগই গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অপবিত্র হৃদয়ের মলিনপ্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত করে। যথা,—

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে।
গুণাদোষায়ন্তে কিমিতি জগতাং বিস্ময়পদং।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্ব্বারি মধুরং।
ফণী পীত্বাক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং॥

কায়স্থজাতির প্রতিকূলে কায়স্থ সগোপসংহিতা ও দুইখণ্ড জাতিমিত্র প্রকটিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কায়স্থ সগোপসংহিতা-খানিকে গ্রন্থ না বলিয়া খেউড়ের চোতাবহি বলিলে উপযুক্ত নামই হয়। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, ৺রায় কালীনাথ মুন্সী ও বাবু আশুতোষ দেব ইহাঁরা বড় খেউড় ভক্ত ছিলেন, আজি যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ, বিশেষতঃ রাজা নবকৃষ্ণবাহাদুর জীবিত থাকিতেন, তবে বক্সীসের উপর বক্সীস্ দিয়া শালদোশালার শ্রাদ্ধ করিতেন। গ্রন্থখানি নিরবচ্ছিন্ন খেউড় বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না, খেউড়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে লম্ফ ঝম্পেরও ঘটা দেখা যায়, আবার থাকিয়া থাকিয়া দন্তাস্ফালনেরও বিকটমূর্ত্তি চক্ষুরগোচর হয়। কায়স্থপ্রতিপক্ষেরা কায়স্থনিন্দাচ্ছলে অশ্রু, পুলক, হাস্য ও দন্ত প্রতিঘাত প্রভৃতি জন্মবর্ব্বর বৃষলজাতির চিত্তাঘাত ও চিত্তবেগের সমুদায় লক্ষণই এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানিতে প্রদর্শন করিয়াছে। মন আঘা-তের ও মনোবেগের লক্ষণসকল ঐরূপে প্রদর্শন না করিলে জন্ম-

বর্ব্বর বৃষলজাতিদিগের চিত্তেরও শুদ্ধি হয় না, আত্মারও তৃপ্তি জন্মে না। ঐ সকল প্রতিপক্ষ সেই বর্ব্বরজাতির ন্যায় পরনিন্দাজনিত আমোদ ও উৎসাহের অতিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া কখন কখন ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, বিকটহাস্যরব, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ও দন্তে দন্তে কটমটশব্দ ইত্যাদি নানাবিধ জাতীয় বিকট ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছে।

ফলতঃ কায়স্থ সদ্গোপসংহিতাখানি অভদ্রজাতির ব্যবহারোপযুক্ত ঘোরনীচোক্তিতে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে নব নব কল্পিত অপভাষায় গ্রন্থখানির অঙ্গরাগ করা হইয়াছে। উপহাস, পরিহাস, ঠাট্টা বিদ্রুব প্রায় প্রতি পাঁতির ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। ব্যঙ্গোক্তিরূপ গোলাগুলির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ করা হইয়াছে। স্বপদ সমর্থনের নিমিত্ত প্রতিবাদচ্ছলে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কতকগুলি গোলাগুলি আমারা মাত্র প্রতিক্ষেপ করিলাম, তদতিরিক্ত কিছুই করি নাই। পুর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এক বিষয়ে পরম লাভ করিয়াছি। ঘোর নীচোক্তির কল্পনা করিতে, অপভাষা রচনা করিতে, ছেড় ড়ুন্ ঠেস্ ঠক্কড়, ঠাট্টা বিদ্রুব ও তুচ্ছ তাচ্ছীল্যের তরঙ্গ বহাইতে শিক্ষা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অনেকপ্রকার ভণ্ডপচাল ও বাক্ছলও অভ্যাস করিয়া লইয়াছি।

কবিরঞ্জনেরা বলিয়াছেন, “পশ্চিমদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিমাত্রকে ক্ষত্রিয় কহে”। একথা কিন্তু নিতান্ত অমুলক। আমরা একাদিক্রমে ১৮৫০ হইতে ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমপ্রদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিমাত্রই যে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত, একথা কোথাও শুনি নাই, জানিও না, দেখিও নাই। বরং তত্তদ্দেশে মুচি ডোম হাড়ী পর্য্যন্ত এতদ্দেশের বৈদ্যজাতির ন্যায় এক একগাছা কলজাত সূত্র বাজার হইতে

ক্রয় করিয়া গলদেশে আলম্বিত করিয়া দেয়, এবং তদ্দ্বারা ঐ বৈদ্যজাতির ন্যায় "দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের সফলতা সম্পাদন করে।

মিত্রবর!

কবিরঞ্জনেরা পুনশ্চ কহিতেছেন, "এদেশে যাঁহারা নূতন ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন, তাঁহারা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনপ্রিয়। পূর্ব্বাবধি এদেশে যাঁহারা বর্ণসঙ্কর ক্ষত্তৃজাতি, ও বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা ইদানীং পশ্চিমদেশীয় প্রবলপরাক্রম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদিগের বংশধর হইতে চাহেন"। বঙ্গের কায়স্থেরা একালপর্য্যন্ত শূদ্রাদিবাচ্য হইয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু বহুকালাবধি মনে মনে জানিতেন, তাঁহারা শূদ্র নহেন, ক্ষত্রিয়বংশীয়। ইহা জানিয়াও ধীর প্রকৃতি হেতু তাঁহারা কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না। আজিকাল জারজ সন্তানেরা, অথবা বৃষলাধম বর্ণসঙ্করেরা বৈশ্যজাতির দোহাই দিয়া নিরাপদে তরিয়া যাইতেছেন, তাই দেখিয়া কায়স্থেরা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের পদগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই মাত্র তাঁহাদের অপরাধ।

মিত্রবর!

কায়স্থ-সন্দোপসংহিতা ও জাতিমিত্র এই দুইখানি গ্রন্থ সুদ্ধ কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষসূচক ও অশ্রদ্ধাপরিজ্ঞাপক বাক্যে পরিপূর্ণ। কায়স্থেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ছিলেন, এক্ষণেও সেই ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইতে বাসনা করেন। কেহ যদি পূর্ব্বাজ্ঞাত পৈত্রিক ধনের সন্ধান অবগত হইয়া তাহা অধিকার করিবার বাসনা করে, তাহাতে অন্যের কোন অংশেই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি কেহ তাহাতে প্রতিকূলতা আচরণ করে, সে প্রতিকূলতাচরণ অসদ্বংশের পরিচয় স্বরূপ হইয়া তাহার নীচ প্রবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করে।

গুণপ্রযুক্তাঃ পরমর্ম্মভেদিনঃ।
শরাইবা বংশভবাভবন্তি চ।
যথা বিধাশ্চৈব বিশুদ্ধবংশজা।
ব্রজন্তি চাপাইবতেহতি নম্রতাং॥

অবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ কৃতবিদ্য হয়, তাহার সে বিদ্যা লোকের মর্ম্মভেদ করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। সদ্বংশজাত পুরুষেরা গুণসম্পন্ন হইলে, তিনি সেই গুণে বিনয় ও নম্রতার বশীভূত হন। অর্থাৎ অবংশ নির্ম্মিত বাণ * গুণযুক্ত হইলে লোকের মর্ম্মভেদ করে, কিন্তু বংশজাত ধনু গুণযুক্ত হইলে কখনই লোকের মর্ম্মচ্ছেদ করে না, প্রত্যুত সে বিনম্র হইয়া মধুর-মূর্ত্তি প্রদর্শন করে।

মিত্রবর !

কায়স্থজাতি যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ৬২৬ জন পণ্ডিতের মত একানুরূপ হইবে কেন ? তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কাহারও সহিত কাহারও আলাপ পরিচয় নাই, অথচ সকলেই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব। শুধু ব্যবস্থা দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, যিনি যে শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনি সেই শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করিয়াছেন। কায়স্থেরা পূর্ব্বপুরুষের ক্ষত্রিয়ত্ব পদ পাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, সাধুপ্রকৃতি সজ্জনেরা তাহাতে প্রতিবাদী হইতেছেন না, কেবল নষ্টপ্রকৃতি ক্রূরচেষ্ট লোকেরাই নানা বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিয়া আপনাদের অসদ্বংশের প্রতিভা দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতেছে।

* অর্থাৎ যে বাণ বংশজাত নহে।

সুহৃদ্বর !

আজিকাল টোঙর, ট্যাস্‌ফিরিঙ্গী ও অস্পৃশ্য অন্ত্যজজাতির যাজ্যকারীরা, বিশেষতঃ জারজ মহাত্মাদিগের অমৃতযোগ উপস্থিত। হিন্দুরাজারা রাজপদ হারাইয়া হিন্দুজাতিটী বেওয়ারিশি মাল হইয়া পড়িয়াছে, তাই অবসর বুঝিয়া টোঙরেরা দুর্ব্বিজয়ী মোগল-জাতির বংশধর বলিয়া অভিমান করে, তাই ট্যাসফিরিঙ্গীরা দুর্ব্বার ইংরাজজাতির বংশতিলক হইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকে, তাই অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় জাতির মন্ত্রদাতা গুরুবংশেরা সৎ-কুলজাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশের সৃষ্টিধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই চিরজারজসন্তানেরা বৈশ্যজাতির কুল-প্রদীপ হইয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বরদাবাবু !

অমরসিংহ চণ্ডাল প্রভৃতি অম্বষ্ঠজাতিকে শূদ্রবর্গের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

শূদ্রাশ্চাঽবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাস্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ॥

অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্য ইত্যাদি শূদ্রের সংজ্ঞা। চণ্ডাল অম্বষ্ঠ করণাদি সমুদায় সঙ্কীর্ণ জাতি ঐ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত *। আমাদের বিবেচনায় "বেদে" শব্দটী বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশ, যেহেতু বাদিয়ার অপর নাম মালবৈদ্য, মালবৈদ্যেরাও চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, বৈদ্যের অপশব্দ বাদিয়া।

---

* অম্বষ্ঠকুল যদি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইল, তবে সেই কুলোৎপন্ন বৈদ্য বান্ধবেরা কোন্‌মুখে বৈশ্যজাতি বলিয়া অভিমান করেন!! শূদ্রেরসন্তান অবশ্যই শূদ্রজাতি হইবে।

যখন উভয়েরই একানুরূপ ব্যবসায় ও একানুরূপ জাতিবোধক শব্দ, তখন যে বাদিয়া ও বৈদ্য ইহারা পরস্পরের স্বজাতি হইবে, তাহা অযুক্তিসিদ্ধ নহে, বিশেষতঃ গোস্বামীদিগের অকাট্য মীমাংসানুসারে, যাহারা একানুরূপ ব্যবসায়ী, তাহারা একরূপ জাতীয় হইবে। এযুক্তিটি বৈদ্যবান্ধবদিগের রুচিকর হইবে সন্দেহ নাই।

সুহৃদয় বর!

কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তৎসম্বন্ধে একটী বলবৎ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

কার্য্যবিভাগ যে, রাজনিয়মের একটী প্রধানাঙ্গ, এবং কার্য্যবিভাগের নিয়মাভাবে যে, রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে কদাচ নির্ব্বাহ হইবার নহে, এক্ষণকার ইংরাজ রাজার রাজধর্ম্ম ও রাজনীতি আলোচনা করিলে তাহা অনায়াসেই হৃদ্বোধ হয়। হিন্দুরাজার অধিকারকালে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে, অবিকল এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত ছিল, সে কথার প্রতি কাহারও দ্বিরুক্তি করা উচিত নহে। তথাচ যদি কাহারও মনে সংশয় জন্মে, তিনি যেন মহাভারতান্তর্গত সভাপর্ব্বে উল্লিখিত যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ ঋষির উপদেশগুলি দৃষ্টি করেন। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিসত্তমেরা সমুদায় হিন্দুসমাজ নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া জাতিবিশেষকে বৃত্তিবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা যাইতেছে, সেই সকল ঋষিবরেরা রাজজ্ঞানসম্পন্ন বিষয়কর্ম্মকুশল কোন জাতিবিশেষের উপর দেওয়ানী কার্য্যের অর্থাৎ দণ্ডনীতি আদি রাজকীয় বিষয় কার্য্যের ভারার্পণ করেন নাই। ইহার কারণ এই স্থির করিতে হইবে, তৎকালে দেশপ্রচলিত রাজব্যবস্থানুসারে এক ক্ষত্রিয়জাতি দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, তাহার একসম্প্রদায় সামরিক বৃত্তিতে নিযুক্ত হইলেন ও অপর সম্প্রদায় দেওয়ানী অর্থাৎ দণ্ড-

নীতি ও ব্যবহারপদঘটিত সমুদায় রাজকীয় বিষয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন। তদ্ভিন্ন রাজ্যশাসনোপযোগী বিধি ব্যবস্থা ও নিয়মাদি রাজ্যমধ্যে প্রচারিত ও প্রচলিত করা, রাজব্যবস্থা, রাজনিয়ম ও রাজাজ্ঞাদি প্রজার মধ্যে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ ও পালন হইল কি না তাহা পরিদর্শন করা, ইত্যাদি সমস্ত রাজকার্য্যের ভার কায়স্থেরাই বহন করিতেন। অন্যান্য জাতির ন্যায় কায়স্থজাতির কোন বৃত্তিবিশেষ যে নির্দ্দেশ নাই, তাহার কারণই এই, এবং তজ্জন্যই সেই এক ক্ষত্রিয়বর্ণ অসিজীবী ও মসীজীবী এই দুই নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অনেকে অজ্ঞানতাহেতু মসীজীবী কথাটী শুনিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন মসীজীবী শব্দটী দ্বারা কেবলমাত্র পাটোওয়ারী বা চোতাবহি লিখিবার মুহরী বুঝায়, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি মসীজীবী বলিলে তাহাই বুঝায়, তবে অসিজীবী শব্দটী দ্বারা দস্যু ডাকাত তস্কর ইত্যাদি না বুঝায় কেন ?। প্রাচীন ঋষিবরেরা একটী একটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিস্তীর্ণাভিপ্রায় এবং অগাধ ভাবাভাস ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থেরা ব্যবহারপদসংক্রান্ত ও রাজ্যপালন এবং শাসনঘটিত নানাপ্রকার রাজকীয় কার্য্যের ভার বহন করিতেন, সেইজন্যই তাঁহারা ঋষি কর্ত্তৃক মসীজীবী নামে উক্ত হইয়াছেন, নচেৎ তাঁহাদিগকে মসীজীবী বলিবার তাৎপর্য্য আর কি হইতে পারে ? যেমন এক অসিজীবী শব্দে সাম দান ভেদ দণ্ড যুদ্ধ সন্ধি অবহার প্রভৃতি সংগ্রামসংক্রান্ত সমুদায় নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হয়, তেমনি এক মসীজীবীশব্দ ব্যবহারপদান্তর্গত অষ্টাদশ প্রকার রাজনীতি ও তদ্ভিন্ন শাসন পালনাদি সমুদায় দণ্ডনীতি প্রতিপাদন করে। দণ্ডনীতি শব্দে রাজ্যব্যবস্থা বা রাজ্যকরণনিয়ম। অষ্টাদশপ্রকার ব্যবহারপদ যথা,—

১ ঋণাদান ১। ২ নিক্ষেপ ২। ৩ অস্বামিবিক্রয় ৩। ৪ সম্ভূয় সমুত্থান ৪। ৫ দত্তানপকর্ম্ম অথবা দত্তাপ্রদানিক ৫। ৬ বেতন-মাদান ৬। ৭ সম্বিদ্ব্যতিক্রম ৭। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয় ৮। ৯ স্বামি-পালবিবাদ ৯। ১০ সীমাবিবাদধর্ম্ম ১০। ১১ বাক্‌পারুষ্য। ১২ দণ্ডপারুষ্য। ১৩ স্তেয় ১১। ১৪ সাহস ১২। ১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ ১৩। ১৬ স্ত্রীপুংধর্ম্ম ১৪। ১৭ বিভাগ। ১৮ দ্যূতক্রীড়া, অর্থাৎ পাশা বা জুয়াখেলা।

দেশশাসনবিদ্যারনাম রাজজ্ঞান, ঐ রাজজ্ঞানে পারদর্শী হইবার নিমিত্ত নানাশাস্ত্র দর্শনের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কায়স্থেরা পূর্ব্বকালে বেদাদি সকলশাস্ত্রই অধ্যয়ন করিতেন, নচেৎ দেশশাসনবিষয়ে তাঁহাদের এতদূর জ্ঞান কদাচ জন্মিত না।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বৈদ্যনামে কোনজাতি পূর্ব্বে ছিল না, থাকিলে অবশ্যই দুইএকঘর তদ্দেশে বাস করিতে এখনও দেখা যাইত, সুতরাং বীরসিংহ নরপতি স্বপ্নেও কখন বৈদ্যজাতির

১। কর্জ্জ আদায়করা ও ধারদেওয়া।
২। গচ্ছিতবস্তু।
৩। অস্বামিকর্ত্তৃক বিক্রয়।
৪। সাজায় বাণিজ্য।
৫। দানকরিয়া প্রত্যাদানার্থ বিবাদ।
৬। বেতনগ্রহণ।
৭। অঙ্গীকারোল্লঙ্ঘন।
৮। ক্রয়বিক্রয়ের অনুবন্ধন অর্থাৎ বায়নাপত্র।
৯। রাজায় প্রজায় বিবাদ।
১০। গ্রামাদির সীমাবিষয়ক কলহ।
১১। চৌর্য্য, অপহরণ।
১২। বলপূর্ব্বক কর্ম্মকরান।
১৩। পরস্ত্রীহরণ।
১৪। পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য ব্যবহার।

নাম শ্রবণ করেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ বিরসিংহ নরপতি তাঁহার সুহৃদ্ আদিশূর মহারাজকে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া অবগতছিলেন? বৈদ্যবংশ বলিয়া জানিবার ত কথাই নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই কহিয়াছি বৈদ্য নামে যে একটী জাতি আছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও অবগত ছিলেন না। তবে রাজা বীরসিংহ রাজা আদিশূরকে কোন্ বর্ণ বলিয়া জানিতেন? যদি বল তাঁহারে শূদ্র বলিয়াই অবগত ছিলেন, সেটী কিন্তু সদুত্তর হইল না, কেননা, বীরসিংহ ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া রাজা আদিশূরকে শূদ্রজ্ঞানে তাঁহার যজ্ঞে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী পরমার্থনিষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কদাচ পাঠাইতেন না, রাজা আদিশূরও শূদ্র হইয়া বেদজ্ঞব্রাহ্মণ পাঠাইবার নিমিত্ত একজন ক্ষত্রিয় রাজাকে অনুরোধ করিতে কদাচ সাহসী হইতেন না। সৌহৃদ্য স্থলে এরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা কি, এই কথা বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন, তদুত্তর এই, শূদ্রের যাজন ও দানপ্রতিগ্রহ করিলে ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্ব্রাহ্মণদিগের জাতিধর্ম্ম ও পরমার্থ নষ্ট হয়, এরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে সুহৃদের অনুরোধ কেহ কখন রক্ষা করিয়া থাকেন না, জ্ঞানবান্ সুহৃদও এরূপ স্থলে কখন অনুরোধ করিয়া পাঠান না। অতএব রাজা আদিশূর যখন শূদ্রও নহেন, বৈদ্যজাতীয়ও নহেন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তখন তাঁহারে অবশ্যই কায়স্থজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কায়স্থজাতি যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইবে, তবে তৎকালের ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার যজ্ঞে ব্রতীও হইতেন না, তাঁহার দানও প্রতিগ্রহ করিতেন না।

মিত্রবর!

কায়স্থ প্রতিপক্ষেরা যে বিনাপরাধে কায়স্থজাতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এতদিনের পর তাহার নিগূঢ় সন্ধান জানিতে

পারিয়াছি। তন্ত্র রত্নাকরের মতে দুরাত্মা ত্রিপুরাসুর সংহাররূপী শূলহস্ত শিব কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, ঐ পাপাত্মা দৈত্য আপনার আত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে, ও তাহার অনুগত দুষ্টমতি দুরাচার দৈত্যেরা মনুষ্য বেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্টচেতাঃ ত্রিপুরাসুরের ঐ তিন অবতারকে ভজনা করিতে লাগিল। দৈত্যেরা চিরকালই দেবদ্বেষী, কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তরূপ দেববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং গৌরাঙ্গভক্ত কায়স্থপ্রতিপক্ষেরা যে, দেবাংশ কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে, না করিলে বরং দৈত্যকুলের কলঙ্ক হয়। জাতিমিত্রের প্রতিবাদ অবকাশানুসারে করা যাইবে।

সুহৃদ্বর !

আপনার সহিত আমার যে চিরসৌহৃদ্য, তাহা চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে সাধ্য নাই যে, অতিরিক্ত সুহৃদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া সেই সৌহৃদ্য নব বলে আরও দৃঢ়তর করি। তথাচ আপনার নামে এবং আপনার তুল্য আমার পরম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া আমি আমার জন্ম সার্থক করিলাম।

গ্রন্থখানিতে বিস্তর দোষ দৃষ্ট হইবে, কিন্তু নিঃসহায় হইয়া ইহার প্রণয়ন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, বিশেষতঃ আপনারা আমার পরমবন্ধু, এই বিবেচনায় আমার সকল অপরাধ অনপরাধ জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা সভাবাজার
বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সাল
খৃঃ অব্দ ১৮৭৯ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীফকিরচাঁদ বসু দেব।

অন্ধের চক্ষুর্দান।

অথবা

কায়স্থসদ্‌গোপসংহিতার প্রতিবাদ

প্রতিবাদাভাস।



পবিত্র যুক্তির প্রভাবে, বিশেষতঃ শাস্ত্রসঙ্গত বিচারানুসারে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, কায়স্থবর্ণ ক্ষত্রিয় বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের একটী শাখা। বিষ্ণুপুরাণ, বৃহৎপরাশরস্মৃতি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, মিতাক্ষরা, বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতি, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি নানাশাস্ত্র কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সাক্ষাৎ-প্রমাণ।

রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের কৃত অভিনব স্মৃতির মতানুসারে কলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণই শূদ্রবর্ণ, * তাঁহার

* ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বম্। অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মতে ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ এককালিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বোধহয় এই বিষময় শাসনানুসারে বঙ্গের কায়স্থেরা একালপর্য্যন্ত শূদ্রাচারী হইয়া আসিতেছেন। বৈদ্য-জাতিরাও কায়স্থের ন্যায় শূদ্রাচারী ছিলেন, তবে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈশ্যাচারী হইয়াছেন, অবশিষ্ট সেই শূদ্রবৎই রহিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কিন্তু বৈশ্যাচারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার পূর্ব্বক যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার প্রথা তাঁহাদিগের মধ্যে আজও প্রচলিত হয় নাই।

সম্প্রতি কতকগুলি শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানাপন্ন কায়স্থ রঘুনন্দনের ভ্রম অথবা তাঁহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে কায়স্থবর্ণের পুনঃসংস্কার হয়, তাহার উপায় দেখিতেছেন, এই অপরাধে কায়স্থেরা বিস্তর লোকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ কতকগুলি ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বিদ্বেষানল ধূধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কায়স্থ-জাতির ত চিরকালই আধিপত্য আছে, তথাচ ক্ষত্রিয় পদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদিগের সেই আধিপত্য আরও অপ্রতিহত হইবার সম্ভাবনা; এই হিংসায় অপরাপর জাতির মনে বিদ্বেষভাবোদয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কায়স্থজাতির পুনঃসংস্কারে ব্রাহ্মণজাতির

কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, বরং এতদনুষ্ঠান তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে, যেহেতু তখন আর শূদ্রযাজক বলিয়া কাহারও দ্বারা গ্লানি বা অপবাদ সহ্য করিতে হইবে না। তথাচ তাঁহারা কায়স্থ জাতির সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া অন্তর্দ্দাহে ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এ অকারণ গাত্রদাহ কেন? সুধু সুধু জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা ভিন্ন এ গাত্রদাহের আর কি ফল। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের চিরভক্ত চিরানুরাগী এবং চিরশরণাপন্ন। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করিয়া থাকেন বলিয়া আজি বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের তত মান তত গৌরব হইয়াছে। পশ্চিমপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণের ইহার সিকি মান্যমানও নাই। ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে ভিতরে যে এত খলতা ছিল, কায়স্থেরা তাহা একাল পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। কায়স্থজাতির পুনঃসংস্কারের প্রসঙ্গ শুনিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আরও দুই একটী জাতির অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাঁরাও ঐ কতিপয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থজাতির উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অন্য জাতির কথা কিন্তু ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, ব্রাহ্মণেরা যে এবিষয়ে কায়স্থের সহায়তা না করিয়া তাঁহাদিগের বিপক্ষতা করিতেছেন, সেইটীই বড় আক্ষেপের বিষয়। কতক সাক্ষাৎ কতক অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গের প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণই কায়স্থদিগের চিরাশ্রিত, চিরানুগত এবং চিরপ্রতিপালিত। আজি যদি কায়স্থজাতি

শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা শূদ্রপদবাচ্য হয়েন, তবে কালি তাঁহাদিগের মুখে চূণকালি পড়িবে, অথবা লোকে অনলদগ্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের মুখকান্তি বিবর্ণ করিয়া দিবে। কায়স্থজাতি যদি যথার্থই শূদ্রবর্ণ হয়, তবে প্রায় বঙ্গের সমুদয় ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ হইতে হয়, কেননা ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের দান গ্রহণ এবং যবনান্ন ভোজন প্রায় তুল্যই কথা*। তবে

---

* ব্রাহ্মণস্য নিন্দিতকর্ম্মাণি যথা—

বিষ্ণুমন্ত্র বিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যা রহিতোদ্বিজঃ।
একাদশী বিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥ ১ ॥
হরের্নৈবেদ্য ভোগীনো ধাবকো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রান্ন † ভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ২ ॥
শবদাহীচ শূদ্রাণাং যোবিপ্রো বৃষলীপতিঃ।
শূদ্রাণাং সূপকারীচ শূদ্রযাজীচ যো দ্বিজঃ॥
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ॥ ৩ ॥
যো বিপ্রোঽবীরান্নভোজী ঋতুস্নাতান্নভোজকঃ।
ভগজীবী বার্দ্ধুষিকো বিষহীনো যথোরগঃ॥ ৪ ॥
যঃ কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নাম বিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥ ৫ ॥
সূর্য্যোদয়েচ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজীচ যোদ্বিজঃ।
শিলা পূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ॥ ৬ ॥

এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩।১৬৪।১৬৫।১৬৬।১৬৭।১৭৮।১৭৯।১৮০ শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

---

† অন্ন শব্দে ভুক্ত বা ভক্ষিত দ্রব্য।

কি বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত একালপর্য্যন্ত কায়স্থদিগের পোষ্য হইয়া আসিতেছেন ? এই বঙ্গরাজ্যের মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি ভিন্ন অপর জাতির দান কি ভোজ্য বস্তু গ্রহণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অতিশয় নিন্দা-

---

স্রোতসাং ভেদকোযশ্চ তেষাঞ্চাবরণেরতঃ।
গৃহসম্বেশকোদূতো বৃক্ষারোপক এবচ॥ ১৬৩॥

অস্যার্থঃ। যে ব্যক্তি সেতু দ্বারা প্রবহমাণ স্রোতের ভেদ করে, যিনি তাদৃশ স্রোতের আবরণ করেন, যিনি জীবিকার জন্য বাটী নির্ম্মাণ করেন, যিনি দৌত্যকর্ম্ম করেন, যিনি বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষরোপণ করেন। ১৬৩।

শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবীচ কন্যাদূষক এবচ।
হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ॥ ১৬৪॥

অস্যার্থঃ। যে ক্রীড়ার জন্য কুক্কুর পোষণ করে, যে শ্যেন পক্ষী দ্বারা জীবিকা করে, যে কন্যাগমন করে, যে হিংসাবৃত্তি করে, যাহার শূদ্রের দ্বারা জীবিকা হয়, যিনি বিনায়কাদিগণের (হুক্রিয়াসক্ত জাতি বিশেষ) যাগ করেন। ১৬৪।

আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিতএবচ॥ ১৬৫॥

অস্যার্থঃ। যিনি গুরু অতিথির প্রতি অভ্যর্থনাদি আচার বর্জ্জিত, যিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে নিরুৎসাহ, যিনি সর্ব্বদা যাচ্ঞা দ্বারা পরের উদ্বেজক ইত্যাদি। ১৬৫।

জনক ও গ্লানিকর, বরং কখন কখন গোময় ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়। অধিক কথা কি, কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা ব্রাহ্মণ-সন্তান, বহুকাল হইল কোন ঘটনা-ক্রমে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এই ছিদ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি তাঁহাদিগের দান গ্রহণ কি তাঁহাদিগের বাটীতে আহারাদি করিয়া থাকেন না। অনেক সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ-

---

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেত নির্হারকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৬৬॥

অস্যার্থঃ। যিনি মেষ ও মহিষ দ্বারা জীবিকা করেন, যিনি পুনর্ভূর স্বামী, যিনি ধনগ্রহণ করিয়া প্রেতকার্য্য করেন, ইহাদিগকে পিতৃশ্রাদ্ধ, হোম ও দেবান্ন হইতে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেক। ১৬৬।

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬৭॥

অস্যার্থঃ। শাস্ত্রজ্ঞ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা এই সকল স্তেন (চোর তস্করাদি) প্রভৃতি, জন্মাবধি নিন্দিতাচারী, সাধুলোকের সহিত একশ্রেণীতে ভোজনের অযোগ্য, এরূপ অধম ব্রাহ্মণদিগকে দেব পৈত্র্যকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবেন। ১৬৭।

যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈ ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকং॥ ১৭৮॥

অস্যার্থঃ। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদিতে যাবৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণের পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করে, দাতা ঐ পঙ্‌ক্তিতে যত ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হয়েন না। ১৭৮।

সন্তান তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও ব্যবহার করেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা ঠাকুর বাবুদিগের কোন সংস্রবেই থাকিতেন না। সমাজ-বন্ধন এতই কঠিন জানিবেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একমাত্র স্বাধীন রাজা ছিলেন বলিলেই হয়। শ্রুত আছি ঐ মহারাজ ঠাকুর

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহং।
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি ॥ ১৭৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি লোভ বশতঃ শূদ্রযাজকের প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে শরীরাদির সহিত বিনষ্ট হয়েন। সুতরাং অবেদবিদ্ জলে নিক্ষিপ্ত আমপাত্রের ন্যায় অতি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৯।

সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয়শোণিতং।
নষ্টং দেবলকে দত্তং অপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ ॥ ১৮০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দাতা সোমলতা বিক্রেতা (ব্রাহ্মণকে) যাহা দান করেন তাহা বিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ জন্মান্তরে তিনি বিষ্ঠাভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্য ব্যবসায়ী (ব্রাহ্মণকে) যাহা দান করেন তাহা পূয় ও শোণিত হয়, দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করেন তাহা নিষ্ফল হয় ও বৃদ্ধিজীবীকে যাহা দেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ১৮০।

মনুসংহিতার কেবলমাত্র উপরি উক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই পাঠকের মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, ব্রাহ্মণজাতির প্রতি যেরূপ

বাবুদিগকে সমাজে তুলিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে যত্ন পাইয়া ছিলেন, তথাচ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দুই এক ঘর সদ্বংশীয় কায়স্থ প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অভিলষিত কার্য্যটী সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

গোস্বামী লিখিয়াছেন, কায়স্থেরা অর্থবলে প্রধান জাতি হইয়াছেন, যদি সুদ্ধ অর্থের মহিমায় প্রধান জাতি হওয়া যাইত, তবে ঠাকুর বাবুরা এতদিন পড়িয়া থাকিতেন না, অনেক পুর্ব্বে সমাজে চলিত হইতেন। তৎকালে তাঁহাদের অর্থের অপ্রতুল ছিল না, বিশেষতঃ আবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনুকূল হইয়াছিলেন। এখনও ঠাকুর বাবুরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তথাচ তাঁহারা হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হইতে পারিতেছেন না। তবুত কলিকাতা নগরে সমাজ বন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর বাবুরা কিছু একটা উচ্চ জাতির অন্তর্গত হইবার অভিলাষ করেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার, তথাচ সেই স্বজাতি ব্রাহ্মণ

শাসন বাক্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব কায়স্থজাতি যদি যথার্থই শূদ্রপদবাচ্য হইতেন, তবে আবহমান কাল হইতে তাঁহাদিগের দানগ্রহণ ও যাজনাদি ক্রিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণেরা কখনই করিতেন না।

সমাজেই উঠিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রচুর অর্থব্যয় করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। যে স্থলে সমাজবন্ধন এতদূর কঠিন, সে স্থলে নীচ জাতি হইয়া উচ্চ জাতি প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত অসাধ্য ও অসম্ভব। বিশেষতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে সামাজিক নিয়ম আরও অতিরিক্ত কঠিন ছিল। অর্থের কোন কালেই ঈদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই যে, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া একটা নূতন জাতির সৃষ্টি কি একটা ইতর জাতির প্রাধান্য প্রদান করে। তবে যদি কায়স্থেরা গুণজ্ঞান কি তন্ত্র মন্ত্রাদি বশীকরণ বিদ্যার প্রভাবে প্রধান জাতি হইয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা, বরং তাহাতে তাঁহাদের পৌরুষই বলিতে হইবে। একটী সমগ্র জাতি অর্থের বলে প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে এরূপ কথা অমূলক ও অপ্রামাণিক, যে বিশ্বাস করে, সে নিতান্ত মূর্খ। এতদ্ভিন্ন সুবর্ণবণিক-দিগের আজি কাল বিস্তর অর্থ হইয়াছে। কৈ, তাঁহারাও ত অর্থ বলে একটা প্রধান জাতি হইতে পারিতেছেন না। গোস্বামী মহাশয় স্বমুখে বলিয়াছেন সদ্গোপেরা এক সময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহাদিগের মধ্যে এক আধব্যক্তি রাজোপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সদ্গোপেরা যদি বাস্তবিকই তত অতুল সম্পত্তিসম্পন্ন হই-য়াছিলেন, তবে তাঁহারাও ত অর্থবলে তৎকালে একটা প্রধান জাতি হইতে পারিতেন। তবে কি অন্য জাতির অর্থের বল নাই? কেবল কায়স্থের অর্থেরই বল আছে।

যদি কায়স্থস্পর্শে অর্থের বিক্রম বৃদ্ধি হয়, সেটীও কায়স্থের পক্ষে একটী স্পর্দ্ধার বিষয় বটে। দ্বিতীয় কথা এই যে, কায়স্থবর্ণ যদি শূদ্র পদবাচ্যই হইল, তবে আর তাঁহাদিগকে প্রধান জাতি কি করিয়া বলা যাইতে পারে। অতএব কায়স্থজাতি যখন প্রধান জাতি বলিয়া লোকসমাজে চিরপ্রসিদ্ধ ও চিরপ্রচলিত হইয়া আসিতেছেন, আর অর্থের যখন উচ্চ জাতি সৃষ্টি করিবার, কি নীচ জাতিকে উচ্চ জাতিত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই সপ্রমাণ হইল, তখন কায়স্থ জাতিকে সৎকুলজাত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু সৎকুলজাত না হইলে সমধিক প্রভুত্বলাভ কদাচ করিতে পারিত না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের একমাত্র সমাজপতি ছিলেন, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, তথাচ তিনি দুই একটী সদ্বংশীয় কায়স্থ সন্তানের অসম্মতিতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, অথবা পূর্ণ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই, অথচ তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল যে, ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রার্থনাটী পূর্ণ করেন। কায়স্থবর্ণ যদি হীন বর্ণ হইত, তবে কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এতদুপলক্ষে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন? না তাঁহাদের ভয়ে ঠাকুর বাবুদিগের প্রতি অকৃপা করিতেন?। বোধ হয়, গোস্বামীদিগের শরীর কিঞ্চিৎ স্থূলাকার, নচেৎ বুদ্ধি তত সূক্ষ্ম হইল কেন!

হস্তী স্থূলতনুঃ সচাঙ্কুশবশঃ কিং হস্তিতুল্যোঽঙ্কুশঃ।
বজ্রেণাভিহতাঃ পতন্তিগিরয়ঃ কিং বজ্রতুল্যোগিরিঃ।
বহ্নিঃ ক্ষুদ্রতমো বনংনিদহতে কিংতস্য তুল্যোঽনলঃ।
সর্ব্বেযাস্তি গুণেন সম্পদমিহ স্থূলেষুকঃ প্রত্যয়ঃ ॥

যেমন হস্তী তত বড় স্থূল দেহ হইয়াও ক্ষুদ্রাকার অঙ্কুশের দ্বারা চালিত হয়, তেমনি গোস্বামীরা তত বড় স্থূল শরীরী হইয়াও অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবে শাস্ত্ররূপ অকুল সমুদ্রমন্থন করিয়া কায়স্থ সদ্গোপসংহিতা গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহায় সম্পত্তি ও বল, বরং একদিন জীবনোপায়ের স্থল বলিলেও দোষ হয় না। অথচ ব্রাহ্মণেরা সেই কায়স্থের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বিধিমতে পাইতেছেন। যাহার স্বভাব ক্রূর, তাহার শরীরে দয়া মায়া নাই, তাহার ধর্ম্মভয় নাই, তাহার চিত্ত কিছুতেই কৃতজ্ঞতারসে মুগ্ধ হয় না। এই সময়ে একটী শ্লোক মনে পড়িল। যথা—

ভ্রাতঃ কোকিলভীতভীত ইবকিং পত্রাবৃতোবর্ত্তসে।
নীচৈঃ পশ্য শরার্পিতকরা ধাবন্তিলুব্ধার্ভকাঃ ॥
কাভীতিস্তব যৎ কুহূরিতি যতো বিদ্যামধুস্যন্দনী।
কিং ক্রূরে গুণগৌরবং কিমসতী চিত্তে পতিপ্রেমতা ॥

একটী কোকিল ব্যাধের ভয়ে পত্র মধ্যে লুকাইতেছিল, এই সময়ে একটী লোক দেখিয়া বলিল, ভ্রাতঃ কোকিল! তুমি পত্র মধ্যে অঙ্গ ঢাঁকিতেছ কেন? কোকিল বলিল, তুমি কি দেখিতেছ

না একটী ব্যাধ শর হাতে করিয়া ছুটিয়াছে?। লোকটী বলিল, তাহারে তোমার ভয় কি? তোমার যে কুহূকুহূস্বর, সেই স্বর শুনিয়াই সে মোহিত হইবে। কোকিল বলিল, যাহার স্বভাব ক্রূর, তাহার কাছে গুণের গৌরব কোথায়? অসতী স্ত্রীর চিত্তে পতিপ্রেম কোথায়?।

কায়স্থজাতির অদৃষ্টে অবিকল সেই দশা ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত কায়স্থেরা "দাস" শব্দটী নামান্তে ব্যবহার করিয়াছেন, তথাচ প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। বরং সেই "দাস" শব্দের ছল পাইয়া ক্রমে তাঁহারা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছেন। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের আদেশ আজ্ঞা ও শাসন বাক্যগুলি চিরকাল মাথায় করিয়া বহন করিতেছেন এবং দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদিগের সম্মান ও পূজা করিয়া আসিতেছেন, অথচ খলস্বভাব ব্রাহ্মণেরা কালসর্প হইয়া সেই কায়স্থজাতিকে দংশন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না; ছিদ্র নাই, তথাচ ছল কৌশল দ্বারা ছিদ্র করিয়া দংশন করিতেছেন। কায়স্থেরা কোন কালেই ব্রাহ্মণনিন্দক অথবা ব্রাহ্মণপীড়ক নহেন, বরং ব্রাহ্মণেরাই কায়স্থ বিদ্বেষী, বিশেষতঃ তাঁহারা আজি কাল কায়স্থের উপর আরও জাতক্রোধ হইয়াছেন, তথাচ কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের প্রতি পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইতেছেন না। ভূমিদান, অর্থদান, বস্ত্রদান, অন্নদান প্রভৃতি নানাবিধ দান দ্বারা ব্রাহ্মণের হিতসাধন

করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, কেহ ব্রাহ্মণের অপমান করিলে সাধ্যানুসারে তাহার শাসন করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ-জাতির গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন।

ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির দান প্রতিগ্রহ কি আশ্রয়-গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের জাতীয় ধর্ম্ম নহে। যথা মনুসংহিতার ৪ অধ্যায়ের ৮৪।৮৫।৮৬ শ্লোক।

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ রাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাং ॥ ৮৪ ॥

ক্ষত্রিয় ভিন্ন নৃপতির স্থানে প্রতিগ্রহ করিবেক না। পশু বিনাশ করিয়া তাহার মাংস বিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা করে, যাহারা তিলাদি বীজ হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বিক্রয় করে (কলু), মদ্য-বিক্রয়ী (শুণ্ডী), এবং বারবনিতার আয় দ্বারা যে জীবিকা করে,—এই সকল লোক হইতে প্রতিগ্রহ করিবেক না। ৮৪।

দশসূনাসমঞ্চক্রং দশচক্রসমোধ্বজঃ।
দশধ্বজসমোবেশো দশবেশসমোনৃপঃ ॥ ৮৫ ॥

দশজন মাংস বিক্রয়ীর যে দোষ, এক তেলিতে সেই দোষগুলি সমুদায় আছে, তেলির যে দোষ, শৌণ্ডিকে তাহার দশগুণ অধিক, দশজন শুণ্ডীর যে দোষ, বেশ্যার আয়ের প্রতিগ্রাহী একজনের সেই দোষ, বেশ্যাবৃত্তিভুক্‌ দশজনের যে দোষ, ক্ষত্রিয় ভিন্ন এক নৃপতিতে সেই সমুদায় দোষ হয়। ৮৫।

দশসূনা সহস্রাণি যোবাহয়তি সৌনিকঃ।
তেনতুল্যঃ স্মৃতোরাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি আপনার জীবিকা জন্য দশসহস্র সূনাঃ (পশুবধ স্থান) সংস্থাপন করে, অক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাহারই সমান জানিবে, অতএব তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা ঘোর পাপজনক হয়। ৮৬।

কায়স্থের দান, (বিশেষতঃ বঙ্গদেশে) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জীবিকা স্বরূপ। কায়স্থ অন্ত্যজ জাতির মধ্যে পরিগণিত হইলে বিস্তর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা পায় না, রক্ষার উপায়ও রহিত হয়, তাহাও স্বীকার, তথাচ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলা হইবে না, এ বড় বিষম প্রতিজ্ঞা। এই বঙ্গ প্রদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল একমাত্র কায়স্থজাতিরই শরণাপন্ন, অথবা কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এক মাত্র আশ্রয়, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কায়স্থজাতি যদি বাস্তবিকই শূদ্রবর্ণ হইত, তবে কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের দানগ্রহণ কিম্বা আশ্রয়ে বাস করিয়া পাপাত্মা হইতে স্বীকার করিতেন? কদাচ করিতেন না। যে পাপাত্মারা হাড়ী, ডোম ও বেশ্যাদির যজন যাজন ও দানাদি বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহাদিগের বুঝি নরকেও স্থান হয় না। কোন গোস্বামী মহাশয় একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক মনুসংহিতার ৪ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ৮৪।৮৫।৮৬ শ্লোকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশটী কত বড় পুণ্যাত্মা ও পবিত্র।

হিন্দুশাস্ত্রটী ব্রাহ্মণ জাতির একায়ত্ত। ঐ শাস্ত্রটী তাঁহারা

যেন সিদ্ধির ঝুলি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়, শাস্ত্রটী যেন বাঞ্ছাকল্প-তরু। ব্রাহ্মণেরা যখন যে জাতির প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন তাহারে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। আবার যখন তাহার প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, তখন তাহারে চণ্ডালাধম করিয়া রাখিয়াছেন। কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণেরা যখন কৃপাসিন্ধু ছিলেন, তখন ক্ষত্রিয় বলিয়া ঐ জাতির গৌরব করিয়াছেন, আবার যখন ঘটনাক্রমে সেই কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের ক্রোধভাজন হইয়াছেন, তখন তাহারে শূদ্রাধম বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল কায়স্থ বলিয়া নহে, বৈদ্য জাতির প্রতিও ব্রাহ্মণেরা ঐরূপে কখন কৃপা কখন অকৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—শাস্ত্রসম্মত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য।—

অম্বষ্ঠোজারজো বৈদ্যোভিষবৈদ্য শ্চিকিৎসকঃ।

অর্থাৎ বৈদ্যজাতি পাঁচটী নামে প্রসিদ্ধ। যথা,—অম্বষ্ঠ, জারজ, বৈদ্য, ভিষক্ এবং চিকিৎসকবৈদ্য। অথবা রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম ধৃত।

শৌনকউবাচ। কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যান্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহোকেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকারসঃ॥

সৌতিরুবাচ। গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং কুরুনন্দন।
দদর্শ কামুকীংকান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে॥

তয়া নিবারিতোবস্থা স্থলেন বলবান্ গুরঃ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্টা, বীর্য্যাধানং চকারসঃ॥
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভংসা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে।
সদ্যোবভুব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভঃ॥
সপুত্রা স্বামিনোগেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যস্মাদ্দেবাদি সঙ্কটং॥
বিপ্রোরোষেণ তত্যাজ তঞ্চপুত্রং স্বকামিনীং।
সরিদ্বভুবযোগেন সাচ গোদাবরী স্মৃতা॥ ইত্যাদি
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ অধ্যায়ে।

একটী পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণপত্নী তীর্থে গমন করিয়া সূর্য্য পুত্র অশ্বিনীসুত দ্বারা গর্ব্ভবতী হয়েন, ও ঐ তীর্থ স্থলের একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানে কাঞ্চনবর্ণতুল্য একটী পুত্র প্রসব করেন। তৎপরে ঐ ব্রাহ্মণ পত্নী সদ্যোজাত সন্তান সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া লজ্জাবনত মুখে উপপতি কর্ত্তৃক গর্ব্ভ হওয়া বৃত্তান্ত স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। বিপ্রস্বামী ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষ পরবশ হইয়া সন্তান সহিত পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং ব্রাহ্মণপত্নী যোগবলে সরিত্রূপা হইয়া গোদাবরী নামে বিখ্যাতা হইলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণী গোদাবরীতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বৈদ্যজাতিটী জারজ সন্তান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তথা মতান্তরে বৈদ্যোৎপত্তিকথনং।

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃকিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্শূদ্র কন্যকা উপযেমিরে॥

তত্রবৈশ্য সুতায়াংযেজজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বেতে মুনয়ঃখ্যাতা বেদবেদাঙ্গ পারগাঃ॥
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্য স্তস্থাবম্বাকুলেহিতৎ।
অম্বষ্ঠইত্যসাবুক্ত স্ততোজাতি প্রবর্ত্তনাৎ॥
পরে সর্ব্বেঽপিচাম্বষ্ঠা বৈশ্যা ব্রাহ্মণ সম্ভবাঃ।
জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ॥
অম্বষ্ঠাস্তেন তেসর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণেরা সবর্ণা কন্যা ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যাও বিবাহ করিতেন। বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা বেদ বেদাঙ্গে পারগ হইয়া মুনি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, সেই সকল মুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অমৃতাচার্য্য হইতে অম্বাকুলের সৃষ্টি ও ঐ অম্বাকুল হইতে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়। অতএব অম্বষ্ঠ নামে বৈশ্য জাতি ব্রাহ্মণ-সম্ভব, অবশেষে সেই অম্বষ্ঠ জাতি দ্বিজ বৈদ্য নামে অভিহিত হইল, যেহেতু তাহারা বৈশ্যা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিহিত সংস্কার দ্বারা পবিত্র হয়। এস্থলে যদিও স্ববর্ণে স্ববর্ণে বিবাহ হইয়া বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হয় নাই লিখিত হইয়াছে, তথাচ ঐ বৈদ্য জাতি জারজসন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে তৎকালে ব্রাহ্মণেরা যে সে বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ইতি মতান্তরে বৈদ্যোৎপত্তি কথন। কিন্তু কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত এরূপে কথিত হয় নাই, বিশেষতঃ অম্বাকুল হইতে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ মত অপর কোন

প্রাচীন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না, বরং ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়াং অম্বষ্ঠোনাম জায়তে ইতিচ পদ্যার্দ্ধং মানবীয়ং। অর্থাৎ মনুস্মৃতির বচনার্দ্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ জাতি যে বর্ণসঙ্কর, মনু তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে সুতরাং ঐ অম্বষ্ঠ কুল-জাত সন্তানেরা যে বর্ণসঙ্কর হইবে, সে বিষয়ে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারেন না।

সঙ্করবর্ণ প্রতিবোধক মনুসংহিতার কতকগুলি বচন এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ॥ ১০ ॥ ৪ ॥

কুল্লুকভট্টের টীকা॥ ১০ ॥৪॥

ব্রাহ্মণ ইতি। ব্রাহ্মণাদয় স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতি সংজ্ঞাঃ স্যুস্তেষা-মুপনয়ন বিধানাৎ শূদ্রঃ পুনশ্চতুর্থোবর্ণঃ একজাতি রুপনয়নাভাবাৎ। পঞ্চমঃ পুনর্ব্বর্ণো নাস্তি সঙ্কীর্ণ জাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতা পিতৃ জাতি ব্যতিরিক্ত জাত্যন্তর ত্বাৎ নবর্ণত্বং অয়ঞ্চ জাত্যন্তরোপা দেশঃ শাস্ত্রে সংব্যবহরণার্থঃ।

ভাষার্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি শব্দে কহা যায়, যেহেতু ইহার উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্থবর্ণ শূদ্র, এই বর্ণ দ্বিজ নহে, যেহেতু ইহার উপনয়ন নাই। পঞ্চম বর্ণই নাই। অম্বষ্ঠাদি অশ্বতর তুল্য সঙ্কর জাতি, ইহারা জাতি পদবাচ্য মাত্র, বর্ণ নহে।

সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এবতে ॥ ১০ ॥ ৫ ॥

এতদ্ভিন্ন কুল্লুকভট্টের টীকা দেখ।

ভাবার্থ। পরীণীত * ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে সম্ভূত সন্তান বৈশ্য এবং শূদ্রাতে শূদ্র হইতে জাত সন্তান শূদ্র হইবে। ১০। ৫।

আপন আপন স্বজাতীয় পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান সেই সেই বর্ণ হইবে, এই কথা বলাতে অন্য পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র বর্ণ প্রাপ্ত হইবে না, একটী জাতি পদবাচ্য হইবে মাত্র, ইহা দ্বারা এই নিশ্চয় হইল।

দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ব বর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোক প্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ৭ ॥ ২৪ ॥

কুল্লুকভট্টের টীকা দেখ।

ভাবার্থ। দণ্ড বিধান না করিলে, অথবা অনুচিত রূপে দণ্ড করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা পরস্পর স্ত্রী সংসর্গ দ্বারা সঙ্কীর্ণ জাতি উৎপাদন করিতে পারে ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই যে, সবর্ণা স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান সঙ্কীর্ণ জাতীয় হইবে।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়া মম্বষ্ঠোনামজায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ১০ ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সন্তানকে

* পরিণীত শব্দ দ্বারা অক্ষতযোনি প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অম্বষ্ঠ বলা যায়, এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রাগর্ভজাত সন্তা-নকে নিষাদ বলা যায়, নিষাদের অপর নাম পারশব।

পুত্রা যেঽনন্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।
তাননন্তর নাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, দ্ব্যন্তর জাতি অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত ইত্যাদি।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনে নচ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১০ ॥ ২৪ ॥

ভাবার্থ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরস্পরের স্ত্রী গমনে, স্বগোত্রাদির অবিবাহ্য স্ত্রী বিবাহে, এবং উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণসঙ্কর জাতি ভাবাপন্ন হয়।

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ু দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ১০ ॥ ৪৬ ॥

ভাবার্থ। যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, তাহা-দিগকে অপসদ শব্দে বলা যায়, এবং যাহারা প্রতিলোম্যে উৎপন্ন উহাদিগকে অপধ্বংসজ শব্দে বলা যায়। ঐ উভয় প্রকার জাতিরা ব্রাহ্মণাদির উপকারক অথচ গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, বৈদ্যজাতির আদিপুরুষ বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ সন্তানেরা হয় "অপসদ" নয় "অপধ্বংসজ" শ্রেণীতে পরিগণনীয়, এবং ব্রাহ্মণদিগের

উপকারক অথচ ভদ্রসমাজগর্হিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। মনুসংহিতা ধৃত পূর্ব্বোক্ত ৭ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদির পরস্পর স্ত্রীগমনে বর্ণসংস্কর উৎপন্ন হয়, এ স্থলে আনুলোম্য কি প্রতিলোম্য গমন দোষে বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় নাই, সেই হেতু বৈদ্য জাতিরা অপসদ কি অপধ্বংসজ শ্রেণীতে ভুক্ত হইবে, তাহা বলিয়া উঠা কঠিন।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষ যোনিজং।
আর্য্যরূপ মিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ ॥ ১০ ॥ ৫৭ ॥

ভাষার্থ। কোন্ ব্যক্তি বর্ণ বহির্ভূত সঙ্কর জাতি, অথচ কিরূপ সঙ্কর তাহা বিশেষরূপে নিশ্চিত নহে, এমত স্থলে বক্ষ্যমাণ নিন্দিত কর্ম্মের অনুসারে ঐ ব্যক্তির জাতি নির্ণয় করিবে।

অম্বষ্ঠ সন্তানেরা কোন্ প্রকার সঙ্কর জাতি, তাহা অবগত নহি, অবগত হইবার ভার বৈদ্য মহাশয়দিগের উপর অর্পণ করিলাম।

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ যোনিজং ॥ ১০ ॥ ৫৮ ॥

ভাষার্থ। নিষ্ঠুরত্ব, পরুষভাষিত্ব ইত্যাদি কর্ম্ম লোকসমাজে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দিত জাতি ব্যক্ত করিয়া দেয়।

কবিরঞ্জন মহাশয় এবং গোপতি মহাশয় মনুধৃত

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর প্রতি একবার যত্ন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিবেন।

পিত্র্যংবা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বো ভয়মেববা।
ন কথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিংস্বাং নিয়চ্ছতি ॥ ১০ ॥ ৫৯ ॥

কুল্লুকভট্ট কৃত টীকার ভাষার্থ।

সঙ্কর জাতির ন্যায় দুষ্টযোনিসম্ভূত নিন্দিত জাতিরা পিতার দুষ্ট স্বভাব অথবা জননীর নিন্দিত প্রকৃতি ভজনা ও সেবা করে, এবং তাহারা পিতৃ সম্বন্ধীয় ও মাতৃ সম্বন্ধীয় স্বভাবকে গোপন করিতে পারে না।

কবিরঞ্জন মহাশয় যেন মনুধৃত এতৎ শ্লোকটীর প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করেন। অম্বষ্ঠ জাতিটী যে জাতি সঙ্কর, তাহা মনু স্বয়ং স্থির করিয়া গিয়াছেন। নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং বৈদ্য মহাশয়েরা স্বমুখে স্বীকারও করিয়া থাকেন যে, বৈদ্য জাতিটী অম্বষ্ঠ কুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহতদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১০ ॥ ৬১ ॥

কুল্লুকভট্টের টীকার ভাষার্থ।

যে রাজ্যে বর্ণ দূষক বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়, সেই রাজ্যের লোক সকল উৎকৃষ্ট প্রজার সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়, অতএব রাজ্য হইতে বর্ণসঙ্কর জাতিকে দূরীভূত করিয়া দিবে।

গ্রন্থকারাগ্রগণ্য মনু অম্বষ্ঠ জাতির বর্ণসংকরত্ব যেরূপ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, এবং ঐ অম্বষ্ঠ জাতি হইতে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হওয়ার বিষয় শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তবে বঙ্গদেশ হইতে বৈদ্য জাতির দূরীভব হওয়া নিতান্ত শ্রেয়ঃ।

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত মতান্তরে বৈদ্যোৎপত্তি কথন স্থলে, যদিও সবর্ণে সবর্ণে বিবাহ হইয়া বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হয় নাই লিখিত হইয়াছে, তথাচ ঐ বৈদ্যজাতি এস্থলে জারজ সন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, যে হেতু পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা যে সে বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তথাচ মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বৈদ্য জাতিটী শূদ্র জাতির অন্তর্গত ব্যতীত বৈশ্য জাতির অন্তর্গত হইতেছে না। যথা—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেবনয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং॥ ৩॥ ১৫॥

কুল্লুকভট্টের টীকার ভাষার্থ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা মোহবশতঃ যদি আপন অপেক্ষা হীন জাতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র পৌত্রাদির সহিত আপন আপন বংশ শূদ্রত্ব

প্রাপ্ত হয়। অতএব বৈদ্য জাতিটী যদি যথার্থই বৈশ্যা গর্ভ ও ব্রাহ্মণ ঔরসজাত হয়, তবে মনুর এই বচন দ্বারা ঐ জাতির শূদ্রত্ব স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন না। যেহেতু ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈশ্য কন্যা সুধু হীন জাতীয় নহে, ব্যন্তর হীন জাতীয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন জাতীয় ক্ষত্রিয় বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে হীন জাতীয় বৈশ্য বর্ণ।

পক্ষান্তরে মনুর ১০ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক পূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে দৃষ্টি করিবেন। ঐ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা পরস্পরের স্ত্রীগমন করিলে এবং ব্রাত্য পুরুষেরা স্বজাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, এতদ্ভিন্ন স্বগোত্রাদি অবিবাহ্য কন্যাকে বিবাহ করিলে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপনয়ন সংস্কার রহিতের নাম ব্রাত্য।

সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীসুত দ্বারা ব্রাহ্মণী উপপত্নীর গর্ভে যদি বৈদ্য জাতির যথার্থই উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবেত ঐ বৈদ্য জাতি জারজবংশীয় হইল। আর তাহা না হইয়া যদি ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, তবেত মনুর উক্ত বচনানুসারে বৈদ্য জাতির বর্ণসঙ্করত্ব প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু মনু লিখিতেছেন যে, "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ ইত্যাদি"। এস্থলে বৈদ্য জাতি অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর ভিন্ন আর কি বলিয়া

উক্ত হইতে পারে। জাতি মিত্রের গ্রন্থকার কবিরঞ্জন লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি।

যদি ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যদি সেই অম্বষ্ঠ কুল হইতে সত্যসত্যই বৈদ্যজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাচ মনুর উক্ত বচনানুসারে বৈদ্যজাতির বর্ণসঙ্করত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু উক্ত বচন প্রমাণে কি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা এক জাতীয় স্ত্রীতে অপর জাতীয় পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মিবে, সে বর্ণসঙ্কর হইবে, তদ্ভিন্ন বৈশ্য কন্যা শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের বিবাহ্য নহে। যথা—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃক্রমশোবরাঃ॥ ৩॥ ১২॥

ভাষার্থ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত, কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরবচনোক্ত বিবাহ প্রশস্ত জানিবে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপাদনার্থে সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবে, তদ্ভিন্ন সকল প্রকার বিবাহিতা স্ত্রী সম্ভোগার্থ মাত্র, ধর্ম্মার্থ নহে। সুদ্ধ ভোগাভিলাষ চরিতার্থের নিমিত্ত যে পত্নীকে গ্রহণ করা হয়, সে প্রায়ই উপপত্নীর শ্রেণীতে পরিগণিত। অতএব বৈদ্যজাতি বৈশ্য কন্যা-জাত হইলেও জারজ হইতেছে, যেহেতু মনুর মতে কামাতুর হইয়া অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিলে, সে পত্নী উপপত্নীর সদৃশ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বৈদ্যেরা যেন মাতৃজাতীয় হইবার দুর-প্রত্যাশা না করেন, কেননা মনু অম্বষ্ঠ জাতিকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট বাক্যটী কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, বিশেষতঃ মনু স্মৃতির ১০ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, শুদ্ধ ক্ষত্রিয় পিতা হইতে বৈশ্যা বা শূদ্রা মাতার গর্ভজাত সন্তানেরাই মাতৃ জাতি প্রাপ্ত হইবে। যথা—

পুত্রাযেঽনন্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।
তাননন্তরনামস্তু মাতৃ দোষাৎ প্রচক্ষতে।। ১০ ॥ ১৪ ॥

এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার অনুলোম জাত সন্তানেরা যে মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইবে, মনুর বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত, এই ১৩ টী বৈদ্যজাতির নির্দ্দিষ্ট উপাধি। যথা—

সেনদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
এষাংবংশ সমুৎপন্না এতৎপদ্ধ তয়োমতাঃ।
অন্যপদ্ধতয়োঽপ্যেবং সন্তিবৈদ্যানতে শ্রুতাঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত।

মৌলিক ও সম্মৌলিক কায়স্থের মধ্যেও ঐ সকল

পদবী প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি পদবী ঐ মৌলিক ও সন্মৌলিক কায়স্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, বৈদ্যজাতির মধ্যে সেগুলির ব্যবহার নাই, যথা—সিংহ, পালিত, দে ও গুহ। এমতে এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কায়স্থবর্গের সহিত বৈদ্যজাতির কোন-কালেই কোনপ্রকার সংশ্রব ছিল না, থাকিলে উক্ত পদবী চারিটীও তাঁহাদিগের মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার হইত। তেলী, তামলী প্রভৃতি নবশাখেরা বৈদ্যজাতির সমুদায় উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ উপাধিগুলি ভিন্ন অন্যপ্রকার উপাধি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণকার বৈদ্যজাতিটী কোন সময়ে নবশাখকুলের অন্তর্গত একটী শাখা ছিল, বোধহয় ব্যবসায় বিশেষহেতু, সেই অন্তর্গত শাখাটীসম্প্রতি বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা এক্ষণে একটী পৃথক্‌জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈদ্যজাতিটী কায়স্থ কি ব্রাহ্মণের ন্যায় মহাবংশ সম্ভূত হইলে অবশ্যই কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের উপাধিগুলি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিত। অমরসিংহের মতে অম্বষ্ঠকুলজাত বৈদ্যজাতিটী চণ্ডালাদির ন্যায় অধম শূদ্রবর্ণ। যথা—

শূদ্রাশ্চাঽবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাস্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ॥

অম্বষ্ঠকুল হইতে বৈদ্যজাতিটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া

বৈদ্যেরা অভিমান করিয়া থাকেন, সেই অম্বষ্ঠকুল যখন শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইল, তখন আর বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্ব কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। জাতিমিত্রগ্রন্থের কোনস্থলে লিখিত হইয়াছে, বৈদ্যজাতির বৈশ্যমাতা উপপত্নী স্বরূপ নহে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী। শাস্ত্রমতে অবগত হওয়া যায় যে, অসবর্ণাস্ত্রী অবিবাহ্যা, অসবর্ণা ভার্য্যার নাম কামপত্নী যথা—

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী তু সাস্মৃতা।
অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সাস্মৃতা॥

মৎস্যসূক্ত ৩১ পটল।

যাহার যে সবর্ণা ভার্য্যা তাহারে ধর্ম্মপত্নী বলে, আর যাহার যে অসবর্ণাভার্য্যা তাহারে কামপত্নী বলে, কামপত্নীর অপরার্থ উপপত্নী।

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।

গোতমসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়।

গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্ট মৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত্॥

বশিষ্ঠসংহিতা ৮ম অধ্যায়।

গৃহস্থ ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা লাভান্তে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক অসমানপ্রবরা অক্ষতযোনি বয়ঃকনিষ্ঠা স্বজাতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

স্বজাতী মুদ্বহেৎকন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্। ৪।৩২।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

এইসকল শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে,

সবর্ণা কন্যা ভিন্ন অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অসবর্ণা বিবাহের নাম রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃ বিবাহ। ঐ বিবাহ স্নদ্ধ রতিস্নখসম্ভোগের নিমিত্তই শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এ বিবাহ ধর্ম্মার্থে নহে। যে ভার্য্যা স্নদ্ধ রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই গৃহীতা হয়, শাস্ত্রে সে ভার্য্যাকে কামপত্নী বলিয়াছে। কামপত্নী বা উপত্নীর গর্ভজাতসন্তানেরা জারজ বা সঙ্করজাতি ভিন্ন সৎকুলজাত সন্তান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে।

সবর্ণা ভিন্ন অন্যরূপ বিবাহ যে প্রশস্ত নহে, তাহা স্থলান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামুদ্বা পশ্চাৎরিরংসবশ্চেৎ তদা তেষা
অবরাঃ হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াছ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ॥

এই ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, রতিকামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উচ্চবর্ণেরা হীনবর্ণের স্ত্রী ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে পারে। রতি অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত উপপত্নী রাখিবার যে প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, শাস্ত্রকারেরা সেই প্রথাটী প্রকারান্তরে অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকারদিগের এই নির্দ্দেশানুসারে বৈদ্যজাতিটী উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া অবধারিত হইতেছে, যেহেতু বৈশ্যকন্যা যখন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী হইবার যোগ্যা নহে, তখন অবশ্যই তাহারে ব্রাহ্মণের উপপত্নী বলিয়া জানিতে হইবে। ঐ উপপত্নীর উদরে

যে জাতি জন্মগ্রহণ করে, সে জাতি যদি জারজজাতি না হইবে, তবে আর জারজজাতি কাহাকে বলিব ?।

মতান্তরে ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভে উপপতি অশ্বিনীকুমারের ঔরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইবায় তাহারা জারজসন্তান বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে।

পূর্ব্ব প্রদর্শিত মনুস্মৃতির বচন প্রমাণে এবং শব্দকল্প-দ্রুমধৃত যাজ্ঞবল্ক্যীয় মতানুসারে বৈদ্যজাতিটী কখন শূদ্র, কখন বর্ণসঙ্কর ও কখন জারজ-সন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মুনিদিগের মতের একতা নাই সত্য, কিন্তু এই বিরোধস্থলে মনু যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আদরণীয় হওয়া উচিত, নচেৎ বেদ বিধানাদি শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌতং প্রমাণংহিতয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা ॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের যে স্থলে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, সেস্থলে শ্রুতিরই প্রামাণ্য। স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ স্থলে স্মৃতিরই প্রামাণ্য। স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতি প্রশস্ত, যথা—

নকশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মংস্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে ॥ পরাশরঃ।

বেদের কর্ত্তা নাই, অর্থাৎ বেদ অনাদি। ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন মাত্র। মনু ঐ বেদ হইতে কল্পান্তরে কল্পান্তরে ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন। তথা।

বেদার্থোপ নিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃস্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে॥

ইতি বৃহস্পতিঃ।

মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, সেইজন্য সকল প্রকার স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রধান, মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নহে।

ত্বমাকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যা প্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎপ্রভো॥ ১ ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ। যে বেদ বহু শাখায় বিভক্ত হওয়াতে অসীমরূপে প্রতীয়মান এবং মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহার প্রতিপাদ্য ভাগ বুঝা যায় না, কি প্রত্যক্ষ, কি স্মৃতাদি শাস্ত্র দ্বারা অনুমেয় (*) সেই অপৌরুষেও নিত্য সমগ্র বেদ শাস্ত্রে উল্লিলিত যজ্ঞাদি কার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্বের আপনিই অদ্বিতীয় বেত্তা হয়েন। ১। ৩।

এতাবতায় মনুসংহিতাই সর্ব্বপ্রধান হইল, সুতরাং মনুক্ত বচনগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে গ্রাহ্য।

অম্বষ্ঠ কুল যে বর্ণসঙ্কর তাহা মনু নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রমাণপূর্ণ বচনসকল পূর্ব্বপূর্ব্ব পৃষ্ঠায়উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও একটী বচন নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

* সাক্ষাৎ শ্রুতি না থাকিলেও পণ্ডিতেরা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের উপপত্তি করিবার জন্য শ্রুতির কল্পনা করেন।

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনু পূর্ব্বশঃ।

অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তু মর্হসি ॥ ১ ॥ ২ ॥

কুল্লূকভট্টকৃত টীকার মর্ম্মার্থ।

ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণাদিবর্ণ সকলের কীর্ত্তন করিয়াছেন এক্ষণে গর্দ্দভীর সহিত অশ্বের সংযোগে অশ্বতর (খচ্চর) যেরূপ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বিজাতীয় মৈথুনসম্ভূত অম্বষ্ঠ, করণ ও ক্ষত্তৃ প্রভৃতি অনুলোম প্রতিলোম * জাত বর্ণসঙ্কর জাতির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম সকল আপনি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন্।

বৈদ্যেরা আপন মুখে অভিমান করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অম্বষ্ঠকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাত্মা মনুর মতে বিজাতীয় মৈথুন-জাত ঐ অম্বষ্ঠকুল খচ্চর জাতির ন্যায় বর্ণসঙ্কর। অতএব বৈদ্যজাতিরা যে বর্ণসঙ্কর তাহা উক্ত বচন প্রমাণে প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ হইল।

অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি অতিরিক্ত বচন নিম্নে পুনরুদ্ধৃত করিলাম। যথা—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠোনাম জায়তে।

ইতিচ পদ্যার্দ্ধং মানবীয়ং।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণোজ্জাতোহম্বষ্ঠোহি মুনিসত্তম।

ইতিচ পদ্যার্দ্ধং শঙ্খ্যঃ।

---

* উচ্চবর্ণ পুরুষের ঔরসে নীচবর্ণের স্ত্রীর গর্ভ-জাত সন্তানের নাম অনুলোম-জাত, ও নীচবর্ণ পুরুষের ঔরসেউচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভ-জাত সন্তানের নাম প্রতিলোম-জাত।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোহপি বা॥
ইতি যাজ্ঞবল্কীয় প্রমাণম্।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অসবর্ণ পিতা পিতা মাতা হইতে অম্বষ্ঠ জাতিটী উৎপন্ন হইয়াছে।

বৈদ্যজাতিরা সাহঙ্কারে এবং উচ্চ মুখে অভিমান করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠকুলের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ অম্বষ্ঠকুল হইতে বৈদ্যজাতি উৎপন্ন হওয়ায় স্নুতরাং তাঁহারা (বৈদ্যেরা) মাতৃজাত্যনুসারে বৈশ্যজাতীয় হইয়াছেন। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদের এ অভিমান নিতান্ত অমূলক ও হাস্যাস্পদ। যেহেতু পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রদর্শিত বচনগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টানুভূত হইবে যে, মহানুভব মনু বারম্বার নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন যে, বিবাহিতাই হউক, কিম্বা অবিবাহিতাই হউক, অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হইবে, অর্থাৎ পিতৃ মাতৃজাতি ব্যতিরিক্ত একটী ভিন্ন জাতি প্রাপ্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে বৈদ্যেরা শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা যদি মোহবশতঃ হীন

জাতীয় স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র, পুত্র পৌত্রাদির সহিত আপন আপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অমরসিংহ তাঁহার অভি-ধানে অম্বষ্ঠজাতিকে শূদ্রবর্গের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। অম্বষ্ঠজাতি যদি শূদ্রবর্ণ হইল, তবে সেই অম্বষ্ঠজাতি হইতে উৎপন্ন বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

নরকভোগান্তে বৈদ্যজন্মকথনং

যঃ করোত্যপহারঞ্চ দেবব্রাহ্মণয়োর্ধনং।
পাতয়ত্বা স্বপুরুষান্ দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্॥

যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সে ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দশপুরুষ এবং পরবর্ত্তী দশপুরুষকে নরকগামী করে।

স্বয়ং যাতি চ ধূমান্ধং ধূমধ্বান্ত সমন্বিতং।
ধূমক্লিষ্টো ধূমভোগী বসেত্তত্র চতুর্যুগং॥

সে ব্যক্তি ধূমদ্বারা ক্লিষ্ট ও অন্ধ হইয়া ধূমপান করে, ও এই অবস্থায় চারিযুগ যাবৎ ধূমাবৃত ঘোর অন্ধকারে বাস করে।

ততো মূষিক জাতিশ্চ শতজন্মানি ভারতে।
ততো নানাবিধাঃ পক্ষিজাতয় ক্রমিজাতয়ঃ॥

তাহার পর সে ব্যক্তি মূষিক, নানাজাতীয় পক্ষী, ও নানাজাতীয় কীটযোনিতে একশতবার জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমিতে বিচ-রণ করিবে।

ততো নানাবিধা বৃক্ষজাতয়শ্চ ততো নরঃ।
ভার্য্যাহীনো বংশহীনঃ শবরো ব্যাধিসংযুতঃ॥

তৎপরে সেই ব্যক্তি নানাজাতীয় বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহ করিবে এবং তৎপরে গৃহশূন্য ও বংশশূন্য হইয়া ম্লেচ্ছজাতি প্রাপ্তিপূর্ব্বক মানবদেহ ধারণ করিবে এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।

ততো ভবেৎ স্বর্ণকারঃ স সুবর্ণবণিক্ ততঃ।
ততো যবনসেবী চ ব্রাহ্মণো গণকস্ততঃ॥
বিপ্রো দৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ॥

তদনন্তর সেইব্যক্তি স্বর্ণকার এবং তাহারপর সুবর্ণবণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণ করিবে, তৎপরে যবনসেবা-পরায়ণ গণক ব্রাহ্মণ হইবে, সেই গণক দৈবজ্ঞোপজীবী ও বৈদ্যজীবী চিকিৎসক হয়।

অপিচ

লাক্ষা লোহাদি ব্যাপারী রসাদি বিক্রয়ীচয়ঃ।
সযাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্ব্বেষ্টিত এবচ।
বসেৎসলোম মানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ॥

এতদ্ভিন্ন আরও কথিত হইয়াছে যে, পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিয়া লাক্ষাদি লৌহের ব্যাপারী এবং পারদাদি ধাতু বিক্রয়ী হইবে। তৎপরে সেই ব্যক্তির শরীরে লোমের সংখ্যা যত হইবে, ততবৎসর পর্য্যন্ত সর্পবেষ্টিত হইয়া সর্পলোকে বাস করিবে এবং সেই সর্পলোকে ততকাল সর্পদ্বারা দংশিত হইবে।

ততো ভবেৎ সগণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু।
গোপশ্চ কর্ম্মকারশ্চ রঙ্গকারস্ততঃ শুচিঃ॥

ইহার পরে সেই ব্যক্তি সপ্তজন্ম গণক ও অপর সপ্তজন্ম বৈদ্য-রূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তৎপরে গোপ, কর্ম্মকার ও রঙ্গকারকুলে জন্মপরিগ্রহ করিবে। এই সকল নরকভোগান্তে সে ব্যক্তি পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিবে।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ২৮ অধ্যায়

এইসকল নরকভোগান্তে একটী বৈদ্য নরদেহ ধারণে সক্ষম হয়েন, তথাচ পবিত্রতালাভে অসমর্থ হইয়া বৈদ্যজন্মের পরেও গোপ কর্ম্মকার ও রঙ্গকার এই ত্রিবিধ পরিশুদ্ধ * যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শুচি হইবার যোগ্য হয়েন।

বৈদ্যজাতিটী যে কতবড় পুণ্যাত্মা ও কতবড় পুণ্য-শ্লোক, এই সকল বচন দ্বারা তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল শ্লোক দ্বারা আরও প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, গোপ কর্ম্মকার ও রঙ্গকার এই ত্রিবিধ কুল বৈদ্যকুল হইতে সমধিক শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, যেহেতু যথাক্রমে ঐ তিন কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে আর একটী বৈদ্যের দেহ পবিত্র হয় না। এতদ্ব্যতীত, স্থবর্ণবণিক স্বর্ণকার ও গণক প্রভৃতি কতকগুলি হীন কুল-জাত পরি-বারের সহিত বৈদ্যজাতির ঘনিষ্ট জ্ঞাতিত্ব সপ্রমাণ হই-তেছে। অতএব বৈদ্যেরা যে বৈশ্যজ্ঞানে আপনাদের কুল গরিমার অভিমান করিয়া থাকেন, উপরি উক্ত বচন প্রমাণে

* শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈদ্যযোনি অপেক্ষা পরিশুদ্ধ।

তাঁহাদের সে অভিমান অসার কি অসার্থক বলিয়া জ্ঞান হয় না ! !

দেব ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ, ধূমাবৃত অন্ধকারে বাস, তথা শত জন্ম মূষিকাদির যোনি ভ্রমণ, এবং কীটাদির যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ। তদ্ভিন্ন স্ত্রী পুত্র পরিবর্জ্জিত নিরাশ্রয় হইয়া ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া, তৎপরে সুবর্ণবর্ণিক ও স্বর্ণকারের ঘরে অবতীর্ণ হইয়া সেইসকল সদ্বংশের বংশধর হওয়া, তাহার পর লাক্ষা লৌহ পারদাদি ধাতু বিক্রয় দ্বারা হীন জাতীয় অপবিত্র ব্যবসায়কে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা, ইত্যাদি কুলগৌরবের নিদর্শন সকল বংশের মহিমা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস করে না। এই সকল কুল গৌরবের বলে বৈদ্যেরা যে বৈশ্যজাতীয় বলিয়া গর্ব্ব করিবেন, সে কোন্ বিচিত্র কথা !! কায়স্থদিগের যদি এবম্প্রকার কুলাহঙ্কারের উপলক্ষ থাকিত, তবে তাঁহারাও বৈদ্যজাতির ন্যায় লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বংশগরিমার অভিমান করিতেন। সে বিষয় যাহাই হউক, ফলে এক্ষণে বৈদ্যদিগের উচিত যে, বাজারে বাজারে ঢক্কা বাদন করিয়া এই কথা ঘোষণা করিয়াদেন ;—যদি কোন বৈশ্যের কুলক্রিয়া করিবার অভিলাষ থাকে, তবে যেন তিনি বৈদ্যবংশের সহিত আদান প্রদান করেন, নচেৎ তাঁহার কূলকর্ম্ম করা প্রশস্ত বা সুসিদ্ধ হইবে না। বৈদ্যেরা জারজ-সন্তান বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত না

হইলে, কুলের এরূপ অভিমান করা তাঁহাদের শোভা পাইত না।

বস্তুতঃপক্ষে বোধহয়, গোপতি ও কবিরঞ্জনদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ উপরি দৃষ্টি হইয়াছে, অথবা কিঞ্চিৎ বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকিবে, নচেৎ শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে জারজ-সন্তানদিগকে বৈশ্যজাতির অন্তর্গত করিবার জন্য তত বৃথা চেষ্টা করিবেন কেন।

বৈদ্যজাতি যে বর্ণসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আরও একটী অক্ষুণ্ণ অবিচলিত ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের ২৯৭ অধ্যায়ে রাজর্ষি জনকের নিকট বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামুনি পরাশর কহিতেছেন *। যথা,— "ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখহইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারিবর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ, সূত্র, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পরস্পর সহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে"।

* ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

বৈদ্যজাতি যে বৈশ্যজাতির অন্তর্গত নহে, তাহা ঋষিবর পরাশরের বাক্য দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। বৈশ্যজাতীয় হওয়া দূরে থাকুক, বৈদ্যজাতিটী যে একটী অন্ত্যজ হেয় জাতি, পরাশরের বাক্যে তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, কেননা ঐ মহাত্মা ঋষিবর বৈদ্যজাতিকে চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির সহিত একশ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছেন। কায়স্থ যদি যৎসামান্য জাতি হইত, তবে অবশ্যই ঐ হীন জাতীয় শ্রেণীর মধ্যে তাহার নামোল্লেখ থাকিত।

কায়স্থজাতি যদি হীনত্ব দোষে দূষিত হইত, তবে পরাশর, ব্যাস ও মনু প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের আদি প্রণেতারা স্ব স্ব প্রণীত প্রাচীন মূল গ্রন্থে কায়স্থকে হীন জাতি বলিয়া অবশ্যই কীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তন করা দূরে থাকুক, সেই সকল ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রণীত পূর্ব্বকালীন গ্রন্থে কায়স্থের নাম মাত্রের উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ মনু তাঁহার সর্ব্বত্র সমাদরণীয় তত প্রসিদ্ধ সংহিতায় একটী একটী করিয়া সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যে জাতি যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে জাতির যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থজাতির নামোল্লেখও করেন নাই, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, কায়স্থজাতিটি নগণ্য বলিয়া মনু তাহার উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের এ বিবেচনা কিন্তু যুক্তি সঙ্গত

নহে, যেহেতু ঐ মনু ঝল্ল, মল্ল, নিষাদ, চণ্ডাল ও অম্বষ্ঠাদি সমস্ত অগণ্য জাতির বর্ণন পৃথক্ পৃথকরূপে করিয়াছেন। কায়স্থ যদি একটী অগণ্য ও অগ্রাহ্য জাতি হইত, তবে কি মনু তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন? কদাচ হই-তেন না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ মনুর অনুল্লেখে বরং তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, যেমন মনু ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া, কেবল "ব্রাহ্মণ" এই সাধারণ নাম দিয়া সকল শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন মনু "ব্রাহ্মণ" এই সাধারণ নাম দিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণোচিত ধর্ম্ম কর্ম্ম, ব্রত ও সংস্কারাদির বিধান করিয়াছেন, অথচ ঐ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্ত-র্গত রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী বিশেষের নামো-চ্চারণও করেন নাই। সেইরূপ এক ক্ষত্রিয়বর্ণের নামো-ল্লেখ করাতেই ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কায়স্থেরও নামোল্লেখ করি-য়াছেন বলিয়া সিদ্ধ হইবে। মনুসংহিতায় রাঢ়ী বারেন্দ্র কি বৈদিক ইত্যকার শ্রেণীভেদের উল্লেখ নাই বলিয়া কি ঐ সকল শ্রেণীগত ব্রাহ্মণসন্তানেরা ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইবে না? তেমনি উক্ত সংহিতার কোনস্থলেই কায়স্থের নাম কীর্ত্তন নাই বলিয়াই কি ঐ কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ান্তর্গত একটী শ্রেণী হইবে না? কেনই বা না হইবে, অবশ্যই হইবে।

উক্ত সংহিতায় বৈদ্যজাতিরও নামোল্লেখ নাই; তথাচ ঐ জাতিটী যে অম্বষ্ঠ কুল-জাত, তাহা মনুর বচন প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে। যথা—মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোক।

সূতানামশ্ব সারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ॥

ভাষার্থ। সুতজাতির অশ্বসারথ্য বৃত্তি, অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি, বৈদেহকজাতির অন্তঃপুর রক্ষাবৃত্তি ও মাগধজাতির স্থলপথে এবং জলপথে বাণিজ্য কার্য্যবৃত্তি। "অম্বষ্ঠের চিকিৎসা-বৃত্তি" মনুর এই বিশেষ নির্দ্দেশ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, বৈদ্যজাতিটী অম্বষ্ঠকুল-জাত, যেহেতু চিকিৎসা কার্য্য তাঁহাদের স্বকীয় বৃত্তি। তদ্ভিন্ন বৈদ্যেরা আপনারাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অম্বষ্ঠকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায়, বৈদ্যজাতির আদ্যনিবাস বঙ্গদেশে, যেহেতু পশ্চিম প্রদেশে এই জাতির কোন নাম বা চিহ্ন আদৌ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁরা যদি কায়স্থের ন্যায় আর্য্য-কুলসম্ভূত হইতেন, তবে ঐ আর্য্যকুল-জাত হিন্দুদিগের আদি নিবাস উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই জাতির বংশাবলী কেহ না কেহ অবশ্যই বাস করিতেন, অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল প্রকার আর্য্যসন্তানের বাস দেখিতে পাওয়া

যায়, কিন্তু সমুদয় উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও বৈদ্যজাতির গন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। এতন্নির্দ্দেশানুসারে বৈদ্যজাতিটী অতি আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কায়স্থব্রাহ্মণের সহিত তুলনায়, বৈদ্যের সংখ্যা একমুষ্টি পরিমিত বলিলেই হয়। ইহার দ্বারাও অনুমানসিদ্ধ হইতেছে যে, বৈদ্যজাতির সৃষ্টি বড় অধিক কাল হয় নাই। পূর্ব্বে কহিয়াছি বৈদ্য-জাতিটী কখন শূদ্র, কখন বর্ণসঙ্কর, কখন বা জারজসন্তান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কায়স্থ জাতিও কখন শূদ্র, কখন ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কে কোন্ বর্ণ, কে কোন্ জাতি স্থির করিতে হইলে ন্যায়-সঙ্গত যুক্তি সাপেক্ষ করে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণেরা যখন যাহার প্রতি সদয় কি নির্দ্দয় হইয়াছেন, তখন তাহারে উচ্চপদে অভিষিক্ত বা হীনপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা এক হস্ত উত্তোলন করিয়া বরাভয় প্রদান এবং অপর হস্তে অভিসম্পাতরূপ ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করি-তেছেন। শাস্ত্রটী যখন তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া রাখি-য়াছেন, তখন সুতরাং অপর অপর জাতির জীবনকাঠি মরণকাঠি তাঁহাদিগের হস্তেস্থিত রহিয়াছে, তবে সন্তো-ষের মধ্যে এই যে, শাস্ত্রটী সকলের পক্ষে যেন কামধেনু হইয়াছে, দোহন করিতে জানিলে অভিলাষানুরূপ দুগ্ধ

নিঃসারিত হয়। ব্রাহ্মণেরা মনে করিলেই প্রাচীন মত উল্টাইয়া দিয়া নূতন মতের সৃষ্টি করিতে পারেন, আশা উদ্দিশ্য ও অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে নূতন গ্রন্থেরও জন্মদিতে পারেন। মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক পণ্ডিত প্রাচীন গ্রন্থের কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া শাস্ত্রটী স্থানে স্থানে বোঁচা করিয়া দিয়াছেন, কখন বা স্বমত সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে স্থানে হস্ত পদ কর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রটী ঠুঁটা করিয়াও রাখিয়াছেন, আবার কখন কখন ঋষি প্রণীত গ্রন্থের প্রকৃতার্থের অপলাপ করিয়া কূটার্থ দ্বারা আপনার স্বার্থ সম্পাদন করিয়াছেন। বচনান্তর নিবিষ্ট করিয়াই হউক, কিম্বা আদ্যপ্রান্ত নূতন নূতন বচনের সৃষ্টি করিয়াই হউক, শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ গোপন ও অপলাপ করিয়া ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব অভিসন্ধি সর্ব্বতোভাবে সফল করিতে পারেন নাই, বরং কর্ত্তন পরিবর্ত্তন ও সংযোজনাদি দ্বারা শাস্ত্রের অঙ্গভঙ্গিমা বিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের গলগ্রহই উপস্থিত করিয়াছেন, যেহেতু বৃক্ষের মূলে আঘাত করিলে শাখা কখনই অনাহত থাকে না, তেমনি কায়স্থের শূদ্রত্ব সপ্রমাণ হইলে বঙ্গের বিস্তর ব্রাহ্মণসন্তানকে পতিত হইতে হয়, এ বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্বপৃষ্ঠায় বাহুল্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছি। কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ

তৎসম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে

সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনাংবিধিঃ।
ক্ষণংধ্যানাস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রাহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্‌সবৈ ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে ॥
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থ ভুবিসন্তিবৈ।

এইসকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মসীপাত্র এবং লেখনী হস্তে করিয়া ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে সুন্দর এক পুরুষ বিনির্গত হইলেন, ব্রহ্মা তৎকালে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ঐ পুরুষ প্রাণীদিগের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত নাম ধারণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে নিরূপিত হইলেন। ঐ ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেবাগ্নিমধ্যে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই হেতু ব্রাহ্মণেরা ভোজন এবং পূজাকালিন ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। সেই পুরুষ ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া কায়স্থনামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ পুরুষ হইতে উদ্ভব কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন।

২য় শ্লোক

শৌচমাস্তিক্য মভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজন।
ক্রিয়াতিথিত্বমিজ্যা চ ব্রহ্মকায়স্থ লক্ষণং ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

শুচি, আস্তিকতা, বেদাভ্যাসেরত, গুরুপূজাসক্ত, অতিথিসেবা এবং যাগাদিকর্ম্মে অতিশয় অনুরাগ, এইসকল লক্ষণ ব্রহ্ম কায়স্থের জানিবেন।

"ব্রহ্মকায়স্থের লক্ষণ," এই পদটী যেন গোস্বামীমহাশয়কে জ্ঞান প্রদান করে, যেহেতু তিনি লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম-কাস্থ কথাটী আধুনিক কায়স্থদিগের স্বকপোল কল্পিত।

৩য় শ্লোক।

গঙ্গানতোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণ ন ভবন্তি শূদ্রাঃ ॥

অর্থাৎ যেমন গঙ্গাজল জল নহে, ব্রহ্মরূপ, সুবর্ণ ধাতু নহে, নারায়ণ স্বরূপ, দর্ভ (কুশ) তৃণনহে, পবিত্ররূপ, গাভী পশুনহে, দেবীরূপা, তদ্রূপ কায়স্থবর্ণ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়রূপ।

৪র্থ শ্লোক বিরাটস্থধ্যানং।

মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েচ্চতুর্ব্বেদি চতুর্ম্মুখং।
রবিশি বহ্নিতেজো নয়নত্রয়মুজ্জ্বলং ॥
গজ (১) সংখ্যা ভুমিপতির্ব্বাহুরূপং বিরাজিতং।
বামে চর্ম্মমস্যাধারং পুস্তকং পাশধারণং ॥

(১) গজ শব্দে অষ্ট।

দক্ষিণে তীক্ষ্ণখড়্গাঞ্চ গদাশূলঞ্চ লেখনীং ।
পার্শ্বয়োর্বৈশ্য জাতিস্তু ধনধান্য সমন্বিতং ॥
পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্তু সেবা ধর্ম্মপরায়ণং ।
পশ্বাদিজীব সর্ব্বেষাং রোমরূপেণ রাজিতং ।
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বামোক্ষ মবাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি বিরাটসংহিতায়াং ।

চতুর্ব্বেদবক্তা চতুর্ম্মুখ পুরুষের আস্যদেশ ব্রাহ্মণ স্বরূপ, রবি শশী ও বহ্নির তেজ দ্বারা তাঁহার নয়নেয় উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার বাহুদ্বয়তে অষ্ঠ সংখ্যক ভূমিপতি বিরাজমান রহিয়াছেন, চর্ম্ম, মস্যাধার, পুস্তক ও পাশাস্ত্র তাঁহার বাম হস্তে ধৃত রহিয়াছে, তীক্ষ্ণ খড়্গা, গদা শূল ও লেখনী তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিরাজ করিতেছে, ধনধান্য সম্পন্ন বৈশ্যজাতি পার্শ্বদ্বয়ে বাস করিতেছে, সেবা ধর্ম্ম-পরায়ণ শূদ্রজাতি তাঁহার পাদদেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং পশ্বাদি যাবতীয় জীব রোমরূপে তাঁহার সর্ব্ব কায়াতে বিরাজিত রহিয়াছে। এইরূপে বিরাট পুরুষের ধ্যান করিয়া মানব মুক্তিলাভ করিবে।

বিরাট পুরুষের এই ধ্যান দ্বারা কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়ের অভেদ লক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু লেখনী মস্যাধার ও পুস্তক এই সকল কায়স্থ প্রতিবোধক নিদর্শন, এবং অসি, চর্ম্ম, শূল, গদা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়জাতি বিজ্ঞাপক চিহ্ন, অতএব যখন এই উভয় শ্রেণী জ্ঞাপক চিহ্ন সকল বিরাট পুরুষের হস্তের ভুষণ হইয়াছে, তখন অবশ্যই এই যুক্তি স্থির করিতে হইবে যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, অর্থাৎ যে কায়স্থ সেই ক্ষত্রিয়।

৫ম শ্লোক

ব্রহ্মোবাচ

নাম্নাত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মমকায়াদ্ভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি ॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো নতুশূদ্রঃ কদাচন *।
অতোভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাদানাদিকা দশ ॥
গর্ভাদান মৃতৌকার্য্যং তৃতীয়ে মাসিপুংক্রিয়া।
মাসাষ্টমেস্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম চ ॥
শতাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসিনিষ্ক্রিমঃ।
ষষ্ঠেঽন্ন প্রাশনং মাসি চূড়াকার্য্যা যথাকুলং ॥
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকং।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যায়নং তথা ॥
কৃত্বা তু মাতৃকাপূজাং বসোধারাং বিধায় চ।
আয়ুষ্যাণি চ শাস্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ ॥
কুর্য্যান্নান্দীমুখশ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্য সংযুতং।
ততঃ প্রধান সংস্কারাঃ কার্য্যা এষবিধিঃ স্মৃতঃ।
ইত্যাদি বিজ্ঞানতন্ত্রং।

ব্রহ্মা কহিতেছেন, আমার "কায় হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ,

---

* এই চরণদ্বারা গোস্বামীর কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করা উচিত, যেহেতু তিনি ভুমিকাতে লিখিয়াছেন যে, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার সহস্রমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার দত্ত ব্যবস্থাপত্রে এই বচনটী রচনা করিয়া দিয়াছেন, বচনটী কিন্তু শাস্ত্রোক্ত, তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজ রচিত নহে।

এইজন্য তোমার কায়স্থসংজ্ঞা হইল। তুমি চরাচরে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইবে। তুমি ক্ষত্রিয়বর্ণ, কদাচ শূদ্র নহ। এজন্য গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারে তোমার অধিকার রহিল ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ শ্লোক।

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথসুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞ শ্চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥

ইতি আপস্তম্ভশাখা।

প্রজাপতির বাহু হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়বর্ণ চিত্রগুপ্ত কায়স্থ স্বর্গে রহিলেন, এবং বিচিত্রনামা কায়স্থ পৃথিবীতে বাস করিলেন। ঐ চিত্রগুপ্তের সন্তান চৈত্ররথ ঋষিকুলসম্ভূত মুনিসত্তম গৌতম ঋষির শিষ্য, ঐ চিত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতের অধিপতি হইলেন। এই চিত্রগুপ্ত দশজন প্রজাপতির মধ্যে একজন প্রজাপতি, যথা

৭ম শ্লোক।

মরীচি মত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসংবশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুংনারদমেব চ॥

মনু ১ অধ্যায়। ৩৫ শ্লোক।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, অর্থাৎ পিতৃপতি যম, চিত্রগুপ্ত, * বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন প্রজাপতি।

---

* যমের অপরনাম চিত্রগুপ্ত।

৮ম শ্লোক

কায়স্থোৎপত্তয়ে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয়এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরাবিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো ॥
মুখতোঽস্য দ্বিজাজাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
মহাভীমোমহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা ॥

ইত্যাদি পদ্মপুরাণ।

হে মহামুনে! কায়স্থোৎপত্তি যেরূপে হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

অব্যক্ত পুরুষ প্রধান লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে প্রকারে কায়স্থের সৃষ্টি করিলেন তাহা কহি।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইয়াছে। ঐ ক্ষত্রিয় পুরুষ মহাবলবান্, মহাবাহু, কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মচক্ষু, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরঃ, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ তাঁহার মুখশ্রী, হস্তে লেখনী ছেদনী ও মসীপাত্র। এই পুরুষ নীলবর্ণ আভাধারণ করত বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়া চিত্র-

গুপ্ত নামে খ্যাত হইলেন, এবং লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারার্থ যমালয়ে অবস্থিতি করিলেন।

৪র্থ ও ৯ম এই দুই শ্লোক দ্বারা কায়স্থের ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর অভেদলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়তে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই, উভয়ই সমবর্ণ অর্থাৎ যে কায়স্থ সেই ক্ষত্রিয়।

বিদর্ভরাজার কন্যা দময়ন্তীকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র, যম, অগ্নি ও বায়ু এই চারিটী দেবপুরুষ নলরাজার বেশে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েন। দময়ন্তী যখন অন্যান্য নৃপতির গুণগৌরব শ্রবণ করিয়া মাল্যচন্দন হস্তে যমরাজের নিকট উপস্থিত হয়েন, তাঁহার পার্শ্বস্থিত সহচরী কণ্ঠস্থিত বাগ্বাণীর প্রসাদে ঐ যমরাজের পরিচয় যেরূপে দিয়াছিলেন তাহা এই।

দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধংতু পত্রস্য মসীদএকো মসের্দ্ধধশ্চোপরি পত্রমন্যঃ॥

এই যমরূপ চিত্রগুপ্ত চক্ষুর গোচর হইলেন, ইনি কায়স্থবর্ণ এবং উত্তম গুণযুক্ত। এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন, ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন, অর্থাৎ মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন, এবং রূপে তিনি মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ চিত্রগুপ্ত ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এই কথা বলা হইল। উত্তরনৈষধচরিত। ১৪ সর্গ।

কায়স্থবর্ণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ,—এই উভয় বর্ণই যে একরূপ একাকার, কেবল নামভেদ মাত্র, এই শ্লোক দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, নতুবা চিত্রগুপ্ত কায়স্থ হইয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতে কদাচ সাহসী হইতেন না, এবং দময়ন্তীও মাল্যচন্দন হস্তে বরণ মানসে তাঁহার সমীপে সমাগতা হইতেন না।

কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রের নানামত দেখিতে পাওয়া যায়, শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ভিন্ন এ মতভেদের অন্য কোন কারণ অনুভবে আইসে না। যাঁহারা কায়স্থ বা বৈদ্যজাতির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাঁহারা ঐ জাতিদ্বয়কে সৎকুলজাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহারা ঐ জাতিদ্বয়ের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন, তাঁহারা জারজ, অন্ত্যজ, শূদ্র, অধম ইত্যাদি হীনজাতিবোধক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সত্যের কখন দ্বিপ্রকার মূর্ত্তি হয় না, কায়স্থ যদি সত্যসত্যই শূদ্রবর্ণ কি বৈদ্যজাতি যদি সত্যসত্যই জারজ-সন্তান হইত, তবে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা কি? শাস্ত্রকারেরা একটী জাতিকে কখন ক্ষত্রিয়, কখন শূদ্র, কখন বা বর্ণসঙ্কর, অথবা কখন জারজ, কখন বৈশ্য কখন বা অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত করিয়াছেন। ইহার কোন্ মতকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিব? তবে এরূপ সংশয়স্থলে সত্যাসত্য নির্ণয় করি-

বার একটী মাত্র উপায় আছে, সেই উপায় ;—ন্যায়-সঙ্গত যুক্তি। "শাস্ত্রাণি যুক্তিমূলানি" এই ন্যায়সিদ্ধ চির-প্রসিদ্ধ ঋষি বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত হইয়াছে।

কায়স্থ যদি প্রকৃত শূদ্রবর্ণ হইত, তবে তাহাদিগের দানগ্রহণ ও যাজনাদি ক্রিয়া করিবার প্রথা সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের মধ্যে কদাচ প্রচলিত হইত না, এ প্রথা আজি নূতন নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একটী ব্রাহ্মণ-সন্তান কিঞ্চিৎ অর্থসম্পন্ন হইলে, "আমি অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী" এই ছল করিয়া কায়স্থের দানাদি গ্রহণ করেন না সত্য, কিন্তু হয়ত তাঁহার পূর্ব্বতন ৫।৭।১০ পুরুষ কায়স্থের যজনযাজন করিয়া স্বপরিবারের উদরান্নের সংস্থান করিতেন।

২য়। আজি কাল ঐরূপ দুই এক ঘর ব্রাহ্মণসন্তান শূদ্র জ্ঞানে (ভ্রমবশতঃ) কায়স্থের দান কি তাহার যাজন বৃত্তি গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা কায়স্থযাজক ব্রাহ্মণকে পতিত জ্ঞান করেন না, তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার কি আদান প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না, এবং সে জন্যে ব্রাহ্মণ-সমাজে নিন্দিত হইতেও হয় না, কি পতিত জ্ঞানে প্রায়শ্চিত্ত করিতেও হয় না। কায়স্থ-জাতি শূদ্রবর্ণ হইলে, কায়স্থযাজক ও কায়স্থদানপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, গয়লা ও বেশ্যা প্রভৃতি

অন্ত্যজ জাতির যাজকব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রাত্য বা পতিত শব্দে অভিহিত হইতেন। অন্ত্যজ জাতির ব্রাহ্মণের জল আচরণীয় নহে। যাঁহারা কায়স্থের দানাদি গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের একটী কুসংস্কার আছে যে, কায়স্থ শূদ্র-জাতীয়, এই কুসংস্কারটী দুই একটী অশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। স্বদ্ধ কায়স্থ বলিয়া নহে, বৈদ্যজাতির সম্বন্ধেও বিস্তর লোকের মনে এই কুসংস্কার আছে যে, তাহারা জারজ-সন্তান। "অম্বষ্ঠো জারজো-বৈদ্যঃ" এই প্রমাণ সিদ্ধ বাক্য দ্বারা অনেকে বৈদ্যজাতির বর্ণসঙ্করত্ব অথবা তাহার জারজত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

৩য়। কায়স্থেরা শূদ্রপদবাচ্য হইলে, এই বঙ্গ ভূমিতে কখনই তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির উপর কায়স্থেরা চিরকালই আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। কায়স্থবর্গের আচার ব্যবহার, কি তাহাদিগের রীতিনীতি এত বিশুদ্ধ ও পবিত্র যে, তদ্দৃষ্টে কখন কখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকেও লজ্জা পাইতে হয়। এই বঙ্গদেশের মধ্যে কোন ভদ্র গ্রামের পরিচয় জানিতে হইলে লোকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করে "অমুক গ্রামে কায়স্থ ব্রাহ্মণের বসতি আছে কি না," শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের এতই নৈকট্য সম্বন্ধ জানিবেন। এতদ্ভিন্ন কায়স্থ সমাজ ও ব্রাহ্মণ সমাজ;—এই উভয়

সমাজের অধিপতি কায়স্থেরাই হইয়া থাকেন, কদাচ কখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে হইতে দেখা যায় না। কায়স্থ দলপতির সমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত বড় বড় নামলব্ধ ব্রাহ্মণেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। কায়স্থ শূদ্রজাতি হইলে, ব্রাহ্মণেরা কখনই তাঁহাদিগের তত আস্পর্দ্ধা সহ্য করিতেন না। যদি বল অর্থের বলে হইয়াছে, এই বঙ্গভূমিতে সুবর্ণ বণিক্ প্রভৃতি জাতিরা কায়স্থ অপেক্ষাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, তথাচ তাঁহারা মানসম্ভ্রমে কি আভিজাত্যাভিমানে কায়স্থের সমযোগ্য হইতে পারেন নাই, কস্মিন্ কালেও হইতে পারিবেন না। বিস্তর কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম স্থলান্তরে নিবেশিত হইল। অধিকন্তু কায়স্থেরা মন্ত্রদাতাগুরু পর্য্যন্তও হইয়াছেন। আবার বিস্তর কায়স্থ ঠাকুর গোস্বামী ও প্রভু ইত্যাদি উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ। এতাবদ্বৃত্তান্ত কায়স্থসংহিতা নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কতকগুলি মন্ত্রদাতা কায়স্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

জেলা	পরগণা	থানা	গ্রাম	নাম	ব্যবসায়	শিষ্য
ঢাকা,	চন্দ্রপ্রতাপ,	সাবার,	সামেড়া,	বিনোদবিহারী দেব প্রভৃতি	মন্ত্রদীক্ষা,	ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি
ঐ	আম্‌লী-গোলা	০	ঢাকা নগর	রাধারমণদেব	ঐ	ঐ
					ঐ	ঐ
ফরিদপুর	০	০	হঞ্জমপুর,	বীরচন্দ্রদেব	ঐ	ঐ

বর্দ্ধমান, রাণীহাটী, গাঙ্গুড়িয়া, কুলীনগ্রাম, বসুরামানন্দ। ইহাঁর ডুরী না পৌছিলে ৺ জগন্নাথদেবের রথ টানা আরম্ভ হয় না।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতার সন্নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম পার সেওড়াফুলের জমীদার স্বয়ং কি তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত না হইলে, মাহেশের ৺ জগন্নাথদেবের স্নান ও তাঁহার রথারোহণ ক্রিয়া আরম্ভ হয় না।

জেলা কৃষ্ণনগর, থানা বাচ্ড়ার অন্তর্গত সোনাডাঙ্গা গ্রামে বাস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসুর ঠাকুর উপাধি, ঐ বসু মহাশয় প্রভুবংশীয়, ও তাঁহার বংশাবলী "প্রভুর বংশ" বলিয়া খ্যাত। বরিশাল যশোহর ও ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ব্ব বঙ্গদেশের বঙ্গজ কুলীনকায়স্থদিগের ঠাকুর উপাধি চিরপ্রচলিত। বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থেরা ব্রাহ্মণও গুরুজনের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে নামের অন্তে দাসশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন না। কায়স্থজাতি প্রকৃত শূদ্রবর্ণ হইলে তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব কদাচ এতদূর পর্য্যন্ত সমুদিত হইতে পারিত না, তথাচ কতকগুলি পাপাত্মা নরাধম ব্যক্তিরা কায়স্থজাতিকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে। সত্যাসত্য জ্ঞানশূন্য সেই সকল কাপুরুষ হিংসকেরা ঐ কায়স্থজাতিকে কখন শূদ্র, কখন শূদ্রাধম কাহার, কখনও বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে।

নষ্টস্য কান্যা গতিঃ

অথবা

ন হিংসাং কুরুতে সাধুঃ

৪র্থ। প্রধান জ্ঞানে সমাজের মধ্যে মাননীয় হওয়া সামান্য কথা নহে। প্রধানত্ব গুণ না থাকিলে কেহ প্রধান হইতে পারে না। ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বগুণাধার, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বিধি, ব্যবস্থা, আচার, ব্যবহার, তন্ত্র, পুরাণ, ন্যায়াদি নানাবিধ দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, ইতিহাস, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি নানাবিধ ব্রহ্মপ্রতিপাদক জ্ঞানশাস্ত্র, তদ্ভিন্ন ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিদিগের যাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণজাতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণেরা আর্য্যসমাজে দেব-বৎ পূজ্য হইয়া আসিতেছেন। কায়স্থের সম্বন্ধেও সেইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ কায়স্থেরা অবশ্যই কোন সময়ে না কোন সময়ে ব্রাহ্মণের ন্যায় যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাই তাঁহারা একালপর্য্যন্ত প্রধান হইয়া আসিতেছেন।

৫ম। কোন বংশের গুণগৌরব ও মর্য্যাদা কি তাহার দোষাকর ছিদ্র, কেহ গোপন করিতে পারে না, যেহেতু কুলের দোষাদোষ আপনা আপনিই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যথা—

মনুধৃত ১০ অধ্যায়ের ৫৭।৫৮।৫৯।৬০ শ্লোক।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

কোন ব্যক্তি বর্ণসঙ্কর, অথবা জারজসন্তান, অথচ তাহার পরিচয় কেহ অবগত নহে, এরূপ স্থলে বক্ষ্যমাণ অর্থাৎ পরে ব্যক্ত নিন্দিত কর্ম্মানুসারে তাহার জাতি নির্ণয় করিবে। যথা—

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজং ॥ ৫৮ ॥

নীচপ্রবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, পরুষভাষিত্ব, হিংসেচ্ছা, এবং বৈধ কর্ম্মের অননুষ্ঠান,—এই সকল লক্ষণ হীনযোনিজাত নীচজাতির পরিচয় স্বরূপ। তথা

পিত্র্যং বা ভজতেশীলং মাতুর্ব্বোভয়মেবা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাংনিয়চ্ছতি ॥ ৫৯ ॥

যে নিন্দিত জাতি হয়, সে পিতার নিন্দিত স্বভাব বা মাতার দুষ্টচরিত্র অনুকরণ করে, অথবা পিতা মাতার স্বভাব পাইবার নিমিত্ত বিস্তর আকিঞ্চন করে। নিন্দিত জাতি কখন পিতা মাতার দুষ্ট স্বভাবকে গোপন করিতে পারে না। তথা

কুলে মুখ্যেঽপিজাতস্য যস্যস্যাদ্যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপিবা বহু ॥ ৬০ ॥

মহৎ কুলেজাত ব্যক্তিও মাতার অজ্ঞাত ব্যভিচার দোষে যোনি-সঙ্কর অর্থাৎ জারজ হইতে পারে, তথাচ সে অল্প বা বিস্তর বংশের স্বভাব আশ্রয় করে, অর্থাৎ তাহাতে বংশানুরূপ মর্য্যাদা কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে।

এই বঙ্গদেশে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সমস্ত জাতিই ব্যয় পরাঙ্মুখ, অদাতা, অনুদার এবং এতাধিক

ক্ষুদ্রাশয় যে, বদ্ধমুষ্টি ব্যয় করিতে হইলে তাহাদিগের কালঘর্ম্ম নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে অনেকেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, খল ও দুর্হৃদয়। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানেরা প্রায়ই দীনদরিদ্রবৎসল, করুণাত্মক, উদারচিত্ত, দয়ালু, মুক্তহস্ত, প্রণয়বাধ্য, পরোপকারে রত, প্রশান্তচিত্ত এবং তাঁহাদিগের স্বভাব অতিশয় মহৎ। আমার এই গৌরবোক্তিগুলি অজ্ঞান, মূর্খ, অসভ্য, মূঢ়-দিগের মনে মিথ্যোক্তি বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু সুহৃদয় সরল সদাশয়চিত্ত জ্ঞানবান্ লোকেরা, বিশেষতঃ যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এই বিস্তীর্ণ বঙ্গরাজ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণের তুল্য মহচ্চরিত্র অপর কোন জাতিরই নাই।

কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার প্রতি আর বিন্দু-মাত্রও সংশয় রহিল না, এজন্য আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমা-ণের প্রয়োজন হইতেছে না। তথাচ এই সকল যুক্তি প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা কাহারও সংশয় যদি অপগত না হয়, তিনি যেন বৈকুণ্ঠবাসী মহাত্মবর ৺ রাজনারায়ণ মিত্র দেব প্রণীত “কায়স্থ কৌস্তুভ” এবং স্বর্গাগত মহাত্ম-বর ৺ বৃন্দাবন মিত্র দেবপ্রণীত “কায়স্থ সংহিতা” নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয় দৃষ্টি করেন, ঐ দুই গ্রন্থে বিস্তর শাস্ত্রীয় বচন ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম সার সংগ্রহ করিয়াছেন,

সেই ক্ষুদ্র সংগ্রহখানি দৃষ্টি করিলেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। এতদ্ভিন্ন কায়স্থ ইথ্নলজি (Kiaistha Ethnology) অর্থাৎ কায়স্থোৎপত্তির আদ্য বৃত্তান্ত ঘটিত মুন্শী কালীপ্রসাদ শ্রীবাস্ত দোস্রে প্রণীত ক্ষুদ্র ইংরাজি গ্রন্থখানিও দৃষ্টি করিবেন। পূর্ব্বোক্ত বচনত্রয় পাঠ করিলে এই বুঝিতে হইবে, আপন আপন জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ বংশে জন্ম, তাহার সেইরূপ রীতি চরিত্র স্বভাব আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। এতন্নির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারে কায়স্থের সমস্ত লক্ষণই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রতিপন্ন হইবে।

বল, বুদ্ধি, সাহস, পরাক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ ইত্যাদি সমুদয় ক্ষত্রিয় লক্ষণ কায়স্থসন্তানে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন অস্ত্রে, শাস্ত্রে, যাগ, যজ্ঞে, যুদ্ধে, দানে, পণে ও প্রতিজ্ঞায় কায়স্থের তুল্য কোন জাতিই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল মহৎ লক্ষণ সম্পন্ন হইয়াও কায়স্থজাতি যদি শূদ্রবর্ণ হয়, তবে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া অভিমান করিতে পারে, এরূপ কোন জাতি পৃথিবীতে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। কায়স্থকুলোজ্জ্বল উদারচিত্ত ৺ রাজা নবকৃষ্ণবাহাদুর, ৺ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, ৺হরনাথ রায়, এই সমস্ত মহাপুরুষেরা এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান রাজা কমলকৃষ্ণবাহাদুর, রাজা

রাজেন্দ্রনারায়ণবাহাদুর স্বীয় স্বীয় মাতৃ ও পিতৃ শ্রাদ্ধরূপ যজ্ঞোপলক্ষে যেরূপ দান সমারোহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সেরূপ দানধর্ম্মের সমারোহ অদ্যাপি অন্য কোন জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই, বিশেষতঃ ৺ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ও ৺ রাজা নবকৃষ্ণদেববাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা পর্য্যন্ত তাবৎ লোকের মুখে উপমা ও উপন্যাসের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজা রাজকৃষ্ণদেববাহাদুর এবং শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, যাদবকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁহার স্বর্গাগত পুত্রেরা, ৺ রাজা রাধাকান্তদেববাহাদুর, ৺ রায় কালীনাথ মুন্সী, তস্য ভ্রাতা ৺ রায় বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, ৺ আশুতোষ দেব, ৺ রামরত্ন রায়, কলিকাতার সিংহবাবুরা ও দত্তবাবুরা প্রভৃতি সহস্র সহস্র কায়স্থসন্তানেরা দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, দেল, দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা, অন্নমেরু, ও দরিদ্রব্রাহ্মণগণের কন্যাভার গ্রহণাদি নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে এবং নিত্য নৈমিত্তিক দানধর্ম্মের অনুরোধে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন ও তৎসমুদয় অর্থই ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি সেই সেই বংশের কায়স্থসন্তানেরা আজি পর্য্যন্তও সেইরূপ দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তথাচ কতিপয় কুলাঙ্গারেরা প্রধান-

বংশোদ্ভব কায়স্থজাতিকে হীনবর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। কায়স্থের বলবীর্য্য সাহসের কথা শুনিয়া কতকগুলি অপ্রাজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ যে সকল দুর্হৃদয় হিংসকেরা কায়স্থের গুণগৌরব সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা মনেমনে উপহাস করিতে পারেন। সেইজন্য আইন আকবরী গ্রন্থোদ্ধৃত কায়স্থ-রাজবংশাবলীর একটী তালিকা নিম্নে সংযুক্ত করিলাম। সম্রাট্ আকবর সাহার আদেশানুসারে তাঁহার প্রসিদ্ধ সভা-পণ্ডিত ফৈজীওআওল্ফজেল্ কাশীধামে বাস করিয়া ব্রাহ্মণ বেশে পাঁচবৎসরকাল একটী সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণো-পাধ্যায়ের নিকট সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। পণ্ডিত-বর আওল্ফজেল্ বহু অনুসন্ধানের পর বিস্তর প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব কায়স্থ-বংশীয় রাজন্যগণের এই তালিকাখানি প্রস্তুত করেন, হিন্দুদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সম্রাট্কে পাছে বিদেশীয় হিন্দুপণ্ডিতগণের সাহায্যগ্রহণ করিতে হয়, সেইজন্য মহামতি আকবর বাদসাহ তাঁহার সভা-পণ্ডিত ফৈজিওআওল্ফজেল্কে গুপ্তবেশে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে অনুমতি করেন *।

* যবনজাতিকে ব্রাহ্মণেরা শিক্ষাদান করিতেন না বলিয়া ছদ্ম-বেশের আবশ্যক হইয়াছিল।

কায়স্থজাতীয় ভোজবংশজাত ৯ জন নৃপতি পঞ্চশত দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা—

নাম,			যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
ভোজগৌর,	......	......	৭৫
লালসেন,	......	......	৭০
রাজামাধব	......	......	৫৭
সামন্তভোজ,	......	......	৪৮
জীনত্,	......	......	৬০
পৃথু, ...	......	......	৫২
গরার, ...	......	......	৪৫
লক্ষণ, ...	......	......	৫০
নন্দভোজ,	......	......	৫৩
			৫১০

কায়স্থজাতীয় আদিশূরবংশীয় একাদশ নৃপতি সপ্তশত চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাম,			যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
আদিত্যশূর অপভ্রংশে আদিশূর,	......	......	৭৫
যামিনীভান,	......	......	৭৩
অনিরুদ্ধ,	......	......	৭৮
প্রতাপরুদ্র,	......	......	৬৫
ভুদত্ত,	......	......	৬৯

রঘুদেব,	......	......	৬২
গিরিধর,	......	......	৮০
পৃথ্বীধর,	......	......	৬৮
সৃষ্টিধর,	......	......	৫৮
প্রভাকর,	......	......	৬৩
জয়ধর,	......	......	২৩
			৭১৪

কায়স্থবংশীয় পালকুলোদ্ভব ১০ জন নৃপতি ৬৯৮, বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা—

নাম,			যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
ভূপাল,	......	......	৫৫
ধীরপাল,	......	......	৯৫
দেবপাল,	......	......	৮৩
ভূপতিপাল,	......	......	৭০
বিম্নপাল,	......	......	৭৫
জয়পাল, তস্যভ্রাতা,	......	......	৯৮
রাজপাল, তস্যপুত্র,	......	......	৯৮
ভোগপাল,	......	......	৫
জগপাল,	......	......	৭৪
			৬৯৮

কায়স্থজাতীয় সেনবংশীয় সপ্তনৃপতি ১০৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা—

নাম,			যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
শুকসেন,	......	......	৩
বল্লালসেন যিনিগৌড়দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন	......	......	৫০
লক্ষ্ণসেন,	......	......	৭
মাধবসেন,	......	......	১০
কেশবসেন,	......	......	১৫
সদয়সেন,	......	......	১৮
নবজী,	......	......	৩
			১০৬

বহুকালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশে সেনরাজারা বৈদ্যজাতীয়, এবং সেই প্রবাদানুসারে অথবা তাঁহার বেতনভোগী পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের উপদেশানুসারে, ভারত ইতিহাস লেখক মান্যবর মার্সমন্ সাহেব তাঁহার বঙ্গেতিহাসগ্রন্থে সেনরাজন্যগণকে বৈদ্যজাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, বল্লালসেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তাই "বল্লালসেন বৌদ্ধ" এই নামে প্রসিদ্ধ হন। লোকে ঐ বৌদ্ধ শব্দ

বিকৃতি করিয়া বৈদ্য বলিত, ঐ বিকৃত "বৈদ্য" শব্দটি একালপর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যজাতিরা এই সুযোগ পাইয়া বল্লালসেনের সহিত স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন। বল্লালসেন বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লোকের মনে যে একটী ভ্রম ছিল, আইন আক্‌বরীর গ্রন্থ প্রমাণে, এবং পূর্ব্বোক্ত সদ্‌যুক্তির প্রভাবে সে ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ হইল। বল্লালসেন শুকৃসেনের পুত্র, ইনি গৌড়দুর্গ নির্ম্মাণকরেন, এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলিন্যপ্রথার কতকগুলি নিয়মাবদ্ধ করেন। বল্লালসেন রাজপদ পাইয়াছিলেন, তাই বৈদ্যজাতিরা তাঁহার স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন না। কি ঘৃণার কথা!

কায়স্থকুলোদ্ভব এই সকল মহাত্মারা সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় বাহুবলে স্বাধীন রাজা হইয়া এই বঙ্গরাজ্য অন্যূন ত্রিশ বৎসরকাল শাসন করিয়াছেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যশাসন বড় অধিকদ্দিনের কথা নহে। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে তাঁহার বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে কদাচ বোধ হয় না, তিনি সামান্য রাজা ছিলেন, বিশেষতঃ দুর্দ্দান্ত যবনসম্রাটের সর্ব্বপ্রধান সেনানায়ক মহারাজ মানসিংহকে যখন বঙ্গে আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন রাজা প্রতাপাদিত্য যে,

একজন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহার প্রতি আর সন্দেহ নাই।

কালসহকারে মনুষ্যজাতির অদৃষ্টে কি দুর্দ্দশাই না ঘটিতে পারে, এবং অবস্থাভেদে কোন্ অপকার ঘটনার আশঙ্কা না হইতে পারে? কায়স্থ বাবুদের এরূপ কুসংস্কার আছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ কখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই, কি আক্ষেপের বিষয় !! "অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ নশরীরং শরীরিণাং" ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের উপর দিয়া এই শ্লোকটির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। আমরা বালককালে উপদেশচ্ছলে প্রশ্নোত্তরাকারে কায়স্থ লক্ষণ অভ্যাস করিতাম। যথা—

প্রশ্ন। "কায়স্থ কত কাল"?

উত্তর। "চন্দ্র সূর্য্য যতকাল"।

প্রশ্ন। "চন্দ সূর্য্য গগণে, আমি জানিব কেমনে"?

উত্তর। "যাবন্মেরু স্থিতাদেবা, যাবদ্গঙ্গা মহীতলে। চন্দ্রার্কৌগগনে যাবৎ তাবৎ কায়স্থ কুলেবয়ং। আধুনিক সুবুদ্ধি রচনাটীও লিখিলাম। যথা—

বিদ্যাবন্ত, শুচি, ধীর, দাতাচ, পরোপকারক, রাজসেবা, ক্ষমাশীল, কায়স্থ সপ্তলক্ষণ।

এই সপ্তলক্ষণের মধ্যে ছয়টী ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত। রাজসেবার অর্থ লিপিবৃত্তি। এই দুইটী উপদেশের মধ্যে কোন উপদেশই কায়স্থজাতির শূদ্রত্ব জ্ঞাপক নহে। জ্ঞান-

হীন, বিদ্যাহীন, উপদেশহীন শূদ্রজাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষাদানের রীতি কখনই প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি প্রচলিতই থাকিবে, তবে শূদ্রপদবাচ্য হইবে কেন ?। শেষোক্ত উপদেশটির রচনাকর্ত্তা যদি জানিতেন কায়স্থেরা এক সময়ে দ্বিসহস্র অষ্টাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইলে " সেবা " শব্দটী কদাচ ব্যবহার কি প্রয়োগ করিতেন না।

৺রাজা রাধাকান্তদেববাহাদুর সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র হইয়া স্বীয় বংশাবলীর মধ্যে দেবপদবী প্রচলিত, এবং বিবাহোপলক্ষে কুশণ্ডিকার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থজাতি শূদ্রবর্ণ, তাঁহার যদি এরূপ বিশ্বাস থাকিত, তবে রাজা রাধাকান্তদেব তত বড় বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত হইয়া, বিশেষতঃ তত বড় প্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া কখনই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তক হইতেন না। "দেবপদবীটী" কিন্তু তাঁহার নূতন সৃষ্টি নহে, প্রায় দুইশত বৎসর গত হইল কায়স্থকুলোদ্ভব কাশীরামদেব পঞ্চবেদস্বরূপ মহাভারত বঙ্গভাষায় পদ্যে প্রকাশ করেন, গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় সেই গ্রন্থে প্রকাশ আছে। শান্তিপর্ব্বে যথা—

"চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা" ॥

কায়স্থগ্রন্থকর্ত্তা।

১। চিত্রগুপ্ত যমবর্ম্মণঃ ইনি ব্রহ্ম কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাদি বক্তা। যথা—

যম উবাচ। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরংপরং।
এপদ্ধ্যেবাক্ষরংজ্ঞত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ। ইতি শ্রুতি।

২। যম পুত্র চিত্ররথ বর্ম্মণঃ। ইন্দ্রজাল গ্রন্থ ইত্যাদি বক্তা। যথা—

ইন্দ্র প্রীত্যাচেদিপতিশ্চকারেন্দ্র মহশ্চসঃ। ইতি মহাভারতং।

৩। শ্রীবাস্তব কায়স্থ শ্রীবৎসবর্ম্মণঃ। মন্ত্রকারক মন্ত্র ইত্যাদি বক্তা। যথা—

ভনন্দশ্চৈব ভৎসশ্চ শ্রীবৎসশ্চৈব তেত্রয়ঃ।
এতে মন্ত্র কৃতোজ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃস্মৃতাঃ।
ইতি মৎস্যপুরাণে ১২১ অধ্যায়ঃ।

৪। কায়প্রকাশবর্ম্মণঃ। বিদ্যানগরের রাজা রাজচক্রবর্ত্তী বেদের আর্য্যাছন্দকর্ত্তা ও বক্তা। যথা—

হর্ষাশ্রুস্তিমিতদৃশঃ প্রমোদরোমাঞ্চ কঞ্চুকাঞ্চিতদেহাঃ।
আর্য্যাগীতাং ভক্তাগায়ন্তি শ্রীপতেশ্চরিত সম্বন্ধাং।
ইতি ছন্দোমঞ্জরী।

৫। কুলপ্রদীপবর্ম্মণঃ। কোষ্ঠীপ্রদীপ ইত্যাদি বক্তা। যথা—

আসীৎকুলপ্রদীপোহত্রযত্রজন্ম ফলাফলং। ইতিপ্রদীপঃ।

৬। বীরবরমিত্রবর্ম্মণঃ। একসংহিতাকর্ত্তা। ঐ সংহিতার নাম বীরমিত্র।

৭। অমরসিংহবর্ম্মণঃ। অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থবক্তা, এবং ব্যাকরণের টীকাকর্ত্তা। ইতি অমরকোষ।

৮। দুর্গাদাসসিংহবর্ম্মণঃ। বেণীসংহারনাটকর্ত্তা। ইতি বেণীসংহার নাটকঃ।

৯। ভট্টনারায়ণসিংহ ও ব্রজরাজসিংহবর্ম্মণঃ } বৈষয়িক এবং ন্যায়শাস্ত্রের টীকাকার। ইতি বৈষয়িক ভাষ্য।

১০। সর্ব্ববর্ম্মাবর্ম্মণঃ। কলাপব্যাকরণকর্ত্তা। ইতি কলাপ।

১১। পদ্মচন্দ্ররায়বর্ম্মণঃ। ত্রিভুক্তিদেশের রাজা। অমরকোষের টীকাকার। ইতি রাজমুক্তাবলী।

১২। মাণিকচন্দ্ররায়বর্ম্মণঃ। অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার। ইতি অলঙ্কারটীকা।

১৩। মহারাজ শৃঙ্খলঃ। গণনাবিদ্যা ও অলঙ্কারবিদ্যা ও বীজগণিত বিদ্যাবক্তা। ইনি শুভঙ্কর নামে খ্যাত। ইতি অঙ্কবিদ্যা।

১৪। কীর্ত্তিবাসবর্ম্মণঃ। উপাধি, পণ্ডিত। বাল্মিকীরামায়ণের ভাষ্যাকার ও পদ্মরচক।

১৫। বসুরামানন্দ গোস্বামী। জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা। ইতি জগন্নাথমঙ্গল।

১৬। রসিকানন্দ গোস্বামী। বিন্দুপ্রকাশক। ইতি বিন্দুগ্রন্থঃ।

১৭। রায়রামানন্দ গোস্বামী। ভক্তিপ্রকাশক। ইতি ভক্তিশাস্ত্রঃ।

১৮। রঘুনাথ দাস গোস্বামী। সাধনচতুষ্টয়বক্তা। ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

১৯। ত্রিলোচনদাসঠাকুর। চৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থকর্ত্তা। ইতি চৈতন্যমঙ্গল।

২০। সতানন্দরায়ঠাকুর। ভাস্বতি ইত্যাদি জ্যোতিষ কর্ত্তা। ইতি ভাস্বতি।

২১। কাশারামদেববর্ম্মণঃ। মহাভারতের ভাষ্যকর্ত্তা। ইতি মহাভারতীয় পয়ার। যথা—

"মহাভারতেরকথা অমৃতসমান।
কাশীরামদেব কহে শুনেপুন্যবান্।"

২২। কৃষ্ণদেবগণবর্ম্মণঃ। চিদানন্দমন্দাকিনী নামে সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-রায়ের সভাধ্যক্ষ ছিলেন। এই গ্রন্থে অনেকানেক শাস্ত্রের-প্রমাণ দিয়াছিলেন। ইতি চিদানন্দমন্দাকিনী।

২৩। পদ্মনাভদত্তবর্ম্মণঃ। ইনি সুপদ্মনামক ব্যাকরণ-কর্ত্তা। ইনি নানাশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন।

২৪। বাবু প্রাণকৃষ্ণবিশ্বাসবর্ম্মণঃ। ইনি বহুগ্রন্থকর্ত্তা। যথা—নানাতন্ত্র হইতে সংগৃহীত প্রাণতোষণী ১। ঔষধা-

বলী ২। শব্দাম্বুধিনামক অভিধান ৩। ক্রিয়াম্বুধিনামক জ্যোতিষঃ ৪। প্রাণকৃষ্ণস্মৃতি ৫। বৈষ্ণবামৃত ৬। ইত্যাদি।

২৫। শ্রীমান্ রাজা রাধাকান্তদেববাহাদুর। ইনি শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা। এই অভিধানে উক্ত রাজা প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাজাবাহাদুর ততোধিক পুণ্যাত্মা ও হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ববিৎ হইয়াও যখন প্রণবাদিব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি ছিল সন্দেহ নাই, নচেৎ বলিতে হয়, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না।

২৬। শ্রীমান্ রাজা কালীকৃষ্ণদেববাহাদুর। বানর্য্যষ্টক ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা। গ্রন্থকর্ত্তারচিত বচন। যথা—

বৈদ্যং পানরতং নটংকুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং।
যুদ্ধেকাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকং॥
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং।
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রংবুধাঃ॥

২৭। কায়স্থঃ শ্রীমান্ জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক বসুবর্ম্মণঃ। কানবংশজ কুলদীপক। আন্দুলাধিপতি। শব্দকল্পলতিকা নাম্নী বিধান, অর্থাৎ অমরার্থমুক্তাবলীকর্ত্তা। যথা পয়ার।

শব্দকল্পমহীরুহে কোষশাখাময়।
কিসলয় কবিতা তাহাতে সুশোভয়। ইতি শব্দকল্পলতিকা।

২৮। শব্দকল্পতরঙ্গিণী কোষকর্ত্তা, তস্যছন্দঃ। যথা—

রাজ্যং যদাক্রান্তমিদংপুরাৰ্ব্বৈ ভূপৈঃ স্থশোভনয়নং যবনৈঃ সমাসীৎ ইত্যাদি। শব্দকল্পতরঙ্গিণী।

২৯। কায়স্থহিতার্ণব নামাগ্রন্থকর্ত্তা। তস্য পদ্ধতিঃ। যথা—

অনেকব্যবহারস্থাঃ বৈশ্যাঃ সন্তি চ তত্রৈবৈ।
তেষামুত্তমতাজাতৌ কায়স্থাঃ খরজীবিনৌ।
ভবন্তৌ বৈশ্যবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌস্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিনৌ॥

ইতি কায়স্থহিতার্ণব।

৩০। শ্রীমান্ বসুকাশীনাথবর্ম্মণঃ। জ্ঞানাঞ্জনঃ যুক্তি যুক্তকর্ত্তা। তস্য পয়ার পদ্ধতিঃ। যথা—

চিত্রগুপ্ত বংশজাত নাম যাহার কাশী।
গৃহস্থ ধর্ম্মেতে সদা ছিলেনাভিলাষী॥
আত্ম তত্ত্ব বিচার করয়ে কোন জনে।
ঐ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক কাশীমনে॥
ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্র দর্শন বেদান্ত।
সংহিতাপুরাণে স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিতান্ত॥ ইতি জ্ঞানাঞ্জনঃ।

৩১। শ্রীযুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্রবর্ম্মণঃ। নির্গুণ স্তোত্র প্রকাশকর্ত্তা। যথা—

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং। পূর্ণমনাদিচরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং। স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥

ইতি নির্গুণস্তোত্র।

৩২। ৺ বৃন্দাবন মিত্র বর্ম্মণঃ। প্রসিদ্ধ কায়স্থসংহিতা।

৩৩। ৺ রাজনারায়ণ মিত্র বর্ম্মণঃ। কায়স্থ কৌস্তুভ গ্রন্থকর্ত্তা।

৩৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বর্ম্মণঃ। বহরমপুর। ইনি অতিঅল্পবয়স্ক। ঐতিহাসিক রহস্য প্রভৃতি নানাজ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থকর্ত্তা।

৩৫। শ্রীরোহিণীমোহন সরকার বর্ম্মণঃ। ইনি সংস্কৃত-শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ। শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্মপুরাণের ভাষ্যকর্ত্তা।

এতদ্ভিন্ন বিস্তর কায়স্থবংশীয়েরা বঙ্গভাষায় উপর্য্যুপরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অতিরিক্ত কায়স্থরাজার কায়স্থগোস্বা-মীর এবং কায়স্থমন্ত্রদাতাগুরুর নাম যাঁহারা জানিবার অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা যেন ৺ বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র-বর্ম্মণের কৃত কায়স্থসংহিতা খানি দৃষ্টি করেন। ঐ গ্রন্থ-খানি কায়স্থজাতির পক্ষে রত্নাকর স্বরূপ। উক্ত মহাত্মবর নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ ও যুক্তি সংগ্রহ করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

পঞ্চম। কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানারূপ মতভেদ দেখা যাইতেছে সত্য, কিন্তু কায়স্থের ন্যায় বৈদ্যজাতি আদ্যবর্ণ বলিয়া কোন শাস্ত্রেই উক্ত হয় নাই। কায়স্থজাতি শূদ্রবর্ণ হইলেও আদ্যজাতির মধ্যে পরিগণনীয়। মনুর বচনানুসারে অবগত হওয়া যায়

লোকপিতামহ ব্রহ্মা আদ্য চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণের সৃষ্টি করেন নাই। যথা—

পূর্ব্ব উদ্ধৃত ১০ অধ্যায়ের ৪ শ্লোক।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন সংস্কার আছে, এজন্য ঐ ত্রিবর্ণের দ্বিজ সংজ্ঞা হইয়াছে। শূদ্র চতুর্থবর্ণ, এই বর্ণের উপনয়নের বিধান নাই। মাতা পিতা একজাতীয় না হইলে উৎপন্ন সন্তান জাত্যন্তর অর্থাৎ সঙ্করজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে, কোন বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। সঙ্কীর্ণজাতিরা অশ্বতর তুল্য স্বয়ং একটী ভিন্ন জাতি, অর্থাৎ ইহারা জাতিসঙ্কর, আদ্যবর্ণ নহে। বৈদ্যবান্ধবেরা সূর্য্য পুত্র দ্বারা তীর্থগামিনী ব্রাহ্মণী উপপত্নীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করুন, অথবা ব্রাহ্মণের ঔরসে উপপত্নী বৈশ্যকন্যার গর্ভেই উৎপন্ন হউন, তাঁহারা আদ্যবর্ণ বলিয়া সমাজে কদাচ প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেননা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুসারে জানা যায় আদ্যবর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণই সঙ্করবর্ণ। তবে এইক্ষণে বৈদ্যজাতিরা যেন বৈশ্যবর্ণ বলিয়া মিথ্যা গর্ব্ব না করেন। বৈদ্যজাতি বৈশ্যবর্ণ হইলে মনূক্ত বচনের ব্যভিচার দোষ জন্মে।

জাতিমিত্র গ্রন্থের গ্রন্থকার কবিরঞ্জন মহাশয়েরা আর যেন আপনাদের কখন বৈশ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান না করেন, যদি করেন, তবে হিন্দু হইয়া স্বয়ম্ভু সদৃশ মনুর বেদতুল্য মহাবাক্য উল্লঙ্ঘন করা হইবে, তাহাতে প্রত্য-

বায় আছে, বিশেষতঃ ভদ্রসন্তানেরা কখন বৃথাভিমানের অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন না। বৈদ্যজাতিরা যে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করুন, তাঁহারা আদ্যবর্ণ বলিয়া কোন শাস্ত্রেই উক্ত হন নাই। সকল শাস্ত্রেই কলমবৃক্ষের ন্যায় বর্ণসঙ্কর বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অর্থাৎ বৈদ্যজাতিটী বীজরূপ একটী আদ্যবর্ণ হইতে উৎপন্ন না হইয়া দুই জাতীয় বৃক্ষের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন শাখার সংযোগ দ্বারা কলম বৃক্ষোৎপন্নের ন্যায় বর্ণসঙ্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মনুর প্রাগুক্ত শ্লোকের কুল্লুকভট্টকৃত টীকার অর্থানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায়, আদ্য চারিবর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণই অশ্বতর তুল্য অর্থাৎ খচ্চর জাতীয়। ঐ টীকাকারের ভাষ্যানুসারে "অম্বষ্ঠ খচ্চরোবৈদ্যঃ" এই দেশপ্রসিদ্ধ চিরপ্রবাদবাক্যটী সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে, অর্থাৎ অপরিণীতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া যে কিম্বদন্তী লোকমুখে শুনা যায়, সে কথা মনুর বাক্যানুসারে অযথার্থ হইতেছে না।

কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা বর্ণসঙ্কর বলিয়া কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে আখ্যাত হন নাই, বরং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই প্রমাণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যজাতি অপেক্ষা কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব

বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করা উচিত নহে। অন্য কোন কারণে না হউক, সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রেই কায়স্থজাতির যশঃকীর্ত্তন ও গুণবর্ণন করা হইয়াছে, সে সকল শাস্ত্রে বৈদ্যজাতির নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ নাই।

যেমন মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তেমনি নানা প্রাচীন শাস্ত্রে কায়স্থজাতি পঞ্চমবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বর্ণসমষ্টিকেই ব্রহ্মার কায়রূপে কহিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মার কায়রূপ বর্ণ হইতে ব্রহ্ম কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন। যথা—

স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরোদেহ উদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থা বলমাত্মনঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতং।

অর্থাৎ পঞ্চবর্গ ব্রহ্মার জীবন, স্বরবর্ণ তাঁহার শরীর, শ ষ স হ বর্ণচতুষ্টয় তাঁহার ইন্দ্রিয়, এবং য র ল ব এই বর্ণচতুষ্টয় তাঁহার শক্তি। এইজন্য কোন কোন শাস্ত্রে কহেন, ব্রহ্মার কায় হইতে পঞ্চবর্ণে ব্রহ্মকায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন, ও সেই জন্য কোন কোন শাস্ত্রে কায়স্থকে পঞ্চমবর্ণও কহিয়া থাকে। তথা—

ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং।
আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্রকায়েহিতিষ্ঠতি॥
কায়স্থেতি সমাখ্যাতঃ ইত্যাদি॥

ইতি আচারনির্ণয় তন্ত্র।

ক, শব্দে ব্রহ্মা। আ, শব্দে নিত্য। য়, শব্দে নিকট। ব্রহ্মের নিত্য নিকটস্থ অর্থাৎ কায়েস্থিত হেতু কায়স্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইত্যাদি।

"কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরিচিত-বিদ্য মুর্খাবতারেরা মনে মনে হাস্যকরতঃ বলিতে পারেন, আজন্মকাল চারিবর্ণের কথাই শুনিয়া আসিতেছি, পঞ্চম-বর্ণ আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ?। নানাশাস্ত্রের বচন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, ব্রহ্মা চারিবর্ণ বই পাঁচবর্ণের সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পঞ্চমবর্ণের বিদ্যমানতা অসিদ্ধ হইতে পারে না। তদ্দৃষ্টান্ত এই, মনুসংহিতায় তিন বেদ বই চারি বেদের নামোল্লেখ নাই, তবে কি পশ্চাৎ প্রকাশিত চতুর্থ অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে পরিগণিত হইবে না ?। অথর্ব্ববেদ যে পশ্চাৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রমাণ এই যে, মনু ঋক্ যজুস্ সাম এই তিন বেদ ভিন্ন চতুর্থ অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করেন নাই। যথা—

অগ্নি বায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ মৃগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং॥ ১॥ ২৩॥

ব্রহ্মা যজ্ঞ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন সনাতন বেদ যথাক্রমে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য হইতে দোহন অর্থাৎ উদ্ধৃত করিলেন। তথা—

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতিচ ॥ ২ ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্মা ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় হইতে ওঁকারের অবয়বীভূত অকার উকার মকার ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি যথাক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যেমন অথর্ব্ব বেদের অসদ্ভাব পূর্ব্বে ছিল বলিয়া এক্ষণে তাহার সত্তা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই, তেমনি পঞ্চমবর্ণ নামে একটী বর্ণ পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া এক্ষণে তাহার সদ্ভাবে কাহারও সংশয় জ্ঞান করিবার অধিকার নাই। মহাভারত যেমন পঞ্চম বেদ, কায়স্থও তেমনি পঞ্চমবর্ণ। শাস্ত্রদর্শী বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেমন পঞ্চমবেদজ্ঞানে মহাভারতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তেমনি তাঁহারা পঞ্চমবর্ণ জ্ঞানে কায়স্থের প্রতিও যথোচিত গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ফলতঃ ঋষিদিগের প্রণীত কোন প্রসিদ্ধ মূল গ্রন্থে কায়স্থজাতি সঙ্কর কি শূদ্রবর্ণ বলিয়া কথিত হয় নাই, বিশেষতঃ সেই সকল প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে কায়স্থের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র দুই একটী অর্ব্বাচীন গ্রন্থকার ঋষি প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থধৃত বচনের অর্থান্তর ও ভাবান্তর করিয়া কায়স্থজাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সকল কায়স্থ বিদ্বেষী গ্রন্থকারেরা কতকগুলি অপ্রামাণিক ও অমূলক বচন শাস্ত্র বিশেষের

মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া আপনাদিগের অপবিত্র অন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

অকারণদ্বেষি মনস্তুযস্য কথংজনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি॥

অথবা। অপবাদঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সোঽপিমূঢ়ো ন সংশয়ঃ॥

কায়স্থ সম্বন্ধে এই সকল অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা সেই কায়স্থজাতির পক্ষপাতী। বাস্তবিক তাহা নহি। আমরা সত্য বক্তা হইয়া স্বরূপ কথারই উল্লেখ করিতেছি। "শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি" অনারোপিত সত্য কথার উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিব মনন করিয়াছি।

যে পক্ষ সমর্থন করিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছি, তাহার প্রমাণবাদ প্রদান করিতে অসমর্থ হইব না। হংসমণ্ডল যেমন সলিলান্তর্নিবিষ্টক্ষীর গ্রহণ করে, বুধমণ্ডল তেমনি বিবাদ্যশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মর্ম্মার্থ পরিগ্রহে অসমর্থ হইলে পারদর্শিতা জন্মে না, পারদর্শিতাভাবে শাস্ত্রের আলোচনা নিষ্ফল হয়। যেমন—

হতমশ্রোত্রিয়েদানং হতং সৈন্যমনায়কং।
হতারূপবতী বন্ধ্যা হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ॥

অশ্রোত্রিয়েতে দান, নায়কশূন্যসৈন্য, রূপবতী বন্ধ্যাস্ত্রীর জন্মগ্রহণ, এবং দক্ষিণাবিহীনযজ্ঞ এসমস্ত যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইলে শাস্ত্রদর্শীদিগের শাস্ত্রালোচনা বৃথা হয়।

লক্ষণজ্ঞান বর্ণবিচারের মূলাধার, যে ব্যক্তি পশু-জাতির পশুত্বরূপ লক্ষণজ্ঞানে অসমর্থ, সে কখনও কোন পশুকে পশু বলিয়া চিনিতে পারে না। অন্যপক্ষে পশুত্ব-রূপ লক্ষণাভাবে কোন প্রাণি পশুর মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য হয় না। মনুষ্য সম্বন্ধে আকার ইঙ্গিত চেষ্টা রীতি প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান, গুণ গৌরব ও গরিমা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণবিচারের মূলোপায়। জয় যুদ্ধ সন্ধি বলবীর্য্য, সাহস, তেজ, দর্প, প্রতাপ, ইত্যাদি যাবদীয় ক্ষত্রিয়লক্ষণ কায়স্থজাতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রজা-পালন ক্ষত্রিয়ের একটী প্রধান ধর্ম্ম। যথা—

ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানাং পরিপালনং।

সে ধর্ম্মটীও কায়স্থজাতির মধ্যে প্রদীপ্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা সকল মূলশাস্ত্রেই প্রকৃষ্ট-রূপে উক্ত হইয়াছে। যাহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তিনি কখনই কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ভাব অস্বীকার করিতে পারেন না। জ্ঞান-হীন মূঢ়চেতারাই ঐ জাতির ক্ষত্রির লক্ষণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বসম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি মূলবচন দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইবে।

বিরাট কায়জবংশ কায়স্থ ইতি বিস্মৃতঃ।
আর্য্যাছন্দঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রমুচ্যতে॥

অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপসাগর সংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥

মেরুতন্ত্র ১৯৯ পটলে।

বিরাটকায়োদ্ভব একজন কায়স্থ বেদের আর্য্যাছন্দ প্রকাশ করেন, সেইজন্য ভারতবর্ষের একনাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। এই আর্য্যাবর্ত্ত নব বর্ষের এক বর্ষ, ইহা দ্বীপ ও সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সহস্র যোজন অর্থাৎ ৪০০০ ক্রোশ ইহার আয়তন। এই ব্যক্তির নাম কায়প্রকাশ, ইনি বিদ্যনগরের রাজা ছিলেন।

সাক্ষাদ্দর্শী সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্নোদ্ধৃত বচন অনুসারে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। এই সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিপ্রবর চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন বলিয়াছেন করণকায়স্থ, মধ্যশ্রেণীকায়স্থ, ও শূদ্রকায়স্থ চিত্রগুপ্ত যমবংশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সেই জন্য তাহারা কায়স্থের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সদৃশ প্রবীণ প্রবীণ মুনি ঋষিদিগের বাক্য বেদবাক্য তুল্য, ফলতঃ তাঁহাদিগের সমস্ত বিধিব্যবস্থাই বেদানুগত। করণ প্রভৃতি কতকগুলি জাতি যদিও কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা যথাবৎ কায়স্থজাতি নহে। যথা—

এতে ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ।
তে চোত্তমকায়স্থা বিষ্ণুবসুগণদেবতাঃ চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ।

এতদ্ভিন্না বৈশ্যেন শূদ্রেণ বা শূদ্রায়াং করণাজাতাশ্চ।
তে চ ন চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ, শূদ্রজাতয়শ্চাধমাঃ॥
তেষাং বহূনি নামানি যথা—

করণকায়স্থঃ মধ্যশ্রেণীকায়স্থঃ শূদ্রকায়স্থেন প্রসিদ্ধএব। ব্রহ্ম-কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণাঃ।

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তেহি স্বজাতয়ঃ। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

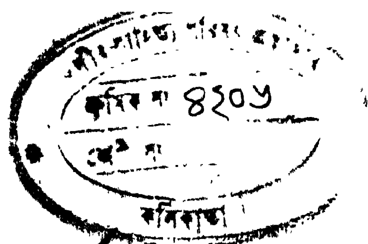
মনুসংহিতার ১০ অ। ২২ শ্লোকে লিখিত আছে, করণজাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে মনু লিখিয়াছেন দ্বিজজাতি সন্তানের মধ্যে যাহারা উপনয়ন বিহীন হইয়াছে, তাহা-দিগকে ব্রাত্য কহে, যেহেতু তাহারা সাবিত্রী বা গায়ত্রী পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। করণজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু-সংহিতার সহিত ব্রহ্মপুরাণের মত অভিন্ন। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ১১৫ অ। ৪৩ শ্লোকে বর্ণিত আছে, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

মেদিনীকোষ নামক একখানি সংস্কৃত ক্ষুদ্রাভিধানে করণ শব্দের এই সকল অর্থ ব্যাখাত হইয়াছে। যথা, "কারণ, কর্ম্ম, ধৌতকরণ, নৃত্যকরণ, সঙ্গীতবিশেষ, ব্যবসায়, চিত্তবিকার, প্রান্তর, দেহ, কেশগুচ্ছ বা লোমগুচ্ছ বন্ধন, এবং কায়স্থ। ক্লীবলিঙ্গ হইলে "করণ" শব্দের এই সকল

অর্থ। পুংলিঙ্গ স্থলে "করণ" শব্দ দ্বারা বৈশ্য পিতা শূদ্রা মাতা হইতে উৎপন্ন বংশ বুঝায়।

এক "করণ" শব্দ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মধ্যে মতভেদের অবধি নাই দেখা যাইতেছে। গ্রন্থভেদে এক করণজাতি কখন বৈশ্যা মাতা ক্ষত্রিয় পিতা, কখন বৈশ্য পিতা শূদ্রা মাতা, আবার কখন বা সবর্ণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমরসিংহ স্বীয় অভিধানে ঐ করণজাতিকে শূদ্রজ্ঞানে শূদ্রবর্ণের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। এস্থলে গ্রন্থকারদিগের ইচ্ছাই প্রবল বোধ হইতেছে, নচেৎ তাঁহারা এরূপ বিসদৃশ মতান্তরগ্রাহী হইবেন কেন? সত্যবাক্য এক ভিন্ন দুই নহে, তথাচ যে মতভেদ দেখা যায়, সে সুদ্ধ ইচ্ছাই তাহার একমাত্র কারণ, অথবা গ্রন্থকারদিগের অনবধানতা ভিন্ন আর কি বলিয়া মনেরে প্রবোধ দিব। শাস্ত্রকারেরা যদি সত্য-প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ হইতেন, তবে কোন বিষয়ের যথার্থ তথ্য না জানিয়া তদ্ব্যান্ত লিখিতে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না। শাস্ত্রকর্ত্তারা যদি যথার্থ সন্ধান অবগত হইয়া করণ-জাতির উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেন, তবে কদাচ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইতেন না, তখন বরং সত্যবক্তা বলিয়া আরও অতিরিক্ত শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারিতেন। "অহিংসা সত্য-বচনং সর্ব্বভূতহিতপ্রদং"। শাস্ত্রের এইরূপ বচনই আছে। মনুসংহিতা অতি প্রাচীন ও প্রবীণ গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ,

তথাচ অপরাপর শাস্ত্রবক্তারা তাঁহার অনুকরণ করেন নাই, ইহাতে এই অনুমান হয়, তাঁহারা মনু বাক্যের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না, শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তাঁহার মতানুগামী হইতেন। তথাচ ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া স্থির আছে, এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিলাম। সেই ভগবান্ মনুর বাক্যানুসারে করণজাতিকে কায়স্থ না বলিয়া ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্থির করিলাম, যেহেতু শাস্ত্রে অনুজ্ঞাই আছে বিরোধ বা সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে।



অন্ধের চক্ষুর্দান।

অথবা

কায়স্থসদ্‌গোপসংহিতার প্রতিবাদ

প্রতিবাদ।

অজ্ঞাত মৃতমূর্খানাং বরমাদ্যৌ নচান্তিমঃ।

এই সংহিতার অভিপ্রায় এই যে, সদ্গোপেরা বৈশ্যবর্ণ এবং কায়স্থেরা অধম শূদ্রবর্ণ, অথবা তদপেক্ষাও অন্ত্যজবর্ণ। সদ্গোপেরা বৈশ্যবর্ণ হয় হউক, কিন্তু কায়স্থেরা যে শূদ্রবর্ণ, সেই বিষয়ে আমার আপত্তি।

"যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" অথবা, "শাস্ত্রাণি যুক্তিমূলানি" এই অভ্রান্ত চিরপ্রসিদ্ধ ঋষিবাক্য মূলসূত্র করিয়া এতৎপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থকার গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মনুসংহিতার সৃষ্টি প্রকরণের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন, ব্রহ্মা চরণ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

২য়। গোস্বামী মহাশয় বলেন, বেণরাজার নিয়মানুসারে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া বিস্তর সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয়, ঐ সকল সঙ্করজাতি শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া শূদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

৩য়। গোস্বামী মহাশয় পুনর্ব্বার বলিতেছেন, এতদ্ভিন্ন মিশ্রজাতি

মধ্যে আরও কতকগুলি জাতি আছে, তাহারা ত্রিবর্ণের নিকট কৃতজ্ঞতা সহকারে দাসবৃত্তি করিয়া তাহাদের অনুগ্রহে সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণাদি দ্বারা দেখা যায় যে, করণ নামক মিশ্র-জাতির কোন নির্ণীত ব্যবসায় নাই, দ্বিজজাতির সেবা শুশ্রূষাই ইহা-দিগের জীবনের সার কর্ম্ম সার ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়।

৪র্থ। গোস্বামী মহাশয় পুনর্ব্বার বলিতেছেন, আদি ও মিশ্র শূদ্র মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে গোপ, নাপিত, তন্তুবায়, মদক, তাম্বলী, পর্ণকর (বারুই), গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক ও কংসবণিক এই নয় জাতি সৎশূদ্র, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের জলাচরণীয়।

৫ম। গোস্বামী মহাশয় ত্রিকালজ্ঞের ন্যায় আবার বলিতেছেন, অধুনা করণ বা কায়স্থজাতির যে এরূপ উন্নতি হইয়াছে, দাসবৃত্তিই উহার একমাত্র মূল। ইহারা দ্বিজগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া এরূপ নিপুণতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল যে, আর্য্য নামধারী বর্ণত্রয়ের সর্ব্বপ্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকেই আপনাদিগের দাসত্বে আবদ্ধ রাখিলেন এবং সর্ব্বথা ইহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শূদ্রেরা মৎসরানুগৃহীত হইয়া আপনাদিগের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। কেবল চিরানুগৃহীত করণেরাই আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার পর লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা করণেরা লেখা-পড়া শিক্ষা করিল, তাহার পর বড় বড় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বড়-লোক হইল ইত্যাদি।

কায়স্থনিন্দকদিগের শাস্ত্রে দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, অথচ তর্কের শ্রাদ্ধ করিতে ত্রুটি করেন না। উঃ খুঁটাক্ষুরে পণ্ডিতদিগের কি ভ্রম!!!

১ম প্রতিবাদ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, বিধাতার নিয়োগানুসারে শূদ্রজাতি যদি ত্রিবর্ণের সেবক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তবে নবশাখ

খ্যাত শূদ্রেরা স্বদ্ধ ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্তি আশ্রয় না করিয়া বৃত্ত্যন্তর অবলম্বন করিয়াছে কেন? আর সেই বৃত্ত্যন্তর অবলম্বনে সক্ষমই বা হইল কেন? জগদীশ্বরের নিয়ম অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যম্ভব। সেই অনাদি পুরুষ ব্রহ্মা, যাহারে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহারে অবশ্যই সেই কার্য্যে চিরদিন আবদ্ধ থাকিতে হইবে, তাঁহার আজ্ঞা কখনই অন্যথা হইবার নহে, এবং সে আজ্ঞা কাহারও উল্লঙ্ঘন করিবারও ক্ষমতা নাই। তৎপ্রমাণ মনুসংহিতা। যথা—

যন্তুকর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমংপ্রভুঃ।
সতদেব স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃপুনঃ ॥১॥২৮॥

ভাষার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে যে জাতিকে যাদৃশ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, তাহারা বারম্বার সৃষ্ট হইয়াও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সেই সেই কর্ম্মই করিতে লাগিল। যথা, ব্যাঘ্রাদি পশুর হরিণাদির প্রতি হিংসা ইত্যাদি। তথা—

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎসর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ ॥১॥২৯॥

ভাষার্থঃ। সিংহাদির হিংসা, হরিণাদি পশুর অহিংসা, ব্রাহ্মণাদির দয়া, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধাদিকার্য্য, ব্রহ্মচারীদিগের গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম, ও মাংসভোজন মৈথুন সেবাদি অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, ইত্যাদি প্রজাপতি সৃষ্টিকালে যাহার যাহা বিধান করিলেন, উত্তরকালেও সকলে তাহাই প্রাপ্ত হইল। তথা—

যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানিস্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ ॥১॥৩০॥

ভাবার্থঃ। যেমন বসন্তাদি ঋতু স্ব স্ব অধিকারকালে আম্রমঞ্জরী প্রভৃতি আপন আপন চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহধারী জীব মাত্রেরাই আপন আপন হিংসা ও অহিংসাদি স্বভাব ও বৃত্ত্যাদি গ্রহণ করে।

মনুর বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহারে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, উত্তরকালেও তাহারা সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ও সেই সেই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। মনুস্মৃতির সাক্ষাৎ প্রমাণ সত্ত্বেও গোস্বামীরা বলিতেছেন, শূদ্রেরা মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। এস্থলে মনুর সহিত গোস্বামীদিগের বিষম বিরোধ উপস্থিত, আমরা কিন্তু মনু অপেক্ষা গোস্বামীদিগের প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিব, যেহেতু তাঁহারা একটী দিগ্‌গজ পণ্ডিত, এবং মনুবাক্য অতিক্রম করিয়াও পাণ্ডিত্য ব্যয় করিয়াছেন। হা অদৃষ্ট! মূর্খ হইলেই কি নির্লজ্জ হইতে হয়!!

জগৎপিতা জগদীশ্বর সৃষ্টির আদিকালে যেরূপ নিয়ম নিদেশ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে কস্মিন্ কালেও কাহারও অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই, কি সে সকল অনাদি নিয়মের কখন যে ব্যতিক্রম ঘটে না, সে বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য মনুস্মৃতি ভিন্ন যুক্তিরূপ প্রমাণও প্রদর্শন করিতেছি। জগদাত্মা জগদীশ্বর পক্ষিজাতিকে উড়িবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া সে উড়িতে পারে, পশুজাতি উড়িতে পারে না, যেহেতু জগদীশ্বর তাহাকে উড়িবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। মনুষ্য সিংহের তুল্য বিক্রম কদাচ দেখাইতে পারে না, যেহেতু অখিলাত্মা জগৎপতি মনুষ্যকে সিংহের সদৃশ বিক্রমশালী করেন নাই। অতএব শূদ্রবর্ণ যদি ত্রিবর্ণের সেবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে, তবে সে দাসত্ব ছিন্ন করিয়া বৃত্ত্যন্তর অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল কেন? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বিফল করিবার কাহারও কি সাধ্য আছে?। বিধাতার নিদেশ

মতে কায়স্থপরিবাদকেরা মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এক্ষণে ইচ্ছা করিলেই পশুর কি পক্ষীর অবয়ব গ্রহণ করিতে পারেন? কথনই পারেন না, না পশুর মতন লাঙ্গূল আস্ফালন করিয়া চক্ষু মুদিয়া মাঠে পড়িয়া ঘাস চর্ব্বণ করিতে পারেন, না পক্ষিজাতির ন্যায় ক্যাঁক্যাঁ রবে আকাশ ভাসাইয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়াইতে পারেন, কথনই পারেন না, যেহেতু সৃষ্টির আদিতে বিধাতা পশু বা পক্ষীরূপে তাঁহাদের সৃষ্টি করেন নাই। কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য, কি বৃক্ষ, কি গুল্মলতাদি অন্যান্য সৃষ্টপদার্থ, অনাদি ব্রহ্মা জগদারম্ভে যাহারে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারে অনন্তকাল সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত মনুর শ্লোকত্রয় দ্বারা ইহা সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার চরণ হইতে যে পুরুষকে উৎপন্ন করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, সেই পুরুষ এবং তাহার ধারাবাহী সন্তানগণ ভিন্ন অপর কোন জাতি শূদ্রবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, যেহেতু জগদীশ্বর সেই শূদ্রজাতি ভিন্ন অপর জাতিকে শূদ্রত্ব প্রদান করেন নাই, সেইজন্য যে সে ব্যক্তি কি যে সে জাতি শূদ্রপদবাচ্য হইতে পারে না। শূদ্রভিন্ন যদি কেহ শূদ্রত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, কিম্বা যদি কেহ কাহারে বলপূর্ব্বক শূদ্রভাবাপন্ন করিতে পারে, তবে কেহ ইচ্ছা করিলে বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, অথবা ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করিতে না পারিবে কেন? কিম্বা কেহ বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে না পারিবেই বা কেন? যদি কোন হীনজাতি শূদ্রভাবাপন্ন হইতে পারে, তবে বৈশ্য ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন, কি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণভাবাপন্ন হইতে না পারিবে কেন। বর্ণবিভাগ যে মনুষ্য কৃত, ঈশ্বর কৃত নহে, তাহার শাস্ত্রমূলক ও যুক্তিমূলক প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যস্যাভক্তি র্জনার্দ্দনে॥

পদ্মপুরাণং ॥

যে ভগবদ্ভক্ত, সে শূদ্র নহে, সে উত্তম জাতি। যে জনার্দ্দনে অভক্তি করে, সেই শূদ্র।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াস্সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্যকর্ত্তার মপিমাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥

গীতাস্মৃতিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন লোকের গুণ ও কর্ম্মানুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি ইত্যাদি।

এবমেতৈরিদং সর্ব্বং মন্নিয়োগান্মহাত্মভিঃ।
যথা কর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবর জঙ্গমং॥

মনুস্মৃতিঃ ১॥৪১॥

তাঁহারা আমার অনুমতিক্রমে তপোবলে যাহার যেমন কর্ম্ম, তদনুরূপ দেব মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

এতদ্ভিন্ন মহাভারতের অনেক স্থলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গুণ ও কর্ম্মানুসারে জীবমাত্রেই অধমোত্তমজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে যে পিতামহ ব্রহ্মা চরণ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন করিয়া ত্রিবর্ণের সেবা বৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন, সে কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে।

যুক্তিমূলক প্রমাণ। যথা,—ঈশ্বরদত্ত গুণ ও আকৃতি গ্রহণীয় কিম্বা অনুকরণীয় নহে। লোক পিতামহ ব্রহ্মা যদি চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন করিতেন, তবে অবশ্যই এক একটী জাতি প্রভেদবিজ্ঞাপক বিশেষ

বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বিচিহ্নিত হইত, এবং যে বর্ণের যে লক্ষণ তাহা অপর বর্ণে গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে সক্ষম হইত না, কেননা ঈশ্বরদত্ত প্রভেদ-বোধক লক্ষণ সকল বলপূর্ব্বক গ্রহণীয় কি ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুকরণীয় নহে। জরায়ুজ অণ্ডজ ও স্বেদজ এই তিন প্রকার জীবের উৎপত্তি হইয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতে স্ব স্ব প্রভেদজ্ঞাপক লক্ষণানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বিধি নির্দ্দিষ্ট এই জন্ম ক্রমের ব্যতিক্রম কস্মিন্ কালেও ঘটিবার নহে, অর্থাৎ জরায়ুজ কখন অণ্ডজ কিম্বা স্বেদজ কখন জরা-য়ুজের লক্ষণ গ্রহণ করণে সক্ষম হইয়া থাকে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রভেদজ্ঞাপক কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা এই স্থির হইতেছে, বর্ণবিচার মনুষ্যকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে। গোস্বামীরা একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই এবিষয় অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। জগদীশ্বর যাহারে যে নিয়মে ও যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যদি অন্যথা করিয়া মনুষ্য নূতন নিয়মে ও নূতন ভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, তবে আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কি রহিল? ঈশ্বরের সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ, অর্থাৎ ছিদ্র রহিত, সুতরাং তাহা কস্মিন্ কালেও পরিবর্জ্জনীয় ও পরিবর্ত্তনীয় নহে, নচেৎ তিনি আত্ম-গুণে খ্যাত অথবা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইতে পারেন না। গোস্বামীরা শান্তচিত্তে সৃষ্টি সমুদয়ের অন্তরে প্রবেশ করিলে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইবেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ আকার গত ও প্রকৃতিগত এক একটী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচিহ্নিত করিয়াছেন। যথা দৃষ্টান্ত স্থলে, যেমন বৃক্ষজাতি। আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি নানা-জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আম্র বৃক্ষের যেরূপ আকার, কণ্টকীফল বৃক্ষের সেরূপ আকার নহে, অথবা কদলী বৃক্ষের যেরূপ আকার, নারিকেল বৃক্ষের সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে পনস বৃক্ষে কখন

আম্রফল, বা কদলী বৃক্ষে কখন নারিকেল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, আম্র ও পনস, এই দুই বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিবার নিমিত্ত অনাদি পুরুষ ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে পরিচয়-জ্ঞাপক পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি ও পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। আবার পক্ষিজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। শালিক, টীয়া, কাক, বক, বাজ প্রভৃতি নানা জাতীয়পক্ষী সংসারে বিচরণ করিতেছে। শালিকের একরূপ আকার, বকের একরূপ আকার, কাকের একরূপ আকার, এইরূপে এক এক জাতীয়পক্ষী পরিচয়বোধক এক একটী পৃথক্ আকার দ্বারা বিচিহ্নিত হইয়াছে। আবার গুণের বিষয়েও দেখুন, তদ্দ্বারাও যে জাতির যে পরিচয় তাহা অনায়াসেই অবগত হওয়া যায়। বকের মতন শালিক কি টীয়াপক্ষী জলস্থিত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মৎস্য ধরিয়া আহার করিতে পারে না। টীয়াপক্ষী শালিকের সদৃশ খুঁটিয়া খাইতে সমর্থ হয় না, অথবা বাজপক্ষীর ন্যায় শালিক পক্ষী পাখী ধরিয়া কি তাহার মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারে না। পুনশ্চ দেখুন, ঈশ্বরদত্ত রূপ কি গুণ অনুকরণীয় নহে, যথা বকপাখী শালিকপাখীর আকার গ্রহণ করিতে পারে না, অথবা কাকপক্ষী বাজপক্ষীর রূপ ধারণ করিতে সক্ষম নহে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে, বিধাতা যে জাতির যেরূপ ও যে গুণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা অপরে গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে। জগদীশ্বরের সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোদ্ধৃত মনুস্মৃতির ১ম অধ্যায়ের ২৮।২৯।৩০ শ্লোকও বিধিকৃত, এই সকল নিয়ম দুরতিক্রমণীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে। তবে যে কায়স্থবিদ্বেষীরা বলেন, পিতামহ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন করিয়াছেন, সে কথার যুক্তিমূলক প্রমাণ কোথায়? যখন যে সে ব্যক্তি যে সে বর্ণের রূপ বা গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, তখন কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ ঈশ্বর

কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। জগদীশ্বর যদি প্রভেদ করিয়া এই চারি-বর্ণের সৃষ্টি করিতেন, তবে অবশ্যই প্রভেদজ্ঞাপক এক একটী রূপ ও এক একটি গুণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণ বিচিহ্নিত হইত, সেরূপ সেগুণ অপরে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে কখনই গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে সক্ষম হইত না। যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বাজপক্ষী কখন ও শালিকপাখীর রূপ ধারণ করিতে পারে না, কি তাহার মতন খুঁটিয়া খাইতেও পারে না, কেননা বিশেষরূপে প্রভেদ করিয়া জানিবার নিমিত্ত এক এক জাতীয় পক্ষীকে বিধাতা এক একটী নির্দ্দিষ্ট রূপ ও এক একটী নির্দ্দিষ্ট গুণ দিয়াছেন, সে রূপ সে গুণ অন্যের সাধ্য নাই যে অনুকরণ কি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। এক্ষণে বক্তব্য এই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত কাহার কি বিশেষ রূপ ও কাহার কি বিশেষ গুণ আছে যে, সে রূপ সে গুণ অন্যেতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কি অন্যে তাহা অনুকরণ বা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন বর্ণই হউক, চেষ্টা করিলেই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ ও তাঁহার গুণগ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, এইরূপ পরস্পর সকলেই সকলের রূপ ধারণে ও গুণগ্রহণে সমর্থ। পিতামহ ব্রহ্মা যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন করিতেন, তবে অবশ্যই প্রত্যেক বর্ণের এক একটী বিশেষরূপ ও এক একটী বিশেষ গুণ প্রদান করিতেন, কেননা তাঁহার সমুদয় সৃষ্টির অভ্যন্তরে এই নিয়মই দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, জগদীশ্বর যে জাতিকে যেরূপ ও যে গুণ দিয়াছেন, সেই জাতি সেইরূপ ও সেই গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন এক জাতির রূপ বা গুণ অন্য জাতি গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে কদাচ সক্ষম নহে। অতএব জগৎকর্ত্তা যখন প্রভেদ-জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ রূপ ও বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র ও বৈশ্য এই চারি বর্ণকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেন নাই, তখন

সুস্পষ্ট বুঝিতে হইবে, এই বর্ণভেদ মনুষ্য কৃত, ঈশ্বর কৃত কথনই নহে। যদি ঈশ্বর কৃত হইত, তবে অবশ্যই প্রভেদবোধক এক একটী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণ বিচিহ্নিত হইত, কেননা তাঁহার সমুদয় স্থষ্টির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের স্বভাব-জাত একটী বা তদধিক প্রভেদ-জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সেই প্রভেদজ্ঞাপক লক্ষণ দ্বারা সেই সেই পদার্থের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। একজন শূদ্র, বৈশ্য, বা ক্ষত্রিয় চেষ্টা করিলেই ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়া সহজেই ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই, সর্ব্বদাই নয়নগোচর ও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। দুই জাতীয় দুইটী পক্ষী অথবা দুই জাতীয় দুইটী পশু কাহারও সম্মুখে রক্ষা করিলে, সে ব্যক্তি যদি ঐ দুইটী পক্ষীর বা পশুর পরিচয় অবগতও না থাকে, তথাচ সহজ জ্ঞানে (বিনা উপদেশে) জানিতে পারে, ঐ দুইটী পশু বা পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, এক জাতীয় নহে। ঈশ্বরদত্ত লক্ষণ এতই অভ্রান্ত জানিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, ঈশ্বরদত্ত লক্ষণ দৃষ্টে কাহারও ভ্রান্তি জন্মিতে পারে না। তবে যে চারি বর্ণ প্রভেদ করিয়া বিধাতা স্থষ্টি করিয়াছেন, সে কথা কি করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। এই প্রভেদ যদি বিধাতার ইচ্ছানুরূপ হইত, তবে অবশ্যই প্রত্যেক বর্ণের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত প্রভেদজ্ঞাপক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ থাকিত, অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ রূপ ও পৃথক্ পৃথক্ গুণ অবশ্যই থাকিত, সে রূপ সে গুণ অপরে গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে কদাচ সক্ষম হইত না।

আমাদের যুক্তি অনুসারিণী এই মীমাংসাগুলি পাঠকের হৃদয়ে প্রগাঢ় রূপে সাঙ্কিত করিবার জন্য এতৎ প্রতিবাদে পুনঃ পুনঃ দ্বিরুক্তি হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শাস্ত্রীয় বচনই আছে, "বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তি র্নদুষ্যতে" এতদ্ভিন্ন মহাভারতের শান্তি

পর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব অধ্যায়ের ২৯৭ অধ্যায়ে জনকঋষি শ্রোতা এবং পরাশরমুনি বক্তা *।

জনক কহিলেন, ভগবন্! যখন পিতা পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভুত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, যথার্থ বটে, কিন্তু তপস্যার অপকর্ষ নিবন্ধন মানবগণ উত্তরোত্তর হীন জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্ম্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়। জন্ম নিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের মহত্ত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্‌কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ, ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৪০।৪১।৪২ ৪৩।৪৪ শ্লোক দৃষ্টি করিলে সপ্রমাণ হইবে যাহার যেমন কর্ম্ম, জগদীশ্বর তদনুরূপ দেব মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

বেদবেত্তা পরাশর মুনির এতৎবাক্য দ্বারা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে শাস্ত্রোল্লিখিত বর্ণভেদটী কাল্পনিক মাত্র, স্বভাবসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে হয় নাই। ফলতঃ বর্ণভেদটী নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ। কর্ম্ম প্রভাবেই যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়, ঋষিবর তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন "কর্ম্মণা বর্ণতাংগতঃ" অর্থাৎ

---

* ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

যে যেরূপ কার্য্য করিবে, সে তদনুরূপ জাতি প্রাপ্ত হইবে। আর একটী বিশেষ সংশয়ের বিষয় এই, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যে চারিটী পুরুষ ব্রাহ্মার অঙ্গ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে বারম্বার উক্ত হইয়াছে,—সেই পুরুষ চতুষ্টয় এককালে কি পৃথক্ পৃথক্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল, কি তাহারা প্রত্যেকে একাকী কি সস্ত্রিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কি নাম ছিল, এবং কে কোথায় বসতি করিয়াছিল, শাস্ত্রে এসকল বিশেষ বৃত্তান্তের উল্লেখ মাত্রও নাই। অতএব বর্ণবিচার যে মনুষ্যের কল্পনা প্রসূত, তাহা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে।

২য়। গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, বেণরাজার অধিকার সময়ে অনুলোম বিলোম (প্রতিলোম) বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়া বিস্তর সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়া তাহারা শূদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত হয়।

প্রতিবাদ। শূদ্রজাতি আদিবর্ণ হইয়া সঙ্করজাতিকে যে স্বজাতি জ্ঞানে অভেদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, একথা বিচারসঙ্গত নহে, বিশ্বাস যোগ্যও নহে। শূদ্র যদিও চতুর্ব্বর্ণের অধমবর্ণ, তথাচ একটী আদ্যবর্ণ বলিয়া সঙ্করজাতি হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন দুই একটীমাত্র নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি কোন একটী উৎকৃষ্ট জাতিভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু একটী সমুদয় নিকৃষ্ট জাতি কোন একটী সমগ্র উৎকৃষ্ট জাতির অন্তর্গত হইতে পারে না, এ প্রথা পূর্ব্বেও চলিত ছিল না এক্ষণেও প্রচলিত নাই। তাহার কারণ এই, যখন কোন একটী হীন জাতীয় ব্যক্তি তদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট জাতি হইবার বাসনা করে, তখন তাহারে এই কথা বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে হয়, সে ব্যক্তি সেই উৎকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভূত একটী অপরিচিত পুরুষ। এইরূপ প্রবঞ্চনা এবং এতদনুরূপ আরও অনেকপ্রকার প্রতিপোষক প্রতারণা দ্বারা সে ব্যক্তি সেই উৎকৃষ্টজাতীয়দিগের মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া আপনার অভিসন্ধি সুসিদ্ধ করে। সমাজে এরূপ সংযোগ কি সংঘটন হওয়া

বিচিত্র কথা নহে। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, এক্ষণেও ঘটিতে দেখা যায়। কিন্তু একটী সমগ্র নিকৃষ্ট জাতির কুলশীল কাহারও অজ্ঞাত থাকা নিতান্ত অসম্ভব এবং অসাধ্য, সুতরাং একটী সমুদয় হীনজাতি কোন একটী উৎকৃষ্ট জাতির সমাজে কদাচ ভুক্ত হইতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন আদ্যাই হউক, আর অনাদ্যাই হউক, একটী সমগ্রজাতি জাত্যন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া তজ্জাতি প্রাপ্ত হইলে ঐ জাত্যন্তর প্রাপ্ত সমগ্রজাতির এককালীন অসদ্ভাব হয়, কিন্তু ন্যায়গত এবং যুক্তি-গত বিচারে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কোন একটী সমগ্রজাতির এককালীন অসদ্ভাব হওয়া নিতান্ত অঘটনীয়, এবং স্বভাববিরুদ্ধও বটে। এটী ন্যায়শাস্ত্রের বিচার, হয়ত কায়স্থ প্রতিপক্ষেরা বলিবেন, আমরা খুঁটা-ক্ষরে পণ্ডিত, ন্যায় অন্যায় বুঝি না, মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই বলি, এবং তাহাই বলিয়া মনস্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকি।

৩য়। শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, ব্রহ্মা স্বয়ং নিজাঙ্গ হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি করিয়াছেন। সমাজের সঙ্গদোষে সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সঙ্করজাতি যদি ইচ্ছা করিলে, কি বলপূর্ব্বক ব্রহ্মারস্থষ্ট শূদ্রের শূদ্রত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়, তবে বলিতে হইবে বর্ণবিভাগের উপর ঈশ্বরেরও যেরূপ কর্ত্তৃত্ব, মনুষ্যেরও সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে। ইহা যদি সিদ্ধ হয়, তবে আর মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের প্রভেদ কি রহিল। এস্থলে আরও জিজ্ঞাস্য এই, যদি কাহারও শূদ্রত্ব গ্রহণে ক্ষমতা থাকে, তবে ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব কি ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণের ক্ষমতা তাহার না থাকিবে কেন?। তবেত যে সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই অভিলাষানুরূপ বর্ণা-ন্তরের রূপ ও গুণ গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে।

মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ২৮।২৯।৩০ শ্লোক দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে যাহারে যে ভাবে উৎপন্ন করি-য়াছেন, সে সেই ভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে, কস্মিন্ কালেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না, যেমন আম্রমঞ্জরী চিরকালই বসন্ত-

কালে উদ্গত হইয়া থাকে, কি যেমন জরায়ুজ অণ্ডজ ও স্বেদজ জীব-সকল চিরকালই স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের যদি ঐশিক নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতাই থাকিত, তবে শীতকালে বসন্তের, কিম্বা বসন্তকালে শীতের আবির্ভাব, অথবা অণ্ডে জরায়ুজ, কি স্বেদে অণ্ডজজাতি উৎপন্ন করিতে অবশ্যই সমর্থ হইত। মনুষ্য যখন এই সকল পরিদৃশ্যমান ঐশিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সক্ষম নহে, তখন যে জাতি সম্বন্ধে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে। গোস্বামীরা ঈশ্বরীয় নিয়মের নিগূঢ় মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া বিহ্বলতা বশতঃ কেবল কতকগুলি মত্তপ্রলপিত অনর্থক বাক্যের আড়ম্বর করিয়াছেন। যখন এই সকল সদ্যুক্তি ও সৎমীমাংসা দ্বারা স্থির হইল, ঈশ্বরদত্ত শূদ্রত্ব শূদ্র ভিন্ন অপর জাতির গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, তখন যে সঙ্করজাতি শূদ্র মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া শূদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, একথা নিতান্ত অমূলক ও গ্রন্থকারের মানসোদ্ভাবিত মাত্র।

৩য় প্রতিবাদ। গোস্বামী মহাশয়রা করণ ও কায়স্থ একই জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রসঙ্গত তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই, কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন অসম্বন্ধ ও অনর্থক বাক্য রচনা করিয়া আপনার মতিভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। করণ নামে একটী জাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে করণেরা কায়স্থ-জাতি কি না তাহা আমরা অবগত নহি। মনুর মতে করণ একটী স্বতন্ত্র জাতি, যথা মনুসংহিতা।

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥১০॥৬॥

কুল্লুকভট্টের টীকার ভাষার্থ।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন, এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন

ও বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে সম্ভূত সন্তান হীন মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত মাতৃ হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদির সমান ভাবাপন্ন হইবে না। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত মাহিষ্যজাতি, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাজাত সন্তান করণজাতি * হইবে ইত্যাদি।

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ ॥১০॥২২॥

ভাষার্থ। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে †।

গোস্বামীর মতে করণ ও কায়স্থ একজাতীয় হইলেও কায়স্থেরা শূদ্রাপবাদে দূষিত হইবার যোগ্য নহে, যেহেতু মনু করণজাতিকে শূদ্র বলিয়া নিরূপিত করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় ভ্রান্তমতির প্রভাবে মিশ্রশূদ্র নামে স্বতন্ত্র একটী জাতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিশ্রআদিবর্ণ বলিলে যেরূপ হাস্যাস্পদের কথা হয়, মিশ্রশূদ্রবর্ণ কথাটীও সেইরূপ উপহাসাস্পদ, যেহেতু আদি কখন মিশ্র, অথবা মিশ্র কখন আদি হইবার যোগ্য নহে। গোস্বামীগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদ্রেক হইলে এরূপ প্রলাপবাক্য দ্বিতীয়বার বলিবেন না। এতদ্ভিন্ন শূদ্র আদিবর্ণ হইয়া যদি মিশ্রবাচ্য হইতে পারে, তবে আদিবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরাও কেন মিশ্রব্রাহ্মণ, মিশ্রক্ষত্রিয়, মিশ্রবৈশ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত না

* উক্ত শ্লোকের অথবা তৎটীকার মর্ম্মানুসারে করণজাতি শূদ্রবর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেছে, কায়স্থ যদি করণজাতি হয়, তথাচ শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে হইবে।

† এঅদবচনানুসারে জানা যাইতেছে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা ধর্ম্মপত্নীতে করণজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এমতেও করণজাতি শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

হন? তাঁহাদিগের সমাজমধ্যেওত বিস্তর অপর জাতি প্রবিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরদত্ত রূপ গুণ কি জাতি অন্যের গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহে, তবে যে সঙ্করজাতি শূদ্রজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সেকথা বালভাষিতের ন্যায় নিতান্ত অর্থশূন্য, অথচ কৌতুকেয়।

ফলতঃ করণজাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকৃত কায়স্থ কিনা তাহা অবগত নহি। মনুর মতে করণ যে একটী স্বতন্ত্র জাতি, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ভাল, মানিলাম, কায়স্থ নিন্দকের মতে করণেরা কায়স্থজাতীয়, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত কায়স্থবর্ণ করণজাতীয় হইবে কেন ?। ভাট অগ্রদানী লগ্নাচার্য্য জাতিরা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করে, তাহাই বলিয়া কি সমুদায় ব্রাহ্মণজাতি ভাট অগ্রদানী কি লগ্নাচার্য্যের বংশীয় হইবে ?। বেহার রাজধানীর অন্তর্গত পাটনা দানাপুর প্রভৃতি প্রদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে, উঁহারা ভূঁইহার বা ভূঁইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, মগধাধিপতি জরাসন্ধ কর্ত্তৃক কতকগুলি কৃষিজাতীয় উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হয়, বস্তুতঃ তাহারা ব্রাহ্মণজাতীয় নহে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে পরিগণিতও নহে, অথচ অদ্যাবধি তাহারা ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া অভিমান করে, যজ্ঞসূত্রও ধারণ করে এবং গায়ত্রীও উচ্চারণ করে, তবে কি যাবদীয় ব্রাহ্মণকে ভূঁইহার বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে ?। শুনিয়াছি, দক্ষিণ বঙ্গদেশের কতকগুলি লোক, জাতিতে কৈবর্ত্ত, কোন ঘটনা বশতঃ ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে কি এক্ষণে সমুদয় ব্রাহ্মণ-জাতির আদিপুরুষ কৈবর্ত্ত বংশীয় হইবে ?। সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু পরম্পরা শ্রুত আছি, পুরুষোত্তমের ৺ জগন্নাথ দেবের পাচকেরা ব্রাহ্মণবংশীয় নহে, অথচ যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়ও দেয়, এবং ঠাকুরের ভোগ স্বহস্তে প্রস্তুত করে। গোস্বামীর মতানুগত হইয়া মীমাংসা করিলে, সমুদয় ব্রাহ্মণই জগন্নাথ দেবের পবিত্র

পাচকবংশীয় হওয়া উচিত। অনেক কায়স্থের বাটীতে পাচকব্রাহ্মণ, দেবলব্রাহ্মণ, ফুলতোলাব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে, তবে কি ব্রাহ্মণমাত্রকেই পাচকব্রাহ্মণ, দেবলব্রাহ্মণ, কি ফুলতোলাব্রাহ্মণ বলিতে হইবে? না, তাঁহাদের সন্তানগণকে পাচকব্রাহ্মণের জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতে হইবে? না, সেই সকল সন্তানগণকে যাহার যে পৈত্রিক বৃত্তিতে চিরনিযুক্ত করিতে হইবে?। যেমন ভাট, অগ্রদানী, ভূঁইহার প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি বুঝায় না, যেমন উগ্র ক্ষত্রিয়, কি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিলে, সমগ্র ক্ষত্রিয়জাতি বুঝায় না, যেমন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে পাচকব্রাহ্মণের সন্তান বুঝায় না, তেমনি করণকায়স্থ বলিলে সমগ্র কায়স্থজাতি বুঝায় না। এক্ষণে কায়স্থাপবাদক প্রভুরা একবার নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে, জগদ্গুরু গৌরাঙ্গদেব তাঁহাদের প্রবোধিত করিয়া দিবেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মতে যদিও করণজাতিটী কায়স্থের একটী শাখা বলিয়া স্থির হয়, এবং যদিও ত্রিবর্ণের সেবা ঐ করণজাতির নিজবৃত্তি হয়, তথাচ সমগ্র কায়স্থজাতি করণ শব্দে পরিচিত হইতে পারে না. এবং দাসবৃত্তি তাহাদিগের চিহ্নিত বৃত্তিও হইতে পারে না।. পরন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যেও উত্তমমধ্যমঅধম নামে বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন শাখা বা সমাজ বিদ্যমান আছে, যথা, গোয়ালারব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্তেরব্রাহ্মণ, কপালিরব্রাহ্মণ, নবশাখব্রাহ্মণ, ইহাদের জাতিভেদে যাজনানুসারে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ভাটব্রাহ্মণ, আচার্য্যব্রাহ্মণ, অগ্রদানীব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহারা ব্যবসায়ানুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রব্রাহ্মণ, পাশ্চাত্যব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহাদের বাসস্থানানুসারে নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। পিরালীব্রাহ্মণ, সাতশতীব্রাহ্মণ ইহারা সংখ্যা ও পরিবাদানুসারে যাহার যে নামে চিহ্নিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্বনাম প্রসিদ্ধ গোস্বামীরা এক্ষণে একটি ব্রাহ্মণ সমাজ, উপসনার প্রকারভেদে এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার

অন্যপক্ষে এক গোস্বামী সমাজের মধ্যে বিস্তর ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও বিস্তর গোস্বামীসমাজ বিদ্যমান আছে, যথা কবিরাজ, আদি মহন্ত, রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভাট, রঘুনাথ দাস, ও গোপাল ভাট ইহারা শ্রীচৈতন্য দেবের শিষ্য, সেইজন্য ইহাদের বংশাবলী আপন আপন চিহ্নিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্বপদ পাইয়া গোস্বামী নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল গোস্বামী সমাজের আদি-পুরুষেরা সকলেই ব্রাহ্মণবংশীয় নহেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ বঙ্গের সমুদয় লোকেই তাঁহাদিগকে মন্ত্রদাতা গুরু বলিয়া স্বীকার করেন।

ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অথবা এক গোস্বামী সমাজের মধ্যে যেরূপ ইতর-বিশেষ প্রদর্শিত হইল, কায়স্থজাতির মধ্যেও সেইরূপ বিস্তর ইতববিশেষ শ্রেণী অবশ্যই থাকিবার সম্ভাবনা, সুতরাং করণেরা কায়স্থজাতীয় হইলেও সমুদয় কায়স্থেরা করণ পরিবাদে পরিবাদিত হইতে পারেন না। অধি-কন্তু মেদিনীকোষ নামক অভিধানে করণ শব্দের ব্যাখা এইরূপ লিখিত আছে। যথা, ক্লীবলিঙ্গে করণশব্দে কায়স্থ বুঝায়, কিন্তু পুংলিঙ্গে ঐ শব্দ বৈশ্য হইতে শূদ্রাজাত পুত্র বোধক। যথা,—

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে ॥
ইতি করণশব্দার্থেমেদিনী ॥

এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, করণজাতি দ্বিপ্রকার, এক কায়স্থ, অপর বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভ-জাত সন্তান। এক্ষণে এই স্থির হইল, করণকায়স্থ ও বৈশ্য হইতে শূদ্রাজাত করণ, ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি, একই জাতি নহে। উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা এইমাত্র অর্থসঙ্গতি হয় যে, যাহারা করণকায়স্থ, তাহারা বৈশ্য হইতে শূদ্রাজাত সন্তান নহে।

মনুর মতে করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন একটি স্বতন্ত্র জাতি। দ্বিজ শব্দের অর্থ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ। যথা—

জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।

ইতি স্মৃতিঃ॥

তদ্ভিন্ন ঐ দ্বিজ শব্দে দন্ত পক্ষী সর্প মৎস্যাদি অণ্ডজাত জীবও বুঝায়। যদি গোস্বামীর মতে করণ শব্দ সুদ্ধ একমাত্র কায়স্থ বাচক হয়, তবে দ্বিজ শব্দটী কেবল একমাত্র সংস্কৃত ব্রাহ্মণবোধক হউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও সর্পাদি অণ্ডজ জীব বোধকও না হউক। যেমন, দ্বিজ শব্দার্থ ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা সর্পাদি অণ্ডজ জীবের কোন সাদৃশ্য নাই, সেইরূপ করণশব্দার্থ কায়স্থের সহিত বৈশ্য হইতে শূদ্রা-জাত সন্তানের কোন সদৃশত্ব নাই। অপর দৃষ্টান্ত গোস্বামী শব্দ। এই শব্দে গোপতি গোরক্ষক ও প্রভু এই ত্রিবিধ অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তাই বলিয়া কি গোস্বামীদিগকে গোপালক রাখাল জাতীয়-দের সহিত একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইবে?। পূর্ব্বে উল্লেখিত হই-য়াছে, অনেক কায়স্থ গোস্বামী বংশীয়, অর্থাৎ তাঁহারা পুরুষানুক্রমে গোস্বামীত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। বৈদ্যজাতির মধ্যেও অনেকের গোস্বামী উপাধি আছে, তাই বলিয়া কি নিত্যানন্দ বংশের গোস্বামীরা কায়স্থবংশীয় হইবেন, না, বৈদ্যবংশীয় হইবেন? সুধু করণ শব্দ যে নানার্থ বোধক এমত নহে, নানার্থবোধক শব্দ আরও বিস্তর আছে, তবে কি নানার্থ বোধক শব্দগুলিকে কেবল একার্থবোধক জ্ঞান করিতে হইবে?। বোধহয়, প্রতিপক্ষেরা কায়স্থের গুণে দোষারোপ পূর্ব্বক পুরস্কার দেখাইবার নিমিত্ত এইরূপ অনিন্দিত শব্দার্থ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করি-য়াছেন। এই সময়ে একটি শ্লোক মনোমধ্যে উদিত হইল। যথা—

সহস্রাক্ষঃ সাক্ষাৎ পরবিবর সন্ধান সময়ে।
সতাং শ্রোতুং নিন্দামযুতশত কর্ণোঽপিকুমতিঃ।

রসজ্ঞাসাহস্রং ধরতি পরনিন্দাং রচয়িতুং।
নিজেঽগাধে দোষে পরগুণসমূহেষ্বনয়নঃ॥

ভাবার্থ। যে পরপরিবাদে প্রিয়, পরছিদ্রানুসন্ধান সময়ে তাহার সহস্র চক্ষু হয়, সাধুলোকের নিন্দা শ্রবণ করিবার সময়ে তাহার অযুত শত কর্ণ হয়, পরের পরিবাদ কবিবার সময়ে সে ব্যক্তি সহস্র রসনার আশ্রয়-গ্রহণ করে, এবং সে স্বয়ং অগাধ দোষে নিমগ্ন হইয়াও পরের গুণ দর্শনে অন্ধ হয়।

উত্তমাধম মধ্যম এই ত্রিবিধ শ্রেণী সকল প্রকার জাতিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরমধ্যেও এদৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। অতএব কায়স্থজাতির মধ্যে করণ কি কট্কী কায়স্থের একটী শ্রেণী রহিয়াছে বলিয়া সমুদায় কায়স্থজাতি করণ কি কট্কী সংজ্ঞায় পরিচিত হইতে পাবে না। যেমন গোস্বামী বলিলেই সমুদায় ব্রাহ্মণ সমাজ বুঝাইবে না, কিম্বা যেমন দেবল, পাচক, ফুলতোলা, কি বর্ণক ব্রাহ্মণ বলিলে সমুদায় ব্রাহ্মণবর্ণের পরিচয় বোধহয় না, তেমনি করণ বলিলে সমুদায় কায়স্থজাতি বলিয়া জ্ঞান হয় না। বাদিয়া জাতির অপর নাম মালবৈদ্য, মালবৈদ্যেরাও চিকিৎসা ব্যবসায় করে, ও সেইজন্য বৈদ্যজাতির একটি শাখা বলিয়া জ্ঞান হয়, কেননা উভয়েরই ব্যবসায় ও জাতিবোধক শব্দ একানুরূপ। তবে কি মালবৈদ্য ও বৈদ্য এই উভয় জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই? গোস্বামীদিগের মতানুসারে প্রভেদ নাই বলিয়াই স্থির হওয়া উচিত। কি আশ্চর্য্য মীমাংসা, তবে কি আমাদের জাত্যভিমানী বৈদ্যবান্ধবেরা শেষকালে বেদের জাতি হইলেন!!!!।

গোপ নাপিত তন্তুবায় প্রভৃতি আদি শূদ্রের নয়টী শাখা, ঐ নয়টি শাখা সৎশূদ্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম কায়সম্ভূত কায়স্থবর্ণ ঐ নবশাখার মধ্যে পরিগণিত হন নাই। কায়স্থেরা শূদ্রবর্ণ নহে,

সেই জন্যেই শাস্ত্রপ্রণেতা প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদিগকে শূদ্রান্তর্গত শাখার মধ্যে নিবিষ্ট করেন নাই। ঋষিপ্রণীত পুরাতন শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে কায়স্থেরা যখন শূদ্রবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছেন না, তখন সুতরাং ত্রিবর্ণের দাসবৃত্তি করাও তাঁহাদিগের চিহ্নিত ধর্ম্ম নহে। উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়া সম্মানীয় কার্য্য করা তাঁহাদিগের নিজধর্ম্ম ও নিজবৃত্তি। যেমন ভাট অগ্রদানী ভূঁইহার প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সহিত, কি যেমন গোয়ালা কৈবর্ত্ত বা বেশ্যাদি যাজক ব্রাহ্মণদিগের সহিত সৎকুলজাত ব্রাহ্মণের আহার ব্যবহার, কি আদান প্রদান প্রচলিত নাই, করণ বা কট্কী কায়স্থের সহিত ভদ্র কায়স্থেরও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ, পরস্পরের সহিত না, আদান প্রদানই আছে, না, আহার ব্যবহারই চলিয়া থাকে। যদি কোন গোস্বামীকন্যা কি কোন কায়স্থকন্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, বোধহয় এরূপ ঘটনার অভাব নাই, তবে কি যাবদীয় গোস্বামীকন্যাকে কি যাবদীয় কায়স্থকন্যাকে কুলটা বলিতে হইবে?। অথবা যদি কোন কায়স্থপ্রতিপক্ষ বেশ্যাসমাজে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তদ্দক্ষিণা দ্বারা উদরাগ্নির শান্তি করেন, সেই ছিদ্রোপলক্ষে সমগ্র কায়স্থপ্রতিপক্ষ সমাজ কি বেশ্যাপুষ্ট বলিয়া অপবাদ গ্রস্ত হইবেন?। মনে করুন, একজন কায়স্থপ্রতিপক্ষ কোন গণিকার অপবিত্রোপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই একব্যক্তির অপরাধে কি কায়স্থপ্রতিপক্ষের বংশ কলঙ্কিত হইবেন?।

লোকে সচরাচর জিজ্ঞাসা করে "অমুক গ্রামে" কায়স্থ ব্রাহ্মণের বসতি আছে কি না, অর্থাৎ কায়স্থ ব্রাহ্মণের বাস থাকিলেই সে গ্রাম ভদ্রগ্রাম বলিয়া স্থির হইল। যে জাতি এইরূপে ব্রাহ্মণের সহিত প্রায় সমগৌরব ও সমসমাদর প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, সে জাতি কথনই যৎসামান্য হইতে পারে না। ভদ্রবংশীয়ব্রাহ্মণেরা যে কায়স্থজাতির যাজন ক্রিয়া করেন, যে কায়স্থজাতির বিধবাস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে, গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করা যে জাতির জাতীয়

ধর্ম্ম ও জাতীয় অভিমান, বঙ্গভূমির জন্মদিন হইতে একালপর্য্যন্ত যে জাতি ব্রাহ্মণ প্রতিপালন ও পরিরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, যে জাতি বঙ্গের প্রায় আদিমকাল হইতে বঙ্গরাজ্যের অধিপতি হইয়া বহুকাল যাবৎ একাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, আজি কি না নেড়ানেড়ী দলের ও বেশ্যামণ্ডলার দীক্ষাগুরুরা এবং পবপিণ্ডাদ জারজেরা দিক্‌পাল তুল্য সেই মহানুভব ক্ষত্রিয়বংশীয় কায়স্থজাতিকে শূদ্র হইতেও অধম করিবার কৌশল কল্পনা করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অল্প আস্পর্দ্ধার বিষয় নহে। এত অহঙ্কার এত শ্লাঘা কেন ?

অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥

ক্ষত্রিয়বংশীয় কায়স্থেরা নামান্তে "দাস শব্দ" প্রযুক্ত করেন সত্য, কিন্তু সে পরিচয় ব্রাহ্মণের গৌরববোধক ভিন্ন ত্রিবর্ণের সেবকবোধক নহে। হায়রে অদৃষ্ট! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর। ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইতে গিয়া শেষকালে কায়স্থেরা ত্রিবর্ণের অধম জাতি হইল!!

পিতুশ্চ পুত্রাঃ প্রমদাশ্চ ভর্ত্তুর্গুরোশ্চ শিষ্যাভিষজশ্চ রোগিণঃ।
অন্যেঽপি লোকা নৃপতেঃ সমীপে দুঃখং নিবেদ্য সুখিনোভবন্তি॥

পুত্র পিতার নিকট, স্ত্রী স্বামীর নিকট, শিষ্য গুরুর নিকট, রোগী চিকিৎসকের নিকট, এবং সাধারণে রাজার নিকট নিজ নিজ দুঃখ অবগত করাইয়া সুখী হয়, অর্থাৎ তাহাদিগের দুঃখ দূর হয়।

কায়স্থের পক্ষে ব্রাহ্মণেরা পিতার স্বরূপ, স্বামীর স্বরূপ, গুরুর স্বরূপ, চিকিৎসকের স্বরূপ, এবং রাজার স্বরূপ। সেই ব্রাহ্মণের সমীপে পুনঃপুনঃ দুঃখবৃত্তান্ত অবগত করিয়াও কায়স্থেরা সুখী হইতে পারিল না, অর্থাৎ তাহাঁদের সে দুঃখের মোচন হইল না। কি পরিতাপ!!!

গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, অধুনা করণ বা কায়স্থ জাতির যে এরূপ উন্নতি হইয়াছে, দাসবৃত্তিই তাহার একমাত্র মূল। বর্ণত্রয়ের সর্ব্ব প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকেই আপনাদের দাসত্বে আবদ্ধ রাখিলেন। ব্রাহ্মণেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক করণদিগকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন এবং করণেরাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল, এবং অল্পকালের মধ্যে লেখাপড়ায় পারদর্শী হইয়া রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে তাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া সমগ্র শূদ্র মধ্যে মাননীয় হইল ইত্যাদি।

. প্রতিবাদ। করণ বলিলেই যে সমগ্র কায়স্থজাতি বুঝাইবে না, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রশস্ত প্রশস্ত যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজন। ব্রাহ্মণজাতি যে হিন্দুসমাজের আদি শিক্ষাদাতা গুরু, সে কথা অস্বীকার করিবে এমন মূঢ় কে আছে। ব্রাহ্মণেরা যদি কায়স্থদিগকে বাস্তবিকই লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন, তাহাতে কায়স্থজাতির কিছুমাত্র অপমান নাই, বরং গৌরবই আছে। এই ভারতবর্ষে সুখ সমৃদ্ধি ও বিদ্যা প্রভৃতি যে কিছু সৌভাগ্য ও সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, ব্রাহ্মণই তৎসমুদায়ের মূলাধার। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেরাই এদেশের শাস্ত্রপ্রণেতা, সেই শাস্ত্রই কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত করিয়া লিখন পঠন ব্যবসায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, এবং সেই শাস্ত্রীয়প্রমাণদ্বারাই নিশ্চয় হইতেছে যে, কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সহিত এক সময়েই লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিবাদাভাসে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের শ্লোকের ভাবার্থ এই, আদি কায়স্থবর্ণ চিত্রগুপ্ত মসীপাত্র ও লেখনী হস্তে ধারণ করিয়া ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইলেন। ইহাতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হইতেছে, কায়স্থেরা চিরকালই বিদ্যার্থী এবং অধ্যয়ন তাঁহাদিগের স্বীয় ধর্ম্ম ও স্বীয় ব্যবসায়। লেখাপড়া যে জাতির নিজ ব্যবসায় নহে, সে জাতি কখনই লেখাপড়া সম্বন্ধে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে না, তবে ব্যক্তি বিশে

ষের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে, সেটী স্বতন্ত্র কথা। যে জাতি পুরুষানুক্রমে যে ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, সেই ব্যবসায়ে সেই জাতির নিপুণতা ও বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায়। কায়স্থেরা যদি পুরুষানুক্রমে বিদ্যার্থী না হইতেন, তবে বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহারা কখনই সমধিক তেজস্বিতা লাভ করিতে পারিতেন না। লেখাপড়া সম্বন্ধে কোন কালেই কোন জাতি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক হঠাৎ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। উঞ্ছবৃত্তি যাহাদিগের উপজীব্য, তাহারাই কেবল অল্প দিবসের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে, তথাচ মাননীয় হইতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন হঠাৎ প্রভুত্বপদ পাইবার আর একটী প্রশস্ত উপায় আছে। তদ্বৃত্তান্ত এই, জড়বুদ্ধি মূর্খদিগের সমাজে বিদ্যাশূন্য ধূর্ত্তেরা ছলনা প্রতারণা ও কাল্পনিক আড়ম্বর দ্বারা প্রভুত্ব পদলাভে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। ডোম চণ্ডাল গোয়ালা কৈবর্ত্ত বেশ্যা নটী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিরা পরকালের কল্যাণের নিমিত্ত বিস্তর নিরেট মূর্খ ও ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকের হস্তে পতিত হয়, এবং মধুমাখা কপট বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দীক্ষা-গুরুর পদে অভিষিক্ত করে। ইহার পূর্ব্বে সেই সকল ছলনাকুশল দীক্ষা-গুরুরা অজ্ঞাত কুলশীলের ন্যায় অপরিচিত থাকিয়া যৎসামান্য ব্যবসায় দ্বারা কালহরণ করিতেন। পাচক মদক ধাবক ও পশুরক্ষক প্রভৃতি জাতির জাতীয় ব্যবসায়গুলি যাহারা এক সময়ে একচাটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে ডোম চণ্ডাল হাঁড়ী মুচী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির কর্ণে কুহককুহকীর ন্যায় মায়ামন্ত্র ফুৎকার করিয়া রাতারাতির মধ্যে ধিঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল আকাট মূর্খের দল চিরপরিচিত ভদ্রসমাজের প্রতি আজিকাল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা নিম্নোদ্ধৃত অভ্রান্ত উপদেশপূর্ণ শ্লোকটীর সফলতা সম্পাদন করিতেছে। যথা,—

অবংশে পতিতোরাজা মূর্খবংশে সুপণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥
অথবা। সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রকথিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং।

কায়স্থ প্রতিপক্ষেরা যেন আপন আপন চরিত্র সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত পদ্যার্দ্ধের সার্থকতা সম্পাদন করেন। যথা,—

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

রাজা আদিশূর
ও
কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা।

রাজা আদিশূর কোন্ প্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহাত্মবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনব্রাহ্মণসমাজের দোষগুণবৃত্তান্তঘটিত পুস্তকে লিখিয়াছেন, রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপ্রমাণ যথা,—

কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ॥
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয় মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাদশ ॥

কবিভট্ট শালিবাহনোক্তিঃ।

এতদ্ব্যতীত অদ্বিতীয় পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তবাগীশ গোস্বামী কুলপ্রদীপ, কায়স্থবিদ্বেষমন্ত্রেদীক্ষিত গোবিন্দ গোস্বামী বলেন, আদিশূর রাজা বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

"কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা" গোস্বামী এই শিরোনাম দিয়া লিখিয়াছেন, ৮৮৫ শকে বৈদ্যবংশীয় মহারাজ আদিশূর (আদিত্যশূর) অনাবৃষ্টিহেতু বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিবার মানসে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন ভৃত্যও এ দেশে আগমন করে ইত্যাদি। পুনশ্চ ইহার পর বলিতেছেন, মহারাজ আদিশূর ঐ ব্রাহ্মণগণের পরিচারকদিগকে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণভৃত্য করণ (আধুনিক কায়স্থ) জাতিভুক্ত করিয়াদিলেন। উভয় জাতির কার্য্য (ব্যবসায়) একপ্রকার বশতঃ কেহই আপত্তি উত্থাপন করিল না, ইত্যাদি।

মহারাজ আদিশূর কিরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যেমন তাহারও কোন নিরূপণ নাই, তেমনি তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের শকেরও কোন স্থিরতা নাই। যথা,—

বেদ বাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥
আয়াতাঃ পঞ্চ বিপ্রাশ্চ কান্যাকুব্জপ্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহপুত্রৈশ্চ সমং ভৃত্যৈশ্চ তে তথা॥
ইতি বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরমা।

ভাবার্থ। "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় সাঙ্কেতিক অঙ্ক সকল যথাক্রমে বামে স্থাপিত হয়। অতএব বেদ শব্দে ৪, বাণ ৫, অঙ্ক ৯ ইহারা যথাক্রমে বামে স্থিত হইয়া ৯৫৪ শক সপ্রমাণ হইল। এই শকে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি এবং সৌবরি এই পঞ্চজন ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ সস্ত্রিক সপুত্র এবং সভৃত্য হইয়া কান্যকুব্জ হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। এতৎশ্লোক দ্বারা এই অনুভব হয় যে, বচনোক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গৌড়দেশে শুভা-

গমন করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ৮৮৫ কি ৯৫৪ শকে মহারাজা আদিত্যশূর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। ৯৫৭ হইতে ৮৮৫ ব্যবকলিত করিলে ৬৯ বৎসরের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চজন ব্রাহ্মণ পাঠাইবার নিমিত্ত মহারাজ আদিশূর মহারাজ বীরসিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং মহারাজ বীরসিংহ তৎপত্রের যে প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের মতে তাহা এই।

পত্র।

নৃপতি সুকৃতি সারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ।
প্রবলবল্ল বিচারো বীর সিংহোঽতি বারঃ।
ময়িবর সখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্।
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্॥

প্রত্যুত্তর।

মহারাজ রাজাদিশূরো মহাত্মা।
ত্বয়া বীরসিংহস্য মেহস্ত্বাদি সখ্যম্।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি।
দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্॥

কায়স্থ সদ্গোপসংহিতা ধৃত।

কবিতা দুইটী পাঠ করিলে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া জ্ঞান হয়, সংস্কৃত কবিতা রচনার প্রাচীন রীতি এরূপ নহে। বোধহয় কোন আধুনিক পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত এই দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিরাছেন। এই দুইটি কবিতার প্রত্যেক পদই আধুনিক পণ্ডিতের অল্পজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ। তাহা যাহাই হউক, উভয় পত্রই চারি চারি পাঁতিতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। একটী স্বাধীন

রাজাকে একটী স্বাধীন রাজা পত্র লিখিতেছেন, এস্থলে কি কেবল প্রয়োজনটী মাত্র লিখিয়া চারি পাঁতিতে সমাপ্ত করা যায়? তাহা করিলে কি ভদ্রোচিত পদোচিত কিম্বা রাজগৌরবোচিত ব্যবহার হয়?

মহারাজ আদিশূরের পত্রখানি পাঠ করিলে, বোধহয় যেন পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন শূদ্র পাঠাইবার নিমিত্ত উক্ত মহারাজ বীরসিংহ মহারাজের উপর হুকুম জারি করিতেছেন।

কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলাচ পৃথ্বী।

কালের অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা, সুতরাং সকল কালের ও সকল দেশের আচার ব্যবহার কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কথা এই, সম্ভব, আর অসম্ভব,—মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি শিষ্য মাত্রেই পরমেষ্ঠি জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কোন শিষ্যের নিকট ঐ গুরুর যদি কোন প্রয়োজন জানাইতে হয়, সে শিষ্য ডোম চণ্ডাল বেশ্যাদির তুল্য অন্ত্যজজাতি হইলেও তাহারে একান্ত কল্পে কৌশলেও দুটো অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লেখা উচিত। ভদ্র সমাজেরত কথাই নাই, বিশেষতঃ রাজারাজাড়াদিগের মধ্যে শিষ্টাচার পূর্ব্বক স্তবস্তুতি না করিলে সভ্যতার বহির্ভূত কার্য্য করা হয়। এই সকল সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবেচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি যে কৃত্রিম, তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়।

প্রতিবাদ। রাজা আদিশূর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন কি না, সর্ব্বপ্রথমে সেই বিচার আবশ্যক হইয়াছে। বৈদ্য মহাশয়েরা পাছে বিরুদ্ধভাব মনে করেন সেই ভয়ে পূর্ব্বাহ্নে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা যেন আমার প্রতি বিরক্ত বা রাগত না হন। এই বিচার উপলক্ষে কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত সত্য বাক্য তাঁহাদিগের পক্ষে অরুচিকর হইবে, সে কেবল বিচারের অনুরোধে, তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবার অনুরোধে নহে। তর্কের মুখে যেটী যুক্তি দ্বারা বাস্তবিক সত্য বলিয়া

জ্ঞান হয়, সেটী না বলিলে বিচার করা সিদ্ধ হয় না। চিরারাধ্য ব্রাহ্মণমহাশয়দিগের প্রতিও এই নিবেদন, তাঁহারাও যেন আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট না হন। তর্ক করিবার কালে বক্তব্য বিষয় না বলিলে তর্ক করা নিষ্ফল হয়। যে কোন বংশের বংশধর রাজপদে অভিষিক্ত হউন, তাঁহারে বহুপরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, অভাবতঃ দুইশত প্রাণীর ন্যূন নহে। রাজার আত্মীয় সুহৃদ্ অন্তরঙ্গ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি লইয়া সর্ব্বসুদ্ধ যে রাজপরিবার দুইশত প্রাণী হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। এতদ্ভিন্ন রাজার স্বসম্পর্কীয় স্বজাতীয় অন্যূন একশত পরিবার যে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে, তাহাও অসম্ভব নহে, বরং অতিরিক্ত হইবারই সম্ভাবনা। ফলতঃ রাজার নিজ পরিবারের সংখ্যা যে দুইশত প্রাণী হইবে, সে কথার প্রতি দ্বিরুক্তি করা যায় না। পূর্ব্বেই কহিয়াছি, "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। অর্থাৎ যে বিচার যুক্তির অনুসারী নহে, সে বিচার বিচারই নহে, তাহাতে বরং ধর্ম্মের হানি আছে।

যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও যে পঞ্চজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহাদিগের পরিবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া এই বঙ্গভূমি আপ্লাবিত করিয়াছে, এক্ষণে এই বঙ্গরাজ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের তরঙ্গ খেলিতেছে বলিলেই হয়। সমুদায় বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এমন কোন ভদ্রগ্রাম কি ভদ্রপল্লী নাই যে, সেস্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস দেখা যায় না। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যদি আদিশূররাজার সময় হইতে পঞ্চজনব্রাহ্মণের এবং পঞ্চজনকায়স্থের পরিবার বৃদ্ধি হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় বঙ্গভূমি ছাইয়া ফেলিতে পারে, তবে ঐ আদিশূর-রাজা বৈদ্যজাতীয় হইলে বৈদ্যবংশীয় পরিবার এতদূর বৃদ্ধি হইত যে, এই বঙ্গভূমিতে তাহাদিগের স্থানাভাব হইত। যদি দশব্যক্তির সন্তান সন্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১১১২ বৎসরে লক্ষঘর পরিবার উৎপন্ন হয়, তবে দুই তিন শত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি

হইয়া ঐ ১১১২ বৎসরে অন্ততঃ ২০ লক্ষঘর পরিবারও উৎপন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু অদ্যাবধি বৈদ্যবংশীয় পরিবার এত অল্প যে, এক দুই তিন চারি করিয়া অঙ্গুলির উপর গণনা করা যায়, অথচ পঞ্চজন মাত্র কায়স্থের সন্তানের সংখ্যা ঐ ১১১২ বৎসরের মধ্যে এতাধিক বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আজি কাল বঙ্গভূমির উপর সাগর তরঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহাতে এই অনুমানসিদ্ধ হইতেছে, আদিশূর রাজার রাজত্ব সময়ের বহুকাল পরে বৈদ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, কেননা বৈদ্যেরা যদি আদিশূরের সময় হইতে বঙ্গের অধিবাসী হইতেন, তবে এতদিনে বৈদ্যবংশীয় পরিবার অবশ্যই কায়স্থ ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িত। বৈদ্যজাতিটী যে কান্যকুব্জ হইতে সমাগত হন নাই, তাহার সাক্ষাৎপ্রমাণ এই, হিন্দুদিগের আদ্য নিবাস পশ্চিমপ্রদেশে বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন জাতি অদ্যাপিও বিদ্যমান নাই। ইহাতে প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ হইতেছে, বৈদ্যদিগের আদ্যনিবাস বঙ্গভূমি, এবং তাহারা অল্প সংখ্যক বলিয়া ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, অতি অল্পকাল যাবৎ তাঁহাদের বংশের নবোৎপত্তি হইয়াছে। এতাবতায় এই মীমাংসা স্থির করিতে হইবে, রাজা আদিশূর কখনই বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, যদি বৈদ্যবংশীয় হইতেন, তবে অবশ্যই এতদিনে এই বঙ্গরাজ্য বৈদ্যজাতীয় পরিবারে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইত। মহারাজ আদিশূর সমাগত পঞ্চজন ব্রাহ্মণের শ্রীমুখে সমাগত পঞ্চজন কায়স্থের পরিচয় গ্রহণ করেন।

দশরথদত্ত সকলের অপেক্ষা অতিবিদ্বান্ ও তেজস্বী ছিলেন, তাই তিনি আপনার পরিচয় আপনিই দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজাজ্ঞার অবহেলা ও ব্রাহ্মণের অবমাননা হইল বলিয়া, দশরথদত্ত অবিনয়ী হইলেন, ও সেইজন্যে তিনি নিষ্কুল হইলেন, যেহেতু বিনয় কুলীনদিগের নবগুণের মধ্যে একটী প্রধান গুণ।

মহারাজা আদিশূর স্বাধীন রাজা হইয়া পঞ্চজন কায়স্থের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে যে, কায়স্থেরা কখনই ব্রাহ্মণের

দাস হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন নাই। কায়স্থনিন্দকেরা যদি রাগ দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যেমন পঞ্চজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া ছিলেন, তেমনি পঞ্চজন কায়স্থও রাজা আহ্বান করাতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণকার সময়ে যদি কোন সম্পদ্‌শালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি কোন যৎসামান্য গৃহস্থ, একটী কর্ম্মোপলক্ষে স্বদেশী বিদেশী দশজন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গকে নিমন্ত্রণপত্র দ্বারা আনয়ন করেন, তিনি কি সেই সকল আমন্ত্রিতগণের সমভিব্যাহারী ভৃত্যবর্গের পরিচয় কখন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন? না, কাহার্‌ কিরূপ কুলশীল, কাহার্‌ কিরূপ আচার ব্যবহার, ও কাহার্‌ কতদূর বিদ্যাবুদ্ধি সভায় বসিয়া সেই সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকেন? সামান্য ভৃত্যের কুলশীল, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় গ্রহণ করিবার প্রথা কোন কালে কোথাও প্রচলিত ছিল না, এক্ষণেও নাই। তবে যে আদিশূর মহারাজ তত বড় স্বাধীন রাজা হইয়া তত সমারোহের কার্য্যস্থলে সভা আহ্বান-পূর্ব্বক কায়স্থদিগের কুলশীল ইত্যাদির পরিচয় গ্রহণ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? সামান্য ক্রিয়া উপলক্ষে সামান্য গৃহস্থেরা যে প্রথার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন না, বিশেষতঃ যে প্রথা কস্মিন্‌কালে কোন দেশে প্রচলিত থাকিতে শুনা যায় না, রাজা আদিশূর তত বড় স্বাধীন রাজা হইয়া যে, সে প্রথার অনুষ্ঠান করিলেন, অর্থাৎ তিনি যে একটী বিশেষ সভা করিয়া সামান্য দাসগণের পরিচয় গ্রহণ করিতে বসিলেন, একথা কি ভদ্রসমাজের বিশ্বাস যোগ্য? না, একথা পণ্ডিত সমাজের শ্রবণ যোগ্য? যাহাদের বর্ণ জ্ঞান নাই, যাহারা পশুবৎ অমনুষ্য, যাহারা নিতান্ত অনক্ষর ও অপ্রাজ্ঞ, কেবল সেই সকল মূখেরাই এই প্রকার এবং এতদনুরূপ অন্যপ্রকার স্বপ্নদৃষ্টবৎ অসঙ্গত বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা আদিশূর গাড়ুগামছাধারী সামান্য পরিচারকগণের কুলশীল ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় গ্রহণের নিমিত্ত সভা

করিয়া বসিলেন, একি একটা কথা যে, ভদ্রলোকে বিশ্বাস করিবে? কায়স্থেরা মস্তকে তল্পিবহন পূর্ব্বক দাস হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে সঙ্গে আইসেন, এরূপ জল্পনা রটনা করিয়া দেওয়া সুদ্ধ এদেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের কূটকৌশল ভিন্ন আর কিছুই অনুভাবে আইসে না। বরং রাজার পরিচয় গ্রহণে ইহাই প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ পঞ্চজন কায়স্থ অতি সদ্বংশের সন্তান, এবং রাজার স্বজাতীয়, ঐ স্বজাতিত্ব হেতু আদিশূর মহারাজ ঐ পঞ্চজন কায়স্থের তত সম্মানের সহিত তাহাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যদি ভদ্রসন্তান না হইবেন, তবে কি মহারাজ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কথনই করিতেন না। তবে যে সেই গৌড়াধিপতি ব্রাহ্মণের মুখে তাঁহাদিগের কুলশীল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, সে সুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঞ্চজন কায়স্থের পরিচয় প্রদানচ্ছলে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের যেরূপ যশঃকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা স্থলান্তরে লিখিত হইল।

এতদ্ভিন্ন কায়স্থেরা যে তল্পিধারী দাস হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করেন নাই, তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আরও দুই একটী সদ্যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

রাজা আদিশূর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, কায়স্থ পঞ্চজনের প্রতিও সেইরূপ গৌরব সহকারে সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতিও যেরূপ সমাদর সম্মান দেখান হইয়াছে, কায়স্থের প্রতিও সেইরূপ শ্রদ্ধা সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গো স্বর্ণ ভূমি এবং গ্রামাদি ব্রাহ্মণকেও যেরূপ দান করিয়াছেন, কায়স্থকেও সেইরূপ দিয়াছেন। রাজা আদিশূরের আদেশক্রমে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কুলাচার্য্য পদে নিযুক্ত হন, অর্থাৎ তিনি কুলপুরোহিত হইয়া উভয়ের বংশাবলীর বৃত্তান্তঘটিত কুলজি-

গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারগ্রহণ করেন। গোস্বামী আপনার মনেই বিবেচনা করিয়া দেখুন না, যে জাতি ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য গৌরবাস্পদ প্রাপ্ত হয়, সে জাতি কি কখনও তম্নিবাহী দাসের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য ?

গোস্বামী লিখিয়াছেন, পঞ্চজনব্রাহ্মণের সহিত যে পঞ্চজনকায়স্থ আইসেন, তাঁহারা যে যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহারই গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথা গুলি বলাতে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের ন্যায় অসারতার পরিচয় বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গোত্রের তালিকা যথাক্রমে নিম্নে লিখিত হইল। যথা,—

গোত্র (ব্রাহ্মণ)	নাম	গোত্র (কায়স্থ)	নাম
বাৎস্যগোত্র	ছান্দড় মহাশয়,	গৌতম	দশরথ বসু,
ভরদ্বাজ ঐ	শ্রীহর্ষ ঐ	শৌকালীন	মকরন্দ ঘোষ,
সাণ্ডিল্য ঐ	ভট্টনারায়ণঐ	বিশ্বামিত্র	কালিদাস মিত্র,
কাশ্যপ ঐ	দক্ষ ঐ	ভরদ্বাজ	পুরুষোত্তম দত্ত,
সাবর্ণ ঐ	বেদগর্ভ ঐ	কাশ্যপ	দশরথ গুহ।

ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ এই দুই গোত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের কোন গোত্রেরই একতা নাই। কায়স্থ পরিবাদপ্রিয় মহানুভবদিগের কি কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ হইল ? বেহায়ার লজ্জা কোথায়।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কুলপরিচয়ের নিমিত্ত সাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাঁহাদিগের কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কায়স্থজাতি যদি শূদ্র কিম্বা জারজবংশীয়ের ন্যায় হীনজাতীয় হইত, তবে কি মহারাজ আদিশূর কায়স্থবংশাবলীর একাদিক্রমে পরিচয় রাখিবার আদেশ করিতেন ? না ভট্টনারায়ণকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ভট্টনারায়ণও হীনজাতি জ্ঞানে কায়স্থের বৃত্তিভোগী হইতে কদাচ স্বীকার করিতেন না, কেননা শূদ্র বা শূদ্রাধম অবরজাতির যাজনক্রিয়া করা সদ্ব্রাহ্মণের জাতীয় ধর্ম্ম নহে, বিশেষতঃ আবার তত

পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ ছিলেন। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ যুক্তি বিবেচনা ও তর্ক কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছে, যেহেতু কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত না হইলে আর তত বড় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পবিত্রাত্মা ও বেদবেত্তা সাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ কায়স্থজাতির যাজনক্রিয়া কি দানপ্রতিগ্রহ করিতেন না, এবং রাজা আদিশূরও গো স্বর্ণ ও গ্রামাদির সহিত কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানপূর্ব্বক তত সমাদরের সহিত তাঁহাদিগের পূজা করিতেন না।

সমাগত পঞ্চজন কায়স্থ যে মহদ্বংশীয় ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ এই, মহারাজ আদিশূর যে যজ্ঞ করেন, তাঁহারা অংশমত ঐ যজ্ঞের যাজ্ঞিক হইয়াছিলেন, এবং যিনি যে দেবতার পূজা করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেবতার মাহাত্ম্য বা নামানুসারে উপাধি প্রাপ্ত হন। যথা, যিনি অগ্নিদেবতার অর্চ্চনা করেন, তিনি মিত্র হইলেন। যিনি ইন্দ্র-দেবতার পূজা করিলেন তিনি ঘোষ ও যিনি অষ্টবসুর পূজা করিলেন, তিনি বসু হইলেন ইত্যাদি।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কায়স্থেরা শূদ্র বা জারজ সন্তানবৎ হীনবংশজাত নহেন, কেননা, তাহা হইলে মহারাজ আদিশূর তাঁহা-দিগকে স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অংশ প্রদান করিতেন না। ইহা ভিন্ন আর একটী কথা এই, মহারাজ আদিশূর যদি বৈদ্যবংশীয় হইতেন, তবে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হইয়াও যজ্ঞের ভাগ পাইবার যোগ্য কদাচ হইতেন না। রাজা আদিত্যশূরের সহিত কায়স্থদিগের স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞের অংশভুক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন।

রাজা আদিশূরের পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রে লিখিত রহিয়াছে "সশূদ্রান্," অর্থাৎ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন শূদ্রও পাঠাইয়া দিবেন। এই পত্রখানি কাহারও স্বকপোলকল্পিত বলিয়া জ্ঞান হয়, কারণ, একেতো রচনাগুলি প্রাচীন রীতিপদ্ধতি মত নহে, তাহাতে আবার "সশূদ্রান্"

এই পদটী বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে এই অনুমান স্থির হইতেছে, কোন কায়স্থবিদ্বেষ্টা এই পত্রখানি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। রাগ দ্বেষ হিংসার বশীভূত হইলে অনিষ্ট করিবার মানসে লোকে কোন্ অসৎ-চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়। যে সময়ে আদিশূর নৃপতি বঙ্গদেশ শাসন করেন, তৎকালীন বঙ্গবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত বেদধর্ম্ম পরায়ণ রাজা আদিশূর পাঁচজন বৈদিকব্রাহ্মণ ও পাঁচজন স্বজাতীয় কায়স্থ পাঠাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জের মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে কি পাঁচজন শূদ্রেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই আদিশূর রাজা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন? বঙ্গদেশে কি তৎকালীন শূদ্রের অভাব হইয়াছিল, তাই তিনি কান্যকুব্জ হইতে পত্র লিখিয়া পাঁচজন শূদ্র আনয়ন করিলেন!! *। পাঁচজন ব্রাহ্মণের ন্যায় পাঁচজন কায়স্থেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, বরং একথা বলিলেও শোভা পাইত, এবং যুক্তিসঙ্গতও হইত, যেহেতু রাজা আদিশূর স্বয়ং কায়স্থবংশীয় ছিলেন।

---

* যাহাদের অন্তঃপ্রকৃতি কুটিল, তাহাদিগের অন্ত পাওয়া ভার, পরানিষ্ট চিন্তা তাহাদিগের অন্তরাত্মাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। ভীমদর্শন ভৈরবনাদী ভারতসাগরের প্রস্থ-পরিমাণ, অথবা ভীমবিক্রমী ভীষণমূর্ত্তি হেমগিরির গগনস্পর্শী সর্ব্বোচ্চ চূড়ার দৈর্ঘ্য পরিমাণও স্থির হইতে পারে, তথাচ খলস্বভাব মিশ্রজাতি কুলধ্বজদিগের এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি অনুদারচিত্ত ক্রুদ্ধান্তঃকরণ ব্রাহ্মণের পরের অমঙ্গলচেষ্টাকুশল কুটিল বুদ্ধির পরিমাণ হয় না। লঘুদর্শী অথচ দুষ্টাভিসন্ধিপটু কায়স্থনিন্দকেরা "সশূদ্রান্" পদটী নিবিষ্ট করিয়া যে কি অভিসন্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই এবং তাঁহাদের সদৃশ পরশ্রীকাতর ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন। কায়স্থ পরিবাদকদিগের মতে কায়স্থ শূদ্রজাতি হইলেও নবশাখ প্রভৃতি আরও বিস্তর প্রকার শূদ্রজাতীয় শাখা বিদ্যমান থাকিতে "সশূদ্রান্" এই শব্দটী দ্বারা যে শুদ্ধ কায়স্থের নির্দেশ হইল, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

আমরা যদি বলি রাজা আদিশূর স্বজাতীয় পাঁচজন কায়স্থকে আহ্বান করিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচজন পাচক ব্রাহ্মণকেও পাঠাইবার কথা লিখিয়াছিলেন, যেহেতু পাচক বিনা পথে অনাহারে এই পাঁচজন কায়স্থের কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা ছিল, একথা কি বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? না মুখে তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য? তথাচ একথা একদিন বলিলেও কতক শোভা পাইত, যেহেতু অনেক ব্রাহ্মণই পাককার্য্যে ইচ্ছাক্রমে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহও করিয়া থাকেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও যে পাঁচজন কায়স্থ যজ্ঞার্থে গৌড়রাজ্যে সমাগত হন, তাঁহাদিগের নাম, আগমনীয়বাহন, ও পরিচয়। যথা,—

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বেঘোষাদিকত্রয়াঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃসুধীঃ॥

ইতি কুলপীযুষ প্রবাহধৃত কুলাচার্য্যকারিকা।

আদিশূরের সমীপে পঞ্চ কায়স্থ মহাত্মাদিগের পরিচয় যেরূপ গৌরবে দিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ঘোষস্ত পরিচয়ঃ।

সুকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী
ক্ষিতিদেব পদাম্বুজ চারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবাচার্য্যগতিঃ *॥
সচঘোষ কুলাম্বুজ ভাস্বুরয়ং।
প্রথিমেন্থ যশঃ সুরলোক বশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ।
শরদিন্দু পয়োহম্বুধিকুন্দ যশাঃ॥

* গতিঃ মনোজ্ঞ ইতিমেদিনী।

বসোঃ পরিচয়ঃ।

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসু তুল্যাবসু বংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতাগুণার্ণবৈ র্নিয়তং তেজষিণো ভবন্তুনঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ।
প্রমঃকুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ীবিজয়তে বিভবৈঃ
কুলসাগরে॥

মিত্রস্য পরিচয়ঃ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহিসর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্ত * সত্বমত্তহঃ † শরৎ সুধাংসুবদ্যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপ দ্বিষালি * যোষিদা † লিকো।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ॥
দ্বিজালি পালনার্থকোঽপ্যশো চ ৫ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকার দীপকঃ॥

গুহস্য পরিচয়ঃ।

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্যপুঞ্জান্বিতো।
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভূৎ।
সবঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধমান ভঙ্গোয়তঃ॥

---

* প্রমত্ত। ভীতংন রিপুংহন্তি,ধর্ম্মবিৎ। ভাগবতঃ।
† স্বষ্টঃ অমরঃ।
* শক্রশ্রেণী, অমরঃ।
† যোষিতঃ, স্ত্রী অমরঃ।
৫ অশোচ অনহঙ্কৃতিঃ। ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ।

* দত্তস্য পরিচয়ঃ।

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্ত কুলসম্ভবো নিখিল শাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যংপ্রভো
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং॥

কায়স্থ বিদ্বেষ্টৈরা আপনার মনেই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন্ না, এরূপ যশঃকীর্ত্তন কি যৎসামান্য দাসের পক্ষে সঙ্গত হয়? সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশারদ, দশরথ তুল্য বীর, বেদবেদান্তে পারদর্শী, পরমার্থনিষ্ঠ, গুরুভক্তি পরায়ণ, প্রজাপালনে রত, ইত্যাদি মহাত্মা তুল্য ব্যক্তির পরিচয় কি সামান্য দাসের পক্ষে যোগ্য হয়?

বৈদ্যবংশ সম্বন্ধে আরও একটী কথা এই, ঐ জাতি এত আধুনিক যে, অদ্যাপি তাহাদিগের সমাজ মধ্যে সর্ব্বত্র একরূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। রাঢ়দেশীয় বৈদ্যবংশীয়েরা সম্প্রতি ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণ ও গলায় সূত্র ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদ্যেরা অদ্যাপি মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, গলায় সূত্র ধারণ করেন না। বৈদ্যজাতি যদি আধুনিক জাতি না হইতেন, কিম্বা যদি প্রকৃত বৈশ্যজাতীয় হইতেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কতক শূদ্রের ন্যায় কতক বৈশ্যের ন্যায় আচার ব্যবহার প্রচলিত কখনই হইত না। শুনিয়াছি, ঢাকার নিকটস্থ রাজনগর গ্রামের রাজা রাজবল্লভ রায় বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। শতাধিক বৎসর হইল, ঐ বৈদ্যরাজ (উপাধিধারীরাজা) কায়স্থ ব্রাহ্মণের একজায়ী ক্রিয়ার ন্যায় বৈদ্য সমাজের সমুদায় লোককে আপনার বাটীতে আহ্বানপূর্ব্বক ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ও গলায়

---

* অহঙ্কার পূর্ব্বক যজ্ঞার্থে আসিয়াছি না কহিয়া, দেখিতে আসিয়াছি কহাতে বিনয় গুণে হীন হইলেন, অর্থাৎ অহঙ্কার করা হইল।

সূত্র ধারণের অনুরোধ করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, ইহার পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের মধ্যে মাসাশৌচাদি শূদ্রবৎ আচরণ চিরপ্রচলিত ছিল। এই অবসরে রাঢ়দেশীয় ১০।১২টী ব্যক্তি মাত্র রাজা রাজবল্লভ রায়ের অভিপ্রায় মত ১৫ দিবস অশৌচ ও গলায় অযজ্ঞীয় সূত্র গ্রহণ করিলেন, ঐ সূত্র এক্ষণে অনেকের কটীদেশের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদ্যেরা বংশপরম্পরাগত শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার আপনাদের মধ্যে প্রচলিত রাখিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাঢ়দেশীয় বৈদ্যেরা রাজা রাজবল্লভ রায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বৈশ্যবৎ ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বপুরুষের চিরপূজ্য শূদ্রবদ্ব্যবহারানুসারে চলিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে কলিকাতার অন্তর্গত কলুটোলা পল্লীর বৈদ্যবংশীয় ৺রামকমল সেন ধনে মানে সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে কুমারহট্টের কাশীনাথ রায় নামক একজন বৈদ্যবংশীয় ঐ রামকমল সেনের নিকট সর্ব্বদাই গতিবিধি করিতেন। ঐ কাশীনাথ রায়ের পরামর্শ মতে রামকমল সেন কুমারহট্ট প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যদিগকে আপনার বাটীতে আহ্বান পূর্ব্বক রাজবল্লভ রায়ের নবানুষ্ঠিত বৈশ্যাচার তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুরোধ করেন, ও তৎকালাবধি রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা বৈশ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বোধহয় লার্ড বেণ্টিক্ সাহেবের সময়ে রামকমল সেনের সৌভাগ্যোদয় হয়। আমরা একথাও শুনিয়াছি রামকমল সেনের অনুরোধে বৈদ্যেরা বৈশ্যনাম গ্রহণ করিবার পর ঐ সেন মহাশয়ের একটী আত্মীয় কোন ক্রিয়োপলক্ষে তাঁহার বাটীতে আগমন করেন। রামকমল দেখিলেন, সেই আত্মীয়ের গলায় সূত্র নাই, তাই দেখিয়া তাঁহার হস্ত হইতে হুকাটী কাড়িয়া লইয়া আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। ইহার মর্ম্ম কথা এই বোধ হয়, ঐ আত্মীয়ের গলায় সূত্র ছিল না

বলিয়া আপনার হুকায় তাঁহাকে তামাক খাইতে দিলেন না। দৈবাৎ একবার টানিয়াছিলেন বলিয়া হুকাটী অপবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আত্মীয়কে এইরূপ অপমান করা সামাজিক শাসন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদ্যবংশীয়েরা অল্পসংখ্যক বলিয়াই তাঁহাদিগের সমাজ মধ্যে একাধস্থলে বৈশ্যবৎ আচরণ প্রচলিত হইতে পারিয়াছে। কায়স্থবংশের ন্যায় বৈদ্যবংশ যদি সাগর তরঙ্গের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইত, তবে তাঁহাদিগের মধ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত বৈশ্যাচার প্রচলিত হওয়া যাহার পর নাই সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইত। বৈদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈশ্যাচারী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগের সমাজে যথাবিধি উপপবীত গ্রহণ করিবার, প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই। শুনিয়াছি, এবং একাধস্থলে দেখিতেও পাইয়াছি, বৈদ্যমহাশয়রা কর্ণবেধের পর বিপণী ক্রীত একগাছা সূত্র গলদেশে আলম্বিত করিয়া দেন মাত্র, উপনয়ন সংস্কারোচিত শাস্ত্রীয় কোন ক্রিয়াই করিয়া থাকেন না। রাজাআদিশূর যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, সুদ্ধ সেই পক্ষটী সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত এত কথা কহিবার প্রয়োজন হইল। আমি যাহা শুনিয়াছি, আমি যাহা শাস্ত্রে পাইয়াছি এবং যাহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আমার মনে ধারণা হইয়াছে, আমি তাহাই মাত্র লিখিলাম। তথাচ যদি অপরাধী হইয়া থাকি, বৈদ্যমহাশয়েরা স্বীয়গুণে ক্ষমা করিবেন।

গোস্বামী মহাশয় পরে লিখিতেছেন, "অতঃপর যজ্ঞকাণ্ড সমাধা হইলে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশযাত্রার অভিলাষ করাতে, আদিশূর প্রথমে অসম্মত হন, এবং বঙ্গদেশে ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ প্রচলন মানসে, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে (বঙ্গরাজ্যে) বাস করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের নিতান্ত পীড়াপিড়া (অনিচ্ছা) দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন, (অর্থাৎ স্বদেশে প্রতিগমন করিবার অনুমতি করিলেন।) এদিকে (ঐ পঞ্চব্রাহ্মণ) স্বদেশে প্রত্যা-

গত হইলে, তত্রস্থ অপরাপর ব্রাহ্মণবর্গ তাহাদিগকে (বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণপঞ্চজনকে) সমাজভুক্ত করিতে অসম্মত হইলেন, সুতরাং নিরুপায় হইয়া স্বপরিবারে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, আদিশূরের অনুমতিক্রমে সম্মান সহকারে (বঙ্গরাজ্যে) বাস করিতে লাগিলেন"

প্রতিবাদ। এই কয়েক পাঁতি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন, সুলেখক মহামতি গোস্বামী মহাশয়েরা তৎকালে রাজা আদিশূরের সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং পঞ্চজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে কান্যকুব্জদেশে শুভগমন করিয়া ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের যে দুর্দ্দশা হইল, তাহা যেন তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং"!!!

পাঁচজন ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সমাজভ্রষ্ট হইলেন, ইহার অপেক্ষা প্রলাপ বাক্য আর কি হইতে পারে? তবে কি বীরসিংহ মহারাজ জাতিপাত করিবার নিমিত্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন? না রাজা আদিশূর জাতিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণের জাতিনাশ হইলে আদিশূরের অপমান হয়, কেননা তাঁহারই যজ্ঞে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন। তবে কি বীরসিংহ মহারাজ একটী সুহৃদ্ রাজার অবমাননা করিবার নিমিত্ত পাঁচজনব্রাহ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন? বীরসিংহ সুহৃদ্ হইয়া রাজা আদিশূরের অবমাননা করিলেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সে সময় বঙ্গদেশে আগমন করিলে, পশ্চিমবাসী ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত হইতেন, এইরূপ কি দেশ প্রথা ছিল? না আদিশূররাজার যাজন ক্রিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্বসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন? গোস্বামী মহাশয় ঐ ব্রাহ্মণ পঞ্চজনের সমাজভ্রষ্ট হইবার কোন কারণই নির্দ্দেশ করেন নাই। বঙ্গে আসিলে, কি আদিশূর রাজার যজ্ঞে ব্রতী হইলে জাতিনাশ হইবে, বীরসিংহ মহারাজার মনে যদি

এরূপ ধারণা কি সংশয় থাকিত, তবে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় থাকিলেও ঐ মহারাজ কদাচ তাঁহাদিগকে বঙ্গে পাঠাইতেন না, কি তাহাদিগকে বঙ্গে পাঠাইবার ভার কখনই গ্রহণ করিতেন না। তদ্ভিন্ন সামাজিক গোলযোগ থাকিলে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার ইঙ্গিতাভাস তাঁহার পত্রমধ্যে অবশ্যই প্রকাশ থাকিত, অথবা আদিশূররাজার পত্রে তৎসংক্রান্ত অভাবতঃ দুই একটী আভাস ভঙ্গী অবশ্যই অবগত হওয়া যাইত। যদি বল পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ জাতিপাতরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক যজ্ঞ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। একথা যদি বাস্তবিক সত্য হইত, তবে সেই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ জানিয়া শুনিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে সাহসী হইতেন না, বিশেষতঃ গোস্বামী বলিয়াছেন তাঁহারা রাজা আদিশূরের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য না হইয়াও স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের যদি জাতিনাশ হইবারই আশঙ্কা থাকিত, তবে কি তাঁহারা স্বদেশে প্রতিগমন করিতেন, কখনই করিতেন না।

এই পক্ষ লইয়া অধিক বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। চোর হইয়া চুরি করিতে বলিয়া সাধু হইয়া দণ্ড প্রদান করা যেরূপ ধর্ম্ম, গোস্বামী মহাশয়ের মতে পাঁচজনব্রাহ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়া বীরসিংহ মহারাজ অবিকল সেইরূপ ধর্ম্ম দেখাইয়াছেন। ঐ মহারাজ পঞ্চজনব্রাহ্মণকে সাদরে ও সসম্মানে বঙ্গরাজ্যে পাঠাইয়া দিয়া শেষকালে তাঁহাদের জাতিনাশ করিলেন!! একি একটা কথার মধ্যে কথা। কায়স্থেরা আজিকালি এত নির্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এরূপ হাস্যাস্পদ ও অদ্ভুত অমূলক কথাও তাঁহাদিগের মনে স্থান পায়!! ভাল, গোস্বামীর মতে ব্রাহ্মণদিগেরই যেন জাতি পাত হইল, তাঁহারাই যেন কোন গতিকে বঙ্গরাজ্যে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদিগের দাসগণের। ? অপরাধ, তাহারা কেন আবার বঙ্গে ফিরিয়া আসিল, দাসগণেরও কি জাতিনাশ হইয়াছিল?। গোস্বামী মহাশয়ের কি অপূর্ব্ব তর্কজ্ঞান!

রাজা আদিশূর কায়স্থদিগকে যজ্ঞের অংশ দিয়াছিলেন; সেই সকল আরাধ্য দেবতাদের নাম ও মাহাত্ম্যানুসারে তাঁহারা ঘোষ বসু মিত্রাদি উপাধি প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন আদিশূর সভা আহ্বান পূর্ব্বক সসম্মানে তাঁহাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গো স্বর্ণ গ্রামাদির দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়া নবগুণ বিশিষ্ট কায়স্থগণকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল অকৃতাপরাধে কায়স্থদিগের যদি জাতিপাত হইয়া থাকে তো হইয়াছিল। কায়স্থনিন্দকদিগেব বুদ্ধির বড় দৌড়, হাত বাড়াইয়া পাওয়া যায় না। সে কথা যাহা হউক, গোস্বামী লিখিয়াছেন, পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থ দাস হইয়া আসিয়াছিল!!

তৎকালে বুঝি কান্যকুব্জদেশে কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতি দাস বৃত্তি করিত না? নচেৎ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন দাস আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কায়স্থজাতীয় হইবে কেন? তৎকালে কি সে দেশে কাহার কুরমী দোসাদাদি জাতির অত্যন্ত অভাবছিল। ন্যায় মতে কোন জাতির অত্যন্তাভাব হয় না। তবে বোধ হয় কৌলীন্য মর্য্যাদোচিত দুর্লভ নবগুণবিশিষ্ট না হইলে আর কেহ দাসবৃত্তির অনুগামী হইতে পারিতেন না। আজি যদি বাণেশ্বর পণ্ডিত জীবিত থাকিতেন, তিনি কদাচ কায়স্থনিন্দকদিগের নিকট কলিকা পাইতেন না। কলির মাহাত্ম্য আরও কতই দেখিতে হইবে!! পাঁচজন কায়স্থ পথে রসুই করিবার নিমিত্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, একথা বলিলে যেমন অসঙ্গত বোধ হয়, "পাঁচজন কায়স্থ দাস হইয়া আসিয়াছিল" বলিলেও তদনুরূপ অসঙ্গত বোধ হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আবার সেই পাঁচজন কায়স্থ ফিরিয়া আসিল, অপর পাঁচজন নহে, যে পাঁচজন প্রথমে আসিয়াছিল, সেই পাঁচজনই!!! এমন অদ্ভুত অশ্রাব্য উন্মাদ কথাও লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, কি আশ্চর্য্য! এপর্য্যন্ত নাকি কায়স্থের মস্তকে হস্ত

বুলাইয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা উদরপূর্ত্তি করিয়া আসিতেছেন, সেই জন্যই বুঝি কায়স্থের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায়। তাঁহারা মনে করেন না যে, কায়স্থেরা দাসজাতীয় হইলে বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই পতিত হইতে হয়, যেহেতু ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ মাত্রই কায়স্থের যাজন ক্রিয়া করিয়া থাকেন, শূদ্রের যাজকতা করিলেই যে ব্রাহ্মণদিগকে পতিত হইতে হয়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন যদি পাঁচজন কায়স্থ দাসই হইয়া আসিয়া থকে, তাই বলিয়া সমগ্রকায়স্থজাতি দাস বংশীয় হইবে কেন? এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ কোন কায়স্থের বাটীতে পাককার্য্য করিয়াছে বলিয়া কি সমগ্রব্রাহ্মণজাতি পাচকবংশীয় হইবে? কিম্বা এক বা ততোধিক বেদে বাগ্‌দি, ডোম চণ্ডাল, বেশ্যা প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির যজনযাজন করিয়া থাকে বলিয়া কি সমুদায় ব্রাহ্মণই হীনজাতীয় ব্রাহ্মণ হইবেন? একজন ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রজাতি প্রাপ্ত হন, তাই বলিয়া কি সমুদায় ব্রাহ্মণজাতি শূদ্রপদবাচ্য হইবেন। তদ্ভিন্ন এক জাতির সহিত অপর জাতির কি কখন আদান প্রদান চলিয়া থাকে? কন্যা দান, কন্যা গ্রহণ, আহার ব্যবহার, লোকলৌকিকতা প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক নিয়ম আছে, সে নিয়মটি পরস্পর বিরুদ্ধজাতি হইয়া উভয়ের মধ্যে কখনই প্রচলিত হইবার নহে, সেটি নিতান্ত সমাজ-বিরুদ্ধ ও রাজধর্ম্ম বিরুদ্ধ। ঐ নিয়ম রাজারা কখনই বলপূর্ব্বক প্রচলিত করিয়া থাকেন না।

নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞোপলক্ষে ক্ষত্রিয় স্থলে কায়স্থ জাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মহারাজের ভ্রম হইয়া থাকিবে; ভ্রম হইবারও সম্ভাবনা ছিল, যেহেতু বিস্তর বিদ্যা-বিশারদ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা কিন্তু যতই বিদ্বান্ হউন, বোধ হয়, বিদ্যাশূন্য কায়স্থনিন্দকদিগের তুল্য তত্ত্বদর্শী ছিলেন না। এই যজ্ঞে শূদ্রস্থলে গোপজাতির আহ্বান হয়। মুরারি নামে একটী গোপসন্তান ঐ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন,

কানুঘোষ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তিনি সদেগাপ হইতে পারেন নাই। সেইজন্য "মুরারির বাজিল মুরলী" এই প্রবাদ তৎকাল হইতে প্রচলিত আছে। আরও শুনিয়াছি, ঐ যজ্ঞসভায় এই ব্যবস্থা স্থির হয় যে, উচ্চবর্ণের অন্ন অনুচ্চবর্ণকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সময় বৈদ্যমহাশয়েরা হীনজাতিহেতু কায়স্থের অন্নগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ লোক পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুঃখেরবিষয় এই যে, কায়স্থবিদ্বেষীরা সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন না, থাকিলে বোধ হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বাণেশ্বর কমলাকান্ত প্রভৃতি যৎসামান্য পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুবর্ত্তী হইয়া কখনই চলিতেন না। গোস্বামী মহাশয় ভূমিকাতে নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার এই সদেগাপসংহিতা লেখা বৃথা, যেহেতু কায়স্থেরা যে প্রধান সেই প্রধানই চিরকাল থাকিবেন। তাঁহার মুখে এইরূপ আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমাদেরও মনে দুঃখ হইতেছে। কায়স্থজাতি দাতা, বিদ্বান্, ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত, দয়াবান্ সত্যবান্ ও সুসভ্য। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সদ্‌গুণে ভূষিত, আচার ব্যবহারে প্রায় ব্রাহ্মণের তুল্য, রীতি প্রকৃতিতে ক্ষত্রিয় তুল্য, গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক, অথচ সেই কায়স্থেরা প্রাধান্য করিয়া আসিতেছেন, গোস্বামীর মনে ইহাই বড় দুঃখ রহিয়া গেল। যদি হাড়ী ডোম চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতিরন্যায় কায়স্থের আচার ব্যবহার ও রীতি প্রকৃতি হইত, তবে বোধহয়, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের স্নেহ ও সমাদরের ভাজন অবশ্যই হইতে পারিতেন।

গোস্বামী মহাশয় তাহার পর লিখিতেছেন, "মহারাজ আদিশূর এই ব্রাহ্মণগণের পরিচারকদিগকে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ভৃত্যাকরণ (আধুনিক কায়স্থ) জাতিভুক্ত করিয়া দিলেন, উভয় জাতির কার্য্য একপ্রকার বলতঃ কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করিল না। এইরূপে পাঁচজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিচারক এতদ্দেশীয় কায়স্থ হইয়া আজি পর্য্যন্ত কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছে"।

প্রতিবাদ। কায়স্থ মাত্রই যে করণজাতীয় নহে, সে বিষয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্তাদির দ্বারা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তথাচ দুই একটী উদাহরণ এস্থলেও দেওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে গোস্বামীদিগের একটী স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এই সমাজের ব্রাহ্মণেরা স্বর্ণকার প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির যাজ্যক্রিয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু অপরাপর অনেক সমাজের ব্রাহ্মণেরা ঐ সমস্ত অনাচরণীয় জাতির যাজ্যক্রিয়া করা দূরে থাকুক্, তাঁহাদিগের সংস্পর্শে ও সংসর্গে আপনাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করেন, এবং অশৌচান্তের রীতির ন্যায় স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। যজনযাজন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই নিজবৃত্তি, তথাচ জাতি বিশেষের মধ্যে সেই যাজ্যক্রিয়া করিয়া, এক ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে নানাবিধ ইতরবিশেষ সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্মণ বলিলেই গোস্বামী বুঝায় না, কি যেমন গোস্বামী বলিলেই সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি বুঝায় না, সেইরূপ করণ বলিলেই সমগ্র কায়স্থ বুঝাইবে না, কি কায়স্থ বলিলেই করণজাতীয় হইবে না। যেমন গোস্বামীরা হীনজাতির যাজ্যক্রিয়া করেন বলিয়া কি সমগ্র ব্রাহ্মণজাতিকে গোস্বামী সমাজের অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিতে হইবে? সেইরূপ করণজাতীয়কায়স্থেরা সেবাবৃত্তি করে বলিয়া কি সমগ্র কায়স্থজাতি ঐ করণজাতি ভুক্ত হইবে? এক গোস্বামী সমাজ মধ্যেও ইতরবিশেষ বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা শাখা বিদ্যমান আছে, তবে কি গোস্বামী বলিলেই নিত্যানন্দের সন্তান বুঝাইবে? না, হরিদাস, কৃষ্ণদাস কি সনাতন গোস্বামীর বংশ বুঝাইবে?। শুনিয়াছি সনাতন গোস্বামী হিন্দু ছিলেন না, তিনি ফকিরের বেশে কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার মতাবলম্বী হন। এতদ্ভিন্ন বীরভদ্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি গোস্বামীর সমাজ আছে, মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া গোস্বামী মাত্রেরই নিজবৃত্তি, তবে কি একরূপ ব্যবসায়ী বলিয়া সকল জাতীয় গোস্বামীরা এক শ্রেণীভুক্ত হইবেন? তবে কি নিত্যানন্দ সন্তানের সহিত বীরভদ্র কি সনাতন

গোস্বামীর সন্তানগণের কোনপ্রকার শ্রেণীগত প্রভেদ থাকিবে না? বৈদ্যজাতীয় কি কায়স্থজাতীয় গোস্বামী, এবং ব্রাহ্মণজাতীয় গোস্বামী, এই উভয় জাতীয় গোস্বামীর সন্তানেরা একরূপ ব্যবসায়ী বলিয়া যদি একবংশীয় সন্তান হয়, তবে ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কায়স্থ সন্তানেরাও করণবংশীয় বলিয়া স্থির হইবে। অত্রিস্মৃতির ৩৭১ শ্লোকে প্রকাশ আছে, এক ব্রাহ্মণজাতি দশবিধ। যথা, দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পাশু, ম্লেচ্ছ, ও চণ্ডাল। কায়স্থ প্রতিপক্ষদিগের মতে চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ ও নিষাদাদি ব্রাহ্মণের সহিত দেব মুনি ও দ্বিজাদি ব্রাহ্মণের কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে।

কায়স্থ নিন্দকেরা এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন, সকল জাতির মধ্যেই উত্তমাধম মধ্যম এই ত্রিবিধ শ্রেণী বিদ্যমান আছে, এবং একরূপ ব্যবসায়ী হইলেও অবস্থাভেদে বিস্তর ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন করণজাতির মধ্যে কেহই কৌলীন্যপদে প্রতিষ্টিত হন নাই, বিশেষতঃ কুলীন শব্দে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভব বুঝায়। যথা, তস্যাপত্যমিত্যর্থে, কুল শব্দাদীনপ্রত্যয়েন কুলীন ইতি পদসিদ্ধিরিতি। তবে কি রাজা আদিশূর পাঁচটি সৎকুলজাত কায়স্থ সন্তানকে বংশ মর্য্যাদাজ্ঞাপক কৌলীন্যপদ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগের পূজা করিয়া শেষকালে করণজাতীয় করিয়া দিলেন!!।

মূর্খপুত্রঃ স্ব তাতস্য ক্লেশো মাতুশ্চ কণ্টকঃ।
মূর্খঃ স্বকীয় তাতস্য সুপদেশং বিগর্হতে॥

একরূপ ব্যবসায়ী হইলেই যে এক জাতিভুক্ত হয় না, তাহার অপর দৃষ্টান্ত এই, ইদানীন্তন কতশত ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একরূপ রাজকীয় কার্য্যে অথবা একরূপ বাণিজ্য বৃত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গোস্বামীদিগের মতানুসারে সেই সকল ব্রাহ্মণগণকে কায়স্থ জাতিভুক্ত করিলে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না, যেহেতু উভয়েই একরূপ

ব্যবসায়ী। যদি একরূপ ব্যবসায়ী হইলে একজাতি কি একশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত হয় তবে পাচক ব্রাহ্মণেরা, মুসলমান বা মগ বাবুর্চির (পাচকের) জাতীয় হউক, তবে যাজ্যকারী ব্রাহ্মণেরা মোল্লার * জাতীয় হউক, তবে অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা মৌলবী জাতীয় হউক, এবং তবে অস্পৃশ্যজাতির যাজ্যক্রিয়াকারী ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী সদ্বংশ যাজক ব্রাহ্মণের সহিত সমতুল্য হউক। বুদ্ধিটীর কি আয়তন, আঁকড়িয়া ধরা যায় না।

গোস্বামী পরে লিখিতেছেন, "যাহা হউক, মহাত্মা আদিশূরের মৃত্যুরপর ছয়জন উত্তরাধিকারী ক্রমান্বয়ে বঙ্গসিংহাসন অধিরোহণ করেন, অবশেষে বৈদ্যবংশীয় সেনোপাধিধারী বল্লাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি অতিশয় শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল ও গুণপক্ষপাতী রাজা ছিলেন,—এইজন্য মহামান্য আদিশূরানীত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ, দান এই নব গুণবিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মান ও প্রাধান্যের নিমিত্ত মহামান্য পুরন্দর কুলীন উপাধি প্রদান করিলেন"।

প্রতিবাদ। কায়স্থবিবেক অবতারেরা এস্থলে ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনেরও একশেষ করিয়াছেন। রাজা আদিশূর হইতে ক্রমান্বয়ে পাঁচজন উত্তরাধিকারীর পর রঘুদেব রাজা হন, ইনি ৬২ বৎসর রাজত্ব করেন, রঘুদেবের পরেই গিরিধর, এই গিরিধর ৮০ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন। কায়স্থজাতীয় সেনবংশের প্রথম রাজা শুকসেন, ইহাঁর পুত্র বল্লালসেন, এই বল্লালসেন গৌড়দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। রাজা আদিশূর কি রাজা বল্লালসেন যদি বৈদ্যবংশীয় হইবেন, তবে তাঁহারা স্বজাতীয় বৈদ্যবংশের সম্মান না করিলেন কেন? তাঁহারা বৈদ্যবংশীয় হইলে অবশ্যই কৌলীন্য

* মুসলমানের মধ্যে যাহারা যাজ্যক্রিয়া করে তাহারে মোল্লা কহে।

মর্য্যাদা প্রদানপূর্ব্বক বৈদ্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেন, এবং বৈদ্যরাও রাজবংশীয় বলিয়া অবশ্যই প্রাধান্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। রাজা বল্লালসেন নবগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিলেন, ইত্যাদি লিখিয়া গোস্বামী আপনার অনভিজ্ঞতা ও অপার-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বল্লালসেনের দ্বারা কৌলীন্য মর্য্যাদার সৃষ্টি হয় নাই, রাজা আদিশূরই ঐ মর্য্যাদার মূলাধার। তাহার প্রমাণ এই যে, পুরুষোত্তম দত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচয় না দিয়া আপনার পরিচয় আপনি দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, "আমি সুদ্ধ আপনার নিমন্ত্রণের অনুরোধে আসি নাই, আমার বঙ্গরাজ্য দেখিবারও অভিলাষ ছিল"। এই সকল কথা বলাতে রাজাজ্ঞাবহেলন ও ব্রাহ্মণের অবমাননা করা হইল, ইহাতে করিয়া পুরুষোত্তম দত্ত অবিনয়ী হইলেন, ও সেইজন্য রাজা আদিশূর তাঁহারে নিষ্কুল করিলেন, যেহেতু বিনয় নবগুণান্তর্গত একটী প্রধান গুণ। যথা,—

রাজা কন্ নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয় অভাবে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, রাজা আদিশূরই কৌলীন্য পদের সৃষ্টি করেন, রাজা বল্লালসেন করেন নাই। বল্লালসেন সুদ্ধ কায়স্থ ব্রাহ্মণের মেল বা থাক্ বদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আরও প্রমাণ এই, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মিত্র ইত্যাদি কৌলীন্য বিজ্ঞাপক উপাধি গুলি রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং বংশাবলীর পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উক্ত মহারাজ ভট্টনারায়ণের উপর কুলীনদিগের কুলপত্র লিখিবার ভারার্পণ করেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা ভিন্ন মহারাজ আদিশূর যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ গ্রাম ধন ও ধেনু প্রভৃতি দান করিয়া পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত তুল্যরূপে সমাগত পঞ্চজন কায়স্থকে কৌলীন্য-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোস্বামীর মতে রাজা আদিশূর তাঁহার পরমারাধ্য

সেই পাঁচজন কায়স্থকে করণজাতিভুক্ত করিলেন!!! এরূপ প্রলাপবৎ উন্মাদবাক্য যাঁহারা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই মূর্খাবতার সন্দেহ নাই।

মূর্খপুত্রশ্চ শোকার্ত্তাং কুরুতে নিজমাতরং।

রাজা আদিশূর যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার অধিকারকালে বৈদ্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বৈদ্য নামে কোন বংশ যে তৎকালে বিদ্যমান ছিল না, তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সদ্যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, ভাল, আদিশূর রাজা বৈদ্যবংশীয় নাই হউন, রাজা বল্লালসেন ঐ বংশীয় না হইবেন কেন? ইহার উত্তর এই, রাজা বল্লালসেন যৎকালে কায়স্থ ব্রাহ্মণের মেল বন্ধ করেন, বৈদ্যবংশীয় হইলে অবশ্যই তিনি তৎকালে তাঁহার স্বজাতীয় বৈদ্যসমাজের মধ্যে কোনপ্রকার কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন রাজা বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না বলিয়াই অবশ্যই স্থির করিতে হইবে, কেন না, আপনার অনুরূপ স্ববংশের সন্তানগণকে বঞ্চিত করিয়া কে কোথায় বংশান্তরের কুলগৌরব সংস্থাপন করিয়া থাকে। বৈদ্যদিগের রাজদত্ত কুলকারিকা ও কুলাচার্য্য প্রভৃতি বংশ মর্য্যাদার কোন নিদর্শন নাই, অথচ মূর্খেরা বহ্বাড়ম্বরে বলিয়া থাকে, বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন।

প্রায়োমূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং বিধত্তে।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন অপর কোন জাতিই রাজপ্রসাদে কৌলীন্য পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে কি তৎকালে বৈদ্যবংশীয়ের মধ্যে কেহই নবগুণ কি নবগুণান্তর্গত কোন গুণবিশিষ্ট ছিলেন না? তাই বুঝি গোস্বামীর বৈদ্যরাজা বল্লালসেন তাঁহাদিগকে কৌলীন্যসম্মানে বঞ্চিত

করিয়াছেন ?. এ যুক্তিটী মন্দ নহে, দূরদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা এরূপ যুক্তি লইয়া ঘর করেন, তাঁহাদের তুল্য বিজ্ঞলোক মধ্যে মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে এই বঙ্গভূমি স্বর্গভূমি হইয়া উঠিবে। তবে কথা এই, যে বংশ নবগুণে কি নবগুণের কোন গুণে পরিচিত হইবার যোগ্য নহে, অর্থাৎ যে বংশে নবগুণের কোন গুণই নাই, পূর্ব্বকালের রাজারা সে বংশকে ভদ্রবংশের মধ্যেই পরিগণিত করিতেন না। নতুবা রাজা বল্লালসেন গোস্বামীর মতে বৈদ্যবংশীয় হইয়া স্বজাতীয়দিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদারূপ পবিত্রপদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না। গোস্বামীর মতে রাজা বল্লালসেন যদি বৈদ্যজাতীয় হন, তবে অবশ্যই ঐ বৈদ্যবংশটীকে অসৎকুলজাত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে কি রাজা বল্লালসেন অসদ্বংশের সন্তান ছিলেন ? এতদুচ্চ গৌরব অপেক্ষা বল্লাল-রাজকে কায়স্থ বলিয়া গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, নচেৎ তাঁহাকে অবংশজ বলিয়া পরিবাদগ্রস্ত হইতে হয়। ফলিতার্থ বল্লালসেন যথার্থই কায়স্থবংশীয়, বৈদ্যবংশীয় হইলে অবশ্যই তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান-পূর্ব্বক স্বজাতির মান গৌরব সম্যক্‌রূপে সংস্থাপন করিতেন। মহারাজ আদিশূর ও মহারাজ বল্লালসেন যে, কায়স্থ কুলভূষণ ছিলেন, তাহা কর্ণেল্ গ্লাডুইন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত আইন আক্‌বরী গ্রন্থে লিখিত হিন্দু রাজাবলীর তালিকা * দৃষ্টি করিলে নিশ্চয় বলিয়া প্রতীত হইবে। রাজা বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় বলিয়া যে সে অনভিজ্ঞ লোকের মুখে শ্রুত হইবার তাৎপর্য্য এই, সর্ব্বপ্রথমে ঐ রাজা বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী ছিলেন, কিন্তু শেষাবস্থায় বৈদিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিবায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠবর্ণ ক্ষত্রিয়ান্তর্গত স্বজাতীয় কায়স্থগণের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করেন, এবং নবগুণানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে মেলবদ্ধ করিয়া সকলের ভক্তিভাজন ও প্রতিষ্ঠাভাজন হন। পূর্ব্বে তিনি

---

* প্রতিবাদাভাসের পৃষ্ঠায় ঐ তালিকা নিবেশিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মী ছিলেন বলিয়া "বল্লালসেন বৌদ্ধ" এই নামে পরিচিত হন। ঐ বৌদ্ধ শব্দটী ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া বৈদ্যশব্দে পরিণত হইয়াছে। যে শব্দগুলি সুখে উচ্চারিত না হয়, লোকে প্রায়ই তাহা বিকৃত করিয়া তুলে, যেমন, গোস্বামীর স্থলে গোঁসাই, মুখোপাধ্যায়ের স্থলে মুখর্য্যে, গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলে গাঙ্গুলী, ইত্যাদি। মহারাজ বল্লালসেনও সেইরূপে বৌদ্ধস্থলে বৈদ্য হইয়া পড়িয়াছেন। সুখে উচ্চারণের নিমিত্ত কোমল ও লঘু শব্দ ব্যবহার করা লোকের স্বভাবসিদ্ধ, ও সেইজন্য কষ্টসাধ্য শব্দগুলির পরিবর্ত্তে সুখসাধ্য অপশব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, এ রীতি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে;—যেমন গ্রামের পরিবর্ত্তে গাঁ, গঙ্গার পরিবর্ত্তে গাঁঙ্, গৃহের পরিবর্ত্তে ঘর, ইত্যাদি বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। বল্লালসেন যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, তাহার আরও একটী যুক্তি এই, জাতিবাচক শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ হইবার রীতি কোন দেশে ও কোন কালে প্রচলিত নাই, বরং নামান্তে ধর্ম্ম বিশেষের মতবোধক শব্দ দ্বারা পরিচিত হইবার রীতি চিরকালই প্রচলিত আছে। যেমন রাজা দেবীকৃষ্ণ কায়স্থ, কি রাজা উপেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা আনন্দকৃষ্ণ কায়স্থ এরূপ জাতি বাচক শব্দ নামান্তে প্রযুক্ত হইয়া আখ্যাত হইবার রীতি কুত্রাপি শুনিও নাই এবং দেখিও নাই। বরং রামশরণ ধুন্দপন্থী, মথুরালাল নানকপন্থী মিট্‌ঠুলাল কবীর পন্থী, রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণব, কৃষ্ণদাস বৈরাগী ইত্যাদি ধর্ম্ম বিশেষের মতবোধক শব্দ নামান্তে যুক্ত হইয়া পরিচিত হইবার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। বৈদ্য শব্দটী জাতিবোধক, ধর্ম্ম বিশেষের মতবোধক নহে, সেই জন্য "বল্লালসেন বৈদ্য" বলিলে জাতিবোধক শব্দ দ্বারা পরিচিত হওয়া হয়, সে রীতি কিন্তু অপ্রচলিত ও অপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ শব্দটী ধর্ম্ম বিশেষের মতবোধক। অতএব এস্থলে বৌদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চারিত বৈদ্য শব্দটী যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে, সর্ব্বপ্রথমে 'বল্লালসেন বৌদ্ধ' এই মতবোধক শব্দ দ্বারা ঐ রাজা লোক-সমাজে বিখ্যাত

হন, কালক্রমেঐ বৌদ্ধশব্দটী কষ্টসাধ্য উচ্চারণহেতু বিকৃত হইয়া তদপেক্ষা সুখোচ্চারিত বৈদ্য শব্দে পরিণত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও রাজদত্ত "উপাধ্যায়"—উপাধিধারী শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর রহস্যসন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন, মালদহ গ্রামে ও ঢাকা নগরে যে দুইখানি তাম্রশাসন * ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছেন। ঐ তাম্রশাসনে বল্লালসেনের নাম সহিত তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের ও পুত্রপৌত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। বল্লালসেন যে কায়স্থবংশীয়, তৎসম্বন্ধে ঐ দুইখানি তাম্রশাসন অভ্রান্ত প্রমাণ স্বরূপ। রাজাবলী ও দুর্গাবিলাসাদি যে দুই একখানি যৎসামান্য অর্ব্বাচীন গ্রন্থে বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সে সুদ্ধ গ্রন্থকার-দিগের অনবধানতা ও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থাৎ লোকের মুখ হইতে গ্রন্থকারদিগের কর্ণকুহরে যেরূপ শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেইরূপই লিখিয়াছেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন বল্লালসেন "বৈদ্য", গ্রন্থেও লিখিয়াছেন বল্লালসেন "বৈদ্য"। সামান্য কথোপকথন-স্থলে লোকে অকোমল শব্দগুলি বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে না, অনেকে করিতেও পারে না, তাই "মহারাজ বল্লালসেন বৌদ্ধ" স্থলে বৈদ্য বলিয়া কতকগুলি জ্ঞানদুর্ব্বল নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন লোকের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন। জাতিবোধকশব্দ দ্বারা কাহারও যে নামনির্দ্দেশ হইয়া থাকেনা, সে বিষয় পূর্ব্বে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। রাজাবলী ও দুর্গাবিলাস গ্রন্থের গ্রন্থকারেরা যেরূপ ভ্রমে পড়িয়া রাজা বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরের ভূতপূর্ব্ব লব্ধনামা ইংরাজ গ্রন্থকার মাস্‌মান্ সাহেবও অবিকল সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

* তাম্র পত্রে দানপত্র লিখিয়াদিবার রীতি পূর্ব্বকার হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ঐ দানপত্রের নাম তাম্রশাসন।

এই গ্রন্থকার তাঁহার বেতনভোগী একজন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া বল্লালকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ইহার পর কৌলীন্যপ্রথার নিন্দা করণানন্তর গোস্বামী মহাশয় তদীয় প্রখর বুদ্ধির আরও অতিরিক্ত বেগ দেখাইতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বল্লাল-সেন এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগের বিষয়েও মনোযোগী হইলেন। উহারা এতদ্দেশীয় করণ-জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া নিরতিশয় যত্ন সহকারে প্রভুসেবা করাতে বল্লালের আদেশানুসারে ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক কুলীন নামে খ্যাত হইল, এবং অপরাপর কায়স্থদিগের সহিত আহার ব্যবহার আদান প্রদান করিতে লাগিল"।

প্রতিবাদ। কায়স্থের প্রতিপক্ষেরা পূর্ব্বোক্ত যে কয়েকটী কথা লিখি-য়াছেন, তাহার কোনটীই সমূলক বা সুসঙ্গত নহে। প্রথমতঃ বল্লালসেন দ্বারা কৌলীন্যপদ আদৌ সংস্থাপিত হয় নাই, ইহা পূর্ব্বেই সুসঙ্গত যুক্তিও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যদি তৎকালে সমাগত পঞ্চজন কায়স্থ করণজাতীয়ের সহিত একজাতীয় হইয়া, পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিত, তবে অবশ্যই সেই প্রথা একালপর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিত। যখন ক্ষত্রিয়কায়স্থের একটী পৃথক্ সমাজ নির্দ্দিষ্ট আছে দেখা যাইতেছে, তখন কায়স্থ ও করণেরা উভয়ে একসমাজ ও একজাতি-ভুক্ত হইয়াছে একথা ব্যক্ত করা আর প্রলাপোক্তি করা একই কথা। বোধহয় এরূপ অসঙ্গত কথা গোস্বামীরা জ্ঞানপূর্ব্বক কদাচ লিখেন নাই, কথাটী গোস্বামীর মতন হয় নাই, মেষ স্বামীর মতনই হইয়াছে। যাহাদের বোধাবোধ শক্তি আছে, তাহারা কখন নির্ব্বোধের হীনবুদ্ধির পরিচয় দেয় না। যদি করণের সহিত একত্রমিলিত হইয়া প্রভুসেবা করাতে সমাগত পঞ্চজন কায়স্থ কৌলীন্যপদ পাইয়া ছিল, তবে সেই করণেরা সে পদে বঞ্চিত হইল কেন? গোস্বামীদিগের মতে তাহারাও ত প্রভুসেবা করিয়াছিল। যদি একরূপ ব্যবসায়ী বলিয়া 'সমাগত কায়স্থেরা

করণজাতীয় সমাজভুক্ত হইয়া থাকে, তবে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণ অন্ত্যজজাতির যাজ্যকারী ব্রাহ্মণের সমাজভুক্ত না হইলেন কেন? উভয়েরই ত একানুরূপ ব্যবসায়, তবে কেহ বেদে বাগ্‌দি ডোম চণ্ডাল বেশ্যা প্রভৃতি অস্পৃশ্য অনাচরণীয়জাতির যাজ্যক্রিয়া ও সেই সকল অন্ত্যজজাতির দানপ্রতিগ্রহ করিয়া কালহরণ করেন, কেহ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি পবিত্রসমাজের দীক্ষাগুরু হইয়া ও তাঁহাদিগের যাজ্যক্রিয়া করিয়া দিনপাত করেন, এইমাত্র প্রভেদ, নচেৎ উভয়ের ব্যবসায় একানুরূপই। একানুরূপবৃত্তি হইলে যদি এক সমাজভুক্ত হইতে হয়, তবে আর ভদ্রসমাজের ব্রাহ্মণের সহিত অন্ত্যজজাতির ব্রাহ্মণের কোন ভেদাভেদ থাকা উচিত হয় না, তবে রাজার সহিত পুঁটেতেলীর একই দর !!! কৌলীন্য শব্দের অর্থ কুলগৌরব, যাহার মহদ্বংশে জন্ম, সেই কুলীন। তবে কি মহারাজ আদিশূর করণজাতিভুক্ত করিয়া মহৎকুলের সন্তানগণের অবমাননা করিলেন? পশু অবতার না হইলে আর এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা কেহ কখন বিশ্বাসও করে না, অন্তঃকরণেও স্থান দেয় না। মহারাজ আদিশূর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলমর্য্যাদা নিরূপিত করিয়া তাঁহার স্বজাতীয় ক্ষত্রিয়কায়স্থের বংশমর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন, ইহা ভিন্ন কথা আর কিছুই নহে। মহারাজ যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন বেদে বাগ্‌দি বারবনিতা প্রভৃতির ব্রাহ্মণ, কি ভাট, অগ্রদানী, লগ্নাচার্য্য ও ভূঁইহার ব্রাহ্মণাদির কোনরূপ বংশমর্য্যাদা নির্ণয় করেন নাই, তেমনি এদিকে তিনি আপনার স্বজাতীয় ক্ষত্রিয়কায়স্থ ভিন্ন অপর কোন জাতিরই কুলগৌরব নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, ভদ্রবংশজ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতিই ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় কায়স্থের তুল্য জাত্যভিমানে শ্রেষ্ঠ নহে।

গোস্বামীরা নিজেই লিখিয়াছেন, রাজা বল্লালসেন শান্ত দান্ত গুণপক্ষপাতী ও ক্ষমাশীল ছিলেন। যে বল্লালসেন এতাধিক গুণসম্পন্ন, সেই বল্লালসেন যখন সমাগত পঞ্চকায়স্থের আদিশূরদত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা

স্থির রাখিয়াছেন, এবং ক্ষমতাসত্বেও কুলমর্য্যাদা অপ্রদানে বৈদ্যজাতির প্রতি যখন হতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন কায়স্থপ্রতিপক্ষেরা অবধারিত জানিবেন, রাজা বল্লালসেন কখনই বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, এবং ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কায়স্থেরা কখনই হীনজাতীয় নহে, কেননা বল্লাল তুল্য বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা অসদ্বংশের গৌরব ও সদ্বংশের অবমাননা কখনই করিয়া থাকেন না। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়কায়স্থের শুভাগমনের দিবস হইতে একালপর্য্যন্ত সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের যজন ও যাজনক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন। যে ব্রাহ্মণেরা অন্ত্যজজাতির যাজ্যক্রিয়া করেন, কি তাহাদিগের দানপ্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের স্পৃষ্টজল পর্য্যন্তও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তানেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন না।

"যুগি বৈদ্য সদ্গোপ গোসাঞী, বঙ্গে বই আর কোথাও নাই" এই প্রসিদ্ধ প্রবাদটী সত্যই বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর্য্যজাতির আদ্য নিবাসভূমি পশ্চিমপ্রদেশে বৈদ্য নামে কোন জাতি এক্ষণে বিদ্যমান নাই, পূর্ব্বেও ছিল না, থাকিলে অবশ্যই ঐ বংশের অন্ত্যতঃ দুই একটী পরিবারও ইদানীং বিদ্যমান থাকিতে দেখা যাইত। যখন পশ্চিমপ্রদেশবাসীরা বৈদ্যনামে একটী জাতি পূর্ব্বে ছিল, কি এক্ষণে (আদিশূরের সময়ে) আছে বলিয়া অবগত নহে, তখন যে বঙ্গে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর রাজাকে বৈশ্যজাতীয় বৈদ্যবংশজ্ঞানে যজ্ঞে যাজ্যক্রিয়া করিতে আসিয়াছিলেন, সে কথা বালভাষিতের ন্যায় নিতান্ত অগ্রাহ্য ও উপহাস্য। অসদ্বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করা যেরূপ অসঙ্গত, তৎকালে বৈদ্যবংশের সদ্ভাব স্বীকার করাও তদ্রূপ অসঙ্গত। যথা,—

এষ বন্ধ্যাসুতোযাতি খপুষ্প কৃতশেখরঃ।
কূর্ম্মলোম পটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গ ধনুর্দ্ধরঃ॥

এই বন্ধ্যারপুত্র যাইতেছে। ইহার মস্তক আকাশ কুসুমে শোভ-

মান হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি কচ্ছপলোমজাত বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। এই ব্যক্তির হস্তে শশারুর শৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনু রহিয়াছে। এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থানুরূপ ঘটনা স্বীকার করা যেরূপ অসম্ভব, তৎকালে বৈদ্যজাতির বিদ্যমানতা স্বীকার করাও সেইরূপ অসম্ভব। তবে অবশ্যই আদিশূর রাজাকে কায়স্থবংশীয় জানিয়া ঐ পঞ্চব্রাহ্মণ তাঁহার যজ্ঞে ব্রতী হইতে আসিয়াছিলেন। কায়স্থ যদি শূদ্রবর্ণ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে তাঁহারা শূদ্রের যাজ্যক্রিয়া করিতে আসিয়াছিলেন। এ মীমাংসা কিন্তু কদাচ প্রশস্ত নহে। তত পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণেরা, বিশেষতঃ তৎকালের বেদবেত্তা শাস্ত্রদর্শী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রের যাজনক্রিয়া করিবেন, বিশেষতঃ ততদূরবর্ত্তী দেশ হইতে দেশান্তরাগমনের কষ্ট স্বীকার করিয়া হীনবর্ণ শূদ্রের যজ্ঞে ব্রতী হইবেন, একথা সজ্জনসমাজের কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। এতদ্ভিন্ন রাজা আদিশূর শূদ্র হইয়া পঞ্চজন ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বংশীয় মহারাজ বীরসিংহকে অনুরোধপত্র পাঠাইতে কখনই সাহসী হইতেন না। যদি বল সুহৃদ্জ্ঞানে এরূপ অনুরোধ করিতে না পারিবেন কেন? তাহার উত্তর এই, রাজা আদিশূর অনুরোধ করিলেও ক্ষত্রিয়বংশীয় বীরসিংহ নৃপতি ঐ আদিশূর রাজাকে শূদ্র বিবেচনায় তাঁহার এরূপ অসঙ্গত অনুরোধ কদাচ রক্ষা করিতেন না, মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন না, যেহেতু শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণেরা কদাচ শূদ্রের যজ্ঞে ব্রতী হইতে স্বীকার করিতেন না। আদিশূরের সময়ে বৈদ্যনামে কোন জাতি যে বিদ্যমান ছিল না, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং সে কথা জাতিমিত্রের গ্রন্থকারও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আর তাঁহাকে কোনপ্রকারেই বৈদ্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না। রাজা আদিশূর যদি বৈদ্যবংশীয় নহেন, তবে তাঁহাকে কায়স্থবংশীয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু কায়স্থকুলোদ্ভব না

হইলে, কায়স্থ পঞ্চজনের প্রতি তত গৌরব কদাচ প্রদর্শন করিতেন না, বিশেষতঃ রাজা আদিশূর ঐ পঞ্চজনকায়স্থমহাত্মাকে বেদার্থবেত্তা পরমার্থনিষ্ঠ পঞ্চজনব্রাহ্মণের সহিত সমতুল্যরূপে গণ্য মান্য করিয়াছেন। কায়স্থবংশীয় মহারাজ আদিশূর যদি শূদ্রবর্ণ হইতেন, তবে কি বীরসিংহ মহারাজ শূদ্রের যাজন করিবার নিমিত্ত পাঁচজন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গে পাঠাইতেন? না, সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের যাজন করিতে স্বীকৃত হইতেন? ধর্ম্মবিরোধী ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কদাচ তাঁহারা সম্মত হইতেন না। এই সকল যুক্তি, বিবেচনা ও মীমাংসা স্থলে কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে মহারাজ বীরসিংহও একটী সুহৃদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেন না, এবং ব্রাহ্মণেরাও তত পথকষ্ট স্বীকার করিয়া এদেশে আগমন করিতেন না। পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মহারাজ আদিশূর নিমন্ত্রণ দ্বারা আনাইয়া ধেনু, সুবর্ণ, রজত, নানারত্ন ও বস্ত্র, কুশও বারিপূত করিয়া তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্তর্ব্বেদী অর্থাৎ গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, ঐ বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের দান প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজ আদিশূরকে যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তবে বঙ্গের সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণদিগকে পতিত ব্রাহ্মণেরসন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়া উচিত হয়, অথবা কায়স্থজাতিকে শূদ্রবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, কিম্বা সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। এমতে মহারাজ আদিশূর যে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন ভগবান্ মনু কহিয়া গিয়াছেন, ক্ষত্রিয়বংশজরাজা ব্যতীত ব্রাহ্মণেরা অন্য বর্ণের রাজার দানগ্রহণ করিলে সবংশে পতিত হইয়া বিংশতি নরকে গমন করেন। যথা, মনুস্মৃতি ৪ অধ্যায়।

নরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদ রাজন্য প্রসূতিতঃ।
সূনাচক্র ধ্বজবতাং বেশেনৈবচ জীবতাং ॥৮৪॥

ইত্যাদি ৮৫।৮৬।৮৭ শ্লোক পূর্ব্বপূর্ব্ব পৃষ্ঠার কোনস্থলে লিখিত হই-য়াছে, দৃষ্টি করিবেন।

কায়স্থবংশীয় মহারাজ আদিশূরের দান যখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কায়স্থবর্ণ যে শূদ্র নহে, কি তাঁহারা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য নাই। গোস্বামীর মতে রাজা আদিশূর বৈদ্যবংশীয় বৈশ্যজাতি হইলেও মনুর উক্ত বচনানুসারে কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়, যেহেতু মনু ক্ষত্রিয়রাজা ভিন্ন অপর জাতীয় রাজার দানপ্রতিগ্রহ প্রত্যবায়জনক বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। তবে কি মহারাজ কান্যকুব্জাধিপতি জাতি কুল নষ্ট ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত ঐ পাঁচজন বেদজ্ঞ স্বধর্ম্ম পরায়ণ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন? যদি ঐ প্রথমাগত পঞ্চব্রহ্মণ পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ত তাঁহাদের সন্তানেরা অবশ্যই পতিত হইয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে, কেননা, যেমন ব্রাত্যের সন্তান ব্রাত্যই হয়, জারজের সন্তান জারজবংশীয়ই হয়, তেমনি পতিতের সন্তান পতিতই হইয়া থাকে।

কায়স্থপ্রতিপক্ষদিগের বুদ্ধি বিবেচনার দীর্ঘায়তন দেখিয়া অনুমান হয়, যাহারা অস্পৃশ্য ইতরজাতির যাজ্যক্রিয়া করে, কি যাহারা ডোম চণ্ডালাদি করিয়া বেশ্যাজাতির দীক্ষাগুরু হইয়া তাহাদিগের কষ্টসাধ্য ও অপবিত্র উপার্জ্জন গ্রহণ দ্বারা স্বপরিবার সহিত উদর সেবা করে, তাহাদিগের সঙ্গে ঐ সকল প্রতিপক্ষের স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা যদি সংসর্গ গুণে এরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির অনুগামী না হইবেন, তবে ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণদিগকে পতিত বলিয়া অপবাদগ্রস্ত করিতে পারিবেন কেন?।

কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়বর্ণ কি না, শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা তাহা মীমাংসা করিতে

হইলে, পক্ষাপক্ষ বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করা যায়। তবে কি এস্থলে শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে হইবে? না, তাহা করিতে হইবে না। শাস্ত্রেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, যুক্তিরও আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। যুক্তির সহিত শাস্ত্রের একতা হইয়া যে মীমাংসা স্থির হইবে, সেই মীমাংসাই গ্রহণের যোগ্য, ও তাহাই ভদ্রলোকের গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু "শাস্ত্রাণি যুক্তি মূলানি" এই ঋষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তদ্ভিন্ন মনু কহিয়াছেন, আপন আপন বর্ণ বা জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা তাহা আপনাআপনিই প্রকাশ পায়। যথা—

বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতং নরংকলুষ যোনিজং।
আর্য্যরূপ মিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ॥
ইতি মনু ১০। ৭॥

কায়স্থদিগের যেরূপ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার, তাঁহাদিগের যেরূপ উদার স্বভাব, বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহারা যেরূপ তেজস্বিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে করিয়া কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়বর্ণ ভিন্ন আর কোন বর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণ ভিন্ন কায়স্থতে আরও বিস্তর গুণ লক্ষিত হয়। যথা, বল, দর্প, সাহস, তেজ ধৈর্য্য, প্রতাপ, শাসন, তাড়ন, বিদারণ প্রভৃতি সমুদায় ক্ষত্রিয়লক্ষণ কায়স্থতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং এই সমস্ত গুণ কায়স্থজাতিতে যে পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়, এই বঙ্গরাজ্যে তাহার শতাংশের একঅংশও অন্য জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। 'প্রতিবাদাভাসে নিবিষ্ট কায়স্থ রাজন্যগণের সংখ্যা দৃষ্টি করিলেই শত্রুপক্ষেরা কায়স্থজাতির ভূষণস্বরূপ এই সকল ক্ষত্রিয়লক্ষণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কায়স্থেরা যেরূপ কুলধর্ম্মরক্ষক, তাঁহারা যেরূপ সর্ব্বজনপ্রতিপালক, তাঁহারা যেরূপ বদান্যবর, সেরূপ যে অন্য কোন জাতি নহে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সম্প্রতি সভাবাজারাধিপতি রাজা আনন্দ-

কৃষ্ণ দেববাহাদুর ও হোগলকুঁড়িয়ার বাবু অভয়াচরণ গুহ দেব স্ব স্ব পিতৃশ্রাদ্ধে যেরূপ দানধর্ম্মের সমারোহ করিয়াছেন, সেরূপ সমারোহের কাণ্ড তদবস্থাপন্ন অন্য জাতির মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।

কায়স্থেরা প্রকৃতপক্ষে কোন্‌বর্ণের অন্তর্গত, তাঁহাদিগের মহৎ লক্ষণ দ্বারা সাধুসমাজে তাহা আপনাআপনিই প্রকাশ পাইতেছে।

সোমপ্রকাশ পত্রিকা।

গোস্বামী মহাশয়রা লিখিতেছেন, "কায়স্থদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মান্যতম সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় ১২৮১ সালের ২রা আষাঢ়ের পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এস্থলে অবিকল তাহাই উদ্ধৃত করিলাম"।

প্রতিবাদ। সম্পাদক স্বয়ং কিছুই লিখেন নাই, কায়স্থ সম্বন্ধে একখানি প্রেরিতপত্রমাত্র তাঁহার পত্রে প্রকটিত করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয় বরং সেই পত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়া কায়স্থজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

এই পত্রের মূল বৃত্তান্ত কায়স্থপ্রতিপক্ষেরা অবগত নহেন, তাই তাঁহাদের তত লম্ফঝম্প দেখা যায়। বারাশতের পূর্ব্ব টাকীনিবাসী কোন মান্য ব্যক্তি আজিকাল বারাণসীতে বাস করিতেছেন। ইনি মৌলিক বঙ্গজ কায়স্থ। ঐ কায়স্থ মহাশয় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে স্বদেশে আগমন করেন, ও সেই বিবাহে তাঁহার একটী নিজ কুটুম্ব কুলীন কায়স্থ মৌলিকজ্ঞানে তাঁহারে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়াছিলেন। ঐ মৌলিক কায়স্থ মহাশয় সেই অবমাননায় বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া কুলীনকায়স্থের গ্লানিপূর্ণ একটী আন্দোলন উপস্থিত করেন ও সেই আন্দোলনটী ১২৮১ সালের ২রা আষাঢ়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকটিত হয়। আন্দোলনকারী কুলীনকায়স্থ নহেন, কিন্তু জনৈক কুলীনকায়স্থকে মুখপাত্র করিয়া ঐ আন্দোলন উপস্থিত করেন। সেই অপমানিত মৌলিক কায়স্থ মহাশয়

অবিকল সেই বৃত্তান্ত গুলি হাতে লিখিয়া ডাকে তাঁহার কুটুম্ববর্গকে টাকীতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই হস্তলিপি আমরাও স্বচক্ষে দর্শন এবং কতক কতক পাঠও করিয়াছি। ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে একটী একটী করিয়া উত্তর দান করিতে হইলে অনেক স্থান ও সময় সাপেক্ষ করে, সেই জন্য সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর প্রদানে বাধ্য হইলাম। আন্দোলনের মর্ম্মার্থ এই যে, বঙ্গের কুলীন কায়স্থেরা 'কাহার' জাতীয়, যেহেতু পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন দাস বঙ্গে আগমন করে, তাহারা জাতিতে 'কাহার' ছিল।

প্রতিবাদ। ছিলই বা 'কাহার' জাতি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবে? কায়স্থেরা ত আর দাস হইয়া সঙ্গে আইসে নাই। নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া যেমন পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তেমনি পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গেও দাস ছিল, কায়স্থের সঙ্গেও দাস ছিল। ব্রাহ্মণদিগেরও আগমনীয়বাহন ছিল, কায়স্থদিগেরও ছিল। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ ও যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি যুক্তি ও প্রমাণ এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

১ম। কায়স্থেরা যদি 'কাহার' জাতীয় হইত, কি দাস হইয়া সঙ্গে আসিত, তবে মহারাজ আদিশূর সভা করিয়া সম্মানের সহিত তাহাদিগের পরিচয় কদাচ গ্রহণ করিতেন না।

২য়। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তপনতুল্য প্রতাপ, অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ, ইত্যাদি গৌরব পূর্ণ পরিচয় কি 'কাহার' জাতির যোগ্য? বোধহয় গোস্বামীদিগের নিজেরও তত গুণগৌরব আছে কি না সন্দেহ।

৩য়। মহারাজ আদিশূর যেমন পঞ্চব্রাহ্মণকে যাজ্ঞিক করিয়াছিলেন, তেমনি পাঁচজন কায়স্থের নামেও ঐ যজ্ঞে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ, ঘোষ বসু মিত্রাদি উপাধি প্রাপ্তি ও গো স্বর্ণ ভূম্যাদি দানগ্রহণ।

৪র্থ। মহারাজ আদিশূর যজ্ঞান্তে গ্রাম ধন ধেনু ও রত্নাদি দক্ষিণা

দিয়া যেরূপ পঞ্চব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন, পঞ্চজন কায়স্থেরও সৎকার তিনি সেইরূপেই করিয়াছিলেন।

৫ম। মহারাজ আদিশূরের আদেশে ভট্টনারায়ণ কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়া যেমন ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীর বৃত্তান্ত লিখিবার ভারগ্রহণ করেন, তেমনি কায়স্থবংশাবলীরও কুলকারিকা লিখিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ। নবগুণের প্রভাবে যেমন ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তেমনি কায়স্থেরাও সেই সেই গুণের প্রভাবে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দ্বারা জড়বুদ্ধি মূঢ়-দিগেরও মনে বিশ্বাস হইবে যে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে যে যেমন শ্রেষ্ঠ, মহারাজ আদিশূর তদনুসারে তাঁহার পূজা গৌবব ও সমাদর করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা আদিশূর তাঁহাব পরমারাধ্য স্বজাতি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সম্মান সমাদরে কাহাকেও কিছুমাত্র ইতরবিশেষ জ্ঞান করেন নাই, বরং একথা একদিন বলিলেও বলা যাইতে পাবে। মহারাজ আদিশূব পাঁচজন কাহার জাতীয়কে পশ্চিম দেশ হইতে আনাইয়া তাঁহাদের নবগুণ দেখিয়া কৌলীন্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং বেদবেদাঙ্গদর্শী পঞ্চজন ব্রাহ্মণের সহিত একানুরূপ যাজ্ঞিক ও একানুরূপ দানীয়পাত্র করিলেন, তদ্ভিন্ন সেই কাহারদিগের বংশাবলীর কুলপরিচয় লিখিবার নিমিত্ত ভট্টনারায়ণের উপর কারিকা লিখিবার ভারার্পণ করিলেন, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভট্টনারায়ণও সেই কাহারদিগের বৃত্তিভোগী হইয়া কুলকারিকা লিখিতে সম্মত হইলেন, কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। !!! কি আকাঁড়া সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা! ইহাব অপেক্ষা উন্মাদ বাক্য আর কাহাকে বলে?। সেই কাহার জাতি আবার তৎকাল হইতে এই বঙ্গরাজ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতির উপর অবিবাদে একচ্ছত্রপ্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন !!

কি শুভক্ষণেই সেই কাহার জাতিরা বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহাদের সৌভাগ্য দেখিয়া অনেকের রাতারাতির মধ্যেই কাহার জাতি হইতে ইচ্ছা হয়!!! গোস্বামীরা লিখিয়াছেন, 'রাজা বল্লালসেন রাজা আদিশূর হইতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু এটী নিতান্ত অমূলক বাক্য। রাজা বল্লালসেন আদৌ আদিশূরবংশীয় নহেন। রাজা আদিশূর হইতে ক্রমান্বয়ে বঙ্গের ষষ্ঠ রাজা রঘুবর। প্রতিবাদাভাস পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট রাজাবলীর তালিকা দৃষ্টি করিলেই গোস্বামীর ভ্রম দূর হইবে।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

গোস্বামী যদি কুলীনের এই নয়টী লক্ষণ কাহার জাতীয় ও তাহাদের সন্তানদিগকে প্রদান করেন, তবে তিনি নিজে কোন্ গুণের অহঙ্কার করিয়া গোঁপে চাড়া দিয়া কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিবেন? গোস্বামী কাহার জাতিকে যে সকল নবগুণে ভূষিত করিতেছেন, ব্রাহ্মণসন্তানেরাও সেই সকল নবগুণের মহিমায় কুলীনত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অতিবিক্ত কিছুই নহে। তবে এস্থলে ব্রাহ্মণ ও কাহার ইহারা পরস্পর একজাতিগত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে গোস্বামীর অকাট্য ও নিরপেক্ষ বিচারের মান থাকে কই। গোস্বামী স্থলান্তরে লিখিয়াছেন, করণেরও দাসবৃত্তি, সমাগত পঞ্চজন কায়স্থেরও দাসবৃত্তি। সেই জন্য আদিশূর ঐ পঞ্চজন কায়স্থকে একলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া করণজাতির সমাজভুক্ত করিলেন। কাহার জাতির নবগুণ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধসূত্র দৃষ্ট হইতেছে, কেননা, কাহারেরাও নবগুণ যুক্ত, ব্রাহ্মণেরাও নবগুণযুক্ত, অথবা প্রভুও নবগুণযুক্ত, দাসও নবগুণযুক্ত, সুতরাং এস্থলে যে ব্রাহ্মণ সেই কাহার, অথবা যে প্রভু সেই দাস। কাহার ও ব্রাহ্মণ পরস্পর বিরুদ্ধজাতি হইয়াও গোস্বামীর মতে তাঁহারা এক পদবীতে পদার্পণ করিলেন,

অর্থাৎ যে কাহার সেই ব্রাহ্মণ হইলেন। জোলাজাতিও বস্ত্র বয়ন করে, তাঁতিজাতিও বস্ত্রবয়ন করে, গোস্বামীর মতে যে জোলা, সেই তাঁতি, কেননা, উভয়ই একরূপ ব্যবসায়ী। কি ষণ্ডা বুদ্ধি !!! প্রতিপক্ষ অবতারদিগের পেটে যে কতই বিদ্যা কতই বুদ্ধি ঠাসা রহিয়াছে, তাহার নিকাশ দিয়া উঠা ভার। যে পাঁচজন কায়স্থ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কাহার জাতীয়, তাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত গোস্বামীরা লিখিয়াছেন, "হয়ত দেশে (কান্যকুব্জে) ঐ পাঁচজন কাহার সমাজচ্যুত হইয়াছিল, তাই তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে বিদেশে আসিয়াছিল।" এই কথাগুলি লিখিবার সময় গোস্বামীদিগের একটীবারও জ্ঞানোদয় হয় নাই, তাঁহারা ভ্রমক্রমেও মনে করিলেন না, যদি জাতিপাতই হইবে, আর যদি সেই ভয়েই দেশত্যাগ করিবে, তবে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল কেন? তাহারা যে দেশে প্রতিগমন করিয়াছিল, সে কথা গোস্বামী নিজেই বলিয়াছেন। মূল শুদ্ধ না হইলে একটী সমগ্র জাতি যে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করে, এরূপ ঘটনা কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না; ব্রাহ্মণের মধ্যেও দেখা যায় না। তাহা যদি ঘটিতে দেখা যাইত, তবে ইতর জাতির যাজক ব্রাহ্মণেরা ও অন্ত্যজজাতির মন্ত্রদাতা গুরুরা লোকের অবজ্ঞার পাত্র হইত না। মুচী হাড়ী ডোম চণ্ডালাদির যাজকব্রাহ্মণেরমধ্যে কে কবে তর্কপঞ্চানন বা ন্যায়বাগীশ হইয়াছে? ভাট বন্দী অগ্রদানী ভূঁইহার প্রভৃতি নানাবিধ হীনজাতির ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বেও যেরূপ হীনবৃত্তি করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন, এক্ষণেও তাঁহারা সেইরূপ হীনবৃত্তি দ্বারা কালহরণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশপত্রোক্ত আন্দোলনকারীর প্রথমযুক্তিতে আমাদেরও সম্মতি আছে। "পশ্চিমাঞ্চলস্থ কায়স্থজাতির মাতৃপিতৃ উভয়কুল শুদ্ধ, তাঁহারা কখনও ব্রাহ্মণের পরিচারক হইয়া তল্পীবহা কার্য্য করিয়া থাকেন না। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে পাঁচজন দাস আইসে, তাহারা হয় ত জাতিতে

কাহার ছিল"। একথা সত্য হইলেও হইতে পারে। সমাগত পাঁচজন কায়স্থ রাজনিমন্ত্রণের অনুরোধেই বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গেও পাঁচটী কি তদধিক কাহার বা কুর্ম্মি দাস হইয়া অবশ্যই আসিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর। "১২ ঘর কায়স্থের মধ্যে কাহারই ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই।" এ কথা সত্য বটে, ঐ উপাধি গুলি রাজদত্ত। যজ্ঞকালীন যে কায়স্থ যে দেবতার হবিঃ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেবতার নাম বা মাহাত্ম্যানুসারে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বে একবার করা হইয়াছে। রাজা আদিশূর পাঁচজন কাহারকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা ও কৌলীন্য উপাধি প্রদান করিলেন, এরূপ মত্তপ্রলপিত অসঙ্গত কথা যে বলে ও যে বিশ্বাস করে, সে নিতান্ত মতিচ্ছন্ন। মহাত্মা আদিশূর তত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ রাজা হইয়া পাঁচজন কাহারকে কৌলীন্যপদ প্রদান করিলেন, এটী কি অপসিদ্ধান্ত হইল না? ভাল মানিলাম, রাজা আদিশূর যেন সদয় হইয়া ঐ পাঁচজন কাহারকে কায়স্থ নামে অভিহিত এবং কৌলীন্যপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তত গৌরব ও তত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের আবার দাসবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন কেন? এটী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উন্মাদের বাক্য হইয়াছে। গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জলঢালা যেরূপ অসঙ্গত, এ কথাটীও ঠিক্ সেইরূপ অসঙ্গত হইয়াছে। কাহারজাতির নবগুণবিশিষ্ট হওয়া, রাজা হইয়া কাহারজাতির পরিচয় গ্রহণ ও তাহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করা, আবার তত্তৎকালেই তাহাদিগকে সেবাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা, ইত্যাদি কথা যদি প্রলাপপূর্ণ প্রমাদবাক্য বলিয়া স্থির না হয়, তবে আর কোন বাক্যকে প্রলাপপূর্ণ প্রমাদবাক্য বলিব?। মনুষ্য যতই প্রাজ্ঞ ও যতই বিজ্ঞ হউন না কেন, শরীরে রাগ দ্বেষ হিংসা প্রবেশ করিলে, তাহার আর হিতাহিত কি সঙ্গতাসঙ্গত জ্ঞান থাকে না, নচেৎ অদ্যজি মন্দাত্মা ক্ষুদ্রচেতাঃ কায়স্থনিন্দকেরা রাজা আদি-

শূরের অকলঙ্ক চরিত্রে এবং তাঁহার গুণ গৌরবে কলঙ্করেখা প্রদান করিতে তৎপর হইতেন না। রাজা আদিশূর একজন দূরদর্শী প্রবীণ প্রাজ্ঞ স্বাধীন রাজা, তিনি কাহারের নবগুণ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, আবার তাহাদিগকে কৌলীন্য গৌরবে বিভূষিত করিয়া সেই সম সম-কালেই হীনজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া হীনবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন !!! এ সমস্ত অনর্থবাদী উন্মত্তদিগের কথা ভিন্ন স্বরূপভাষী জ্ঞানবানের কথা নহে। এই সময় একটী গল্প মনে পড়িল। দশ বারটী চাষা একটী পুষ্করণীর ধারে বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহাদের সরদারের নাম "চাঁই"। ইত্যবসরে একটী গিরগিট্ জলের উপর দিয়া চলিয়াছে, তাই দেখিয়া চাষারা বলিল, চাঁই সাহেব! ওটা কি জানোয়ার যাইতেছে?। চাঁই সাহেব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অনেক বিবেচনার পর বলিলেন, জানোয়ারটী যদি ডুবিয়া তলিয়া যায়, তবে উটি কুমীর, আর যদি ডাঙ্গায় উঠিয়া চলিয়া যায়, তবে শুয়ারের বাচ্চা না হইয়া যায় না। গিরগিট্টী ক্রমে ক্রমে সাঁতার দিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রস্থান করিল। তাই দেখিয়া চাঁই অমনি বলিয়া উঠিলেন, ঐ দেখ ঠিক্ কথা কি না? উটী শুয়ারের ছানা। তখন বাহবা পড়িল, সকলে বলিল, চাঁই সাহেবের বুদ্ধির বড় তেজ। আমাদের মতিচ্ছন্ন কায়স্থনিন্দকদিগেরও বুদ্ধির তেজ অল্প নহে। রাজা আদিশূর গৌরবপূর্ব্বক পাঁচজন কায়স্থের যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা ঐ পাঁচজন কায়স্থকে কাহারজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সামান্য বুদ্ধির লক্ষণ নহে, এ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়স্বরূপ। তাঁহারা যদি কাহারই না হইবেন, তবে রাজা আদিশূর তাঁহাদিগের তত গৌরব করিবেন কেন? বিশে-ষতঃ আদিশূর এক দেশের স্বাধীন রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তিনি যাহাদের তত সম্মান করিয়াছেন, তাহারা কাহার বই আর কি জাতি হইবে!! কায়স্থনিন্দকদিগের বুদ্ধিটী বড় সূক্ষ্ম, বেড়ে পাওয়া

যায় না। না হবে কেন? চাঁই হইলেই বুদ্ধির জাহাজ হইতে হয়।

৩য় যুক্তির উত্তর। দাস বলিয়া নম্রতা জানাইলে প্রকৃত দাস পদবাচ্য হয় না। ব্রাহ্মণেরা সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, তাই নামান্তে দাস শব্দ যুক্ত করিয়া কায়স্থেরা তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন কথা আর কিছুই নহে। ভদ্রবংশের সন্তানেরা গুরুজনের নিকট দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এই ভদ্রোচিত রীতি বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পিতা, জ্যেষ্ঠ তাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইত্যাদি স্বসম্পর্কীয় পূজনীয় লোককে পত্র লিখিতে হইলে "সেবক শ্রীঅমুক দাসস্য" এই বলিয়া লিখিতে হয়। ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য, এবং বৈশ্যের দাস শূদ্র, মনুর বচনে এইরূপ প্রমাণ দেখা গিয়াছে। মনুর নির্দ্দেশানুসারে বৈদ্যজাতির উচিত কায়স্থের নিকট নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করেন, না করিলে সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহানুভব মনুর বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, সে বিষয় পূর্ব্বে অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

চতুর্থযুক্তির উত্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম যুক্তির উত্তর। পশ্চিমদেশের ডোম চামারেরাও মাসাশৌচ গ্রহণ করে না সত্য, ইহাতে বরং এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, অশৌচ গ্রহণের নিয়মের সঙ্গে বর্ণবিচারের কোন সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ দশদিনের অতিরিক্ত ইতর বিশেষ কোন জাতিরই অশৌচ গ্রহণের নিয়ম নাই। মহাগুরুনিপাত হইলে দশদিনে দশ পিণ্ড দেওয়ার বিধি আছে। ঐ দশম দিবসে অশৌচান্ত হইল, এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু দশমব্যতীত একাদশপূরকপিণ্ডের দানবিধি কোন শাস্ত্রেই নাই। অবশিষ্ট যুক্তির উত্তর ২য় খণ্ডে লিখিত হইবে।

গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো নগাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে গোস্বামীমহাশয়েরা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের একশেষ করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই, যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন বলিলে তাঁহাকে দেবতা বুঝায় না, মনুষ্যই বুঝায়, তবে মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মাত্র প্রভেদ। তদ্রূপ গরু পশু নহে, কি কায়স্থ শূদ্র নহে বলিলে গরুর পশুত্ব, কি কায়স্থের শূদ্রত্ব লোপ না হইয়া, গরু পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ শূদ্রের মধ্যে প্রধান, এই অর্থ মাত্র প্রতিপাদিত হয়।

প্রতিবাদ। হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন বলিলে তাঁহাকে দেবতা বুঝায়না সত্য, তাহার কারণ এই, হরিশ্চন্দ্রে কোন প্রকার দেবতার মাহাত্ম্য ছিল না। মনুষ্যের যে সকল সদ্‌গুণ একাধারে থাকিতে প্রায় দেখা যায় না, হরিশ্চন্দ্র একাকী সেই সকল সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে "হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নহেন," ইহা ভিন্ন তাহাঁতে কোন দেবত্ব ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ ওরূপ নহে। গঙ্গানতোয়ং অর্থাৎ গঙ্গাজল জল নহে বলিলে এই বুঝাইবে, যে সমস্ত সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জল জল শব্দে অভিহিত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত একটী লক্ষণ গঙ্গাজলে বিদ্যমান আছে; সেই অতিরিক্ত লক্ষণটী অপর জলে নাই, অর্থাৎ গঙ্গাজলের মাহাত্ম্যে মুক্তিলাভ হয়, সে মাহাত্ম্যটী অন্য জলের নাই, এই জন্যই "গঙ্গানতোয়ং" বলা হইয়াছে। কনকং দর্ভঃ ও গাবঃ এই তিনটী পদের অর্থও ঐরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা, স্বর্ণ, ধাতু নহে বলিলে ধাতু সমষ্টির যে সকল সামান্য লক্ষণ আছে, তদতিরিক্ত একটী অসামান্য লক্ষণ স্বর্ণেতে রহিয়াছে, সেই লক্ষণটি অন্য ধাতুতে নাই, অর্থাৎ স্বর্ণ ধাতুকে নারায়ণ তুল্য জানিয়া লোকে তাহার পূজা করিয়া থাকে, নারায়ণজ্ঞানে অন্য ধাতুর পূজা কেহ কখন করিয়া থাকে না। এইজন্যই স্বর্ণ, ধাতু নহে বলা হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে ও সমুদায় দেবকার্য্যে কুশ-তৃণেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে, অন্যপ্রকার তৃণের আবশ্যক হয়

না, এই বিশেষ মাহাত্ম্যহেতু কুশ, তৃণ নহে বলা হইয়াছে। পশুতে যে সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহার অতিরিক্ত একটী লক্ষণ গাভীতে আছে বলিয়া গাভী পশু নহে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ গাভী দেবীরূপা বলিয়া তাঁহার পূজা হইয়া থাকে, অপর পশুর হয় না। তদ্রূপ কায়স্থ-বর্ণ শূদ্র নহে বলিলে শূদ্রের যে সকল লক্ষণ আছে, তদতিরিক্ত একটী লক্ষণ কায়স্থেতে বিদ্যমান আছে, সে লক্ষণটী শূদ্রের নাই, ইহাই বুঝাইবে, অর্থাৎ কায়স্থেতে ক্ষত্রিয়ত্ব আছে, শূদ্রেতে তাহা নাই, উক্ত শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিপক্ষদিগের ব্যুৎপত্তির পত্তন দেখিয়া ভয়ে আঁতকিয়া উঠিতে হয়। এবার আর বোমা মারিতে হইল না, বিদ্যাবুদ্ধির নমুনা আপনাআপনিই বাহির হইয়া পড়িয়াছে !!

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, কিন্তু তাহাতে শব্দ গুণও আছে। তেজের গুণ রূপ, কিন্তু তাহাতে শব্দ ও স্পর্শ গুণও আছে। জলের গুণ রস, অথচ তাহাতে শব্দ স্পর্শ এবং রূপও আছে। ক্ষিতির গুণ গন্ধ, তদ্ভিন্ন তাহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রসও যুক্ত আছে। আকাশ ব্যতীত পর পর পদার্থ সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের গুণ ভিন্ন একটী একটী অতিরিক্ত গুণের আধার হয়; একএকটী অতিরিক্ত গুণ একএকটী পদার্থের পরিচয়জ্ঞাপক, অর্থাৎ একএকটী অতিরিক্ত গুণের নিমিত্ত এক-একটী পদার্থের একএকটী নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। যেমন, জলে রস আছে বলিয়া ঐ জলের নাম জল হইয়াছে, জল ভিন্ন যাহাতে রসের সঞ্চার থাকে, তাহার অভ্যন্তরে জলের অংশ নিশ্চয়ই আছে। তেমনি মনে করুন, শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথমবর্ণ ব্যতীত পর পর বর্ণসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের লক্ষণ গ্রহণ করে, তদ্ভিন্ন এক একটী বর্ণ একএকটী অতিরিক্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়, সেই অতিরিক্ত লক্ষণটী ঐ বর্ণের বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক, অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত লক্ষণ দ্বারা বর্ণবিশেষের নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। যেমন, ব্রাহ্মণত্ব আছে বলিয়া ব্রাহ্মণজাতির নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণজাতিতে ক্ষত্রিয়ের

ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব, ও শূদ্রের শূদ্রত্ব বিদ্যমান আছে, ও তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণত্বরূপ একটী অতিরিক্ত লক্ষণও ঐ জাতিতে সংযুক্ত আছে। সেই অতিরিক্ত লক্ষণটী থাকাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণত্ব রূপ সেই অতিরিক্ত লক্ষণটী অন্য বর্ণে নাই, সেই জন্য অন্য বর্ণেরা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতে পারেন নাই। এই রূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্যও যথাক্রমে পর পর এক একটী অতিরিক্ত লক্ষণের আধার হইয়াছে। বৈশ্যের বৈশ্যত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্ব ভিন্ন ক্ষত্রিয়ত্ব রূপ একটী অতিরিক্ত লক্ষণ ক্ষত্রিয়েতে আছে বলিয়া ঐ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং শূদ্রেব শূদ্রত্ব ভিন্ন বৈশ্যত্বরূপ একটি অতিরিক্ত লক্ষণ বৈশ্যজাতিতে বিদ্যমান আছে, সেই জন্য ঐ বৈশ্যজাতি বৈশ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। শূদ্রের শূদ্রত্ব ভিন্ন অতিরিক্ত লক্ষণ কিছুই নাই, সেই হেতু ঐ শূদ্র শূদ্রনামধারী হইয়া সকলাপেক্ষা হীনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কায়স্থ সম্বন্ধেও ঐরূপ সূত্রে বিচার করিতে হইবে। মানিলাম, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্বরূপ লক্ষণ ঐ কায়স্থজাতিতে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঐ সকল লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ত্বরূপ একটি অতিরিক্ত লক্ষণ ঐ জাতিতে বিদ্যমান থাকায় শাস্ত্রকারেরা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া কায়স্থজাতির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যুক্তি যে ন্যায়গত ও স্বভাবানুসারী তাহার প্রমাণ মনুসংহিতা। যথা,—

আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষা মবাপ্নোতি পরঃপরঃ।
যোযোযাবতিথশ্চৈষাং সসতাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ॥১॥২০॥

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস, এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ। প্রথম পদার্থ ভিন্ন প্রত্যেক পদার্থ স্ব স্ব গুণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের গুণ গ্রহণ করে, এবং যে যত সংখ্যায় গণিত হয়, তাহার তত সংখ্যক গুণ অতিরিক্ত হইবে। যথা, আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ

রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। বর্ণচতুষ্টয় সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, এবং সে সিদ্ধান্ত ইতি-পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কায়স্থ সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচার সূত্র অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। যদিও ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থবর্ণে শূদ্রের লক্ষণ আছে সত্য, তথাচ কায়স্থজাতি শূদ্রপদবাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বরূপ একটি অতিরিক্ত লক্ষণ সংযুক্ত আছে, সেই-রূপ অতিরিক্ত লক্ষণটী কায়স্থজাতির পরিচয়জ্ঞাপক, এবং সে লক্ষণটী বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণের নাই, এই নিমিত্তই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, শূদ্র বা বৈশ্য-বর্ণ নহে।

ন্যায়ানুগত এই সাধু সিদ্ধান্তটী দেখিয়া কায়স্থ প্রতিপক্ষেরা হয়তো বিরক্ত হইয়া বলিবেন, আমরা ন্যায়শাস্ত্র ফ্যায়শাস্ত্র জানি না, অত শত বুঝি না, আমরা গোপতির দল, সমস্ত দিন মাঠে গরু তাড়াইয়া বেড়াই, রাত্রি হইলে ঘরে গিয়া শুই। তাহার পর সর্ব্বজনবল্লভ নন্দঘোষের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সর্ব্বজনবল্লভা আয়ানবধূ শ্রীমতী রাধিকাদেবীর শরণ লইয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাই। তবে কতকগুলি ইতর অন্ত্যজ লোকের মুখে শুনিয়া বলিয়া থাকি, "বল্লালসেন বৈদ্য, কায়স্থেরা শূদ্র," লেখা-পড়ার কি ধার ধারি।

কায়স্থ-সদ্গোপসংহিতার ৫০ পৃষ্ঠায় গোস্বামীরা লিখিয়াছেন, "সদ্গোপ-গোয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদ্গোপ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার হইয়াছে, এজন্য কি সকল ব্রাহ্মণ মুচির জাতি হইবেক? অনেক নীচজাতি শূদ্র উচ্চবর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাই বলিয়া কি সেই উচ্চজাতি সকল নীচজাতির বংশ"? কায়স্থ প্রতিপক্ষ-দিগের এই মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত বটে, আমাদেরও এই বক্তব্য যে, যেমন সদ্গোপ গোয়ালা হইয়াছে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদ্গোপ হইতে পারে নাই, তেমনি চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থেরা করণজাতি হইয়াছে, কিন্তু করণেরা কখন চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থ হইতে পারে নাই। যেমন এক-

জন ব্রাহ্মণ মুচি হইলে সমুদয় ব্রাহ্মণজাতি মুচি হইবে না, তেমনি গোস্বামীর মতে পাঁচজন কায়স্থ যদি দাস হইয়া থাকে, তাই বলিয়া সমুদায় কায়স্থবংশ দাস পদবাচ্য হইতে পারে না, কি পাঁচজন কায়স্থ যদি করণজাতিভুক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য সমুদায় কায়স্থ করণজাতীয় হইতে পারে না। উচ্চ কায়স্থবংশ হইতে যদি করণজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাই বলিয়া কি উচ্চবংশীয় কায়স্থেরা করণজাতীয় হইবে? কায়স্থ প্রতিপক্ষেরা এস্থলে আপনাদের যুক্তির প্রতিবাদ আপনারাই করিয়াছেন। সদ্গোপের পক্ষ হইয়া তাঁহারা যেরূপ তর্ক করিয়াছেন, কায়স্থের পক্ষে সেই তর্কগুলি প্রযুক্ত করিলে, ঐ কায়স্থেরা তাঁহাদিগের চক্ষে ক্ষত্রিয়বৎ ভিন্ন শূদ্রবৎ দৃষ্ট হইত না। গোস্বামী নামে ব্রাহ্মণ সমাজে সম্প্রতি একটী থাক্ হইয়াছে, তাই বলিয়া কি সমুদায় ব্রাহ্মণকে গোস্বামী বলিতে হইবে? ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের লোকও গোস্বামীর পদ পাইয়াছেন, তাই বলিয়া কি সেই অপর বর্ণের গোস্বামীকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে?

১৮ পৃষ্ঠায় "দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডনে" গোস্বামীমহাশয় কায়স্থ শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিতবিদ্যদিগের ন্যায় নিতান্ত উপহাসজনক। যে লোক কোন বিদ্যার যৎকিঞ্চিন্মাত্র জানিয়া সর্ব্বজ্ঞতার গর্ব্ব করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে উপহাস করতঃ খণ্ডিতবিদ্য কহেন। কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে, তথাচ এস্থলে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা,—

ক, ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ, আ, পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ।
য়, জাতঃ, স স্বরূপশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

ইতি মেদিনী।

গোস্বামী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস করিয়া কায়স্থ শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, সেটি নিতান্ত অমূলক ও পণ্ডিত সমাজের অগ্রাহ্য, কেননা,

"কায়ায়াঃস্থিতঃ" এরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসে "স্থা" ধাতুর শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা "জন" ধাতুর অর্থগ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ কোন স্থলেই শক্যার্থের উপপত্তিসত্বে লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করা শব্দ ব্যুৎপত্তির রীতি নহে। তদ্ভিন্ন ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ না থাকিলে সেই ধাতুর অর্থান্তর কথনই হইয়া থাকে না, তৎপ্রমাণ যথা,—

গঙ্গাসলিল মাধুর্য্যং সামুদ্রেণাম্ভসা যথা।
উপসর্গেণহিধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
নীহারাহারসংহার প্রতিহার প্রহারবৎ॥

গোস্বামী সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিয়া লক্ষণাদ্বারা ঐ কায়স্থ শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমী তৎপুরুষেবন্যায় বিলক্ষণ অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছেন, কেননা "কায়ায়াংস্থিতঃ" এস্থলে কায়াশব্দে কায়ার কার্য্যজ্ঞান করিয়া সেবাশুশ্রূষার লক্ষণা করা কথনই শাস্ত্রীয় রীতিসঙ্গত নহে, যেহেতু শক্যার্থের অনুপপত্তি স্থলেই লক্ষণা করা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে যথন শক্যার্থের অনুপপত্তি হইতেছে না, তথন কেন লক্ষণা দ্বারা অর্থের সম্ভাবনা করিব? তদ্ভিন্ন বিশেষ আপত্তি এই যে, সংস্কৃতভাষায় শরীরবাচক কায় শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়, কায়া শব্দটী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব "কায়ায়াংস্থিতঃ" এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব সমাস বাক্যের সমাদর মূর্খেরাই করিয়া থাকে পণ্ডিতেরা করেন না।

এক্ষণে কায়স্থ শব্দের স্বরূপার্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। এই ব্যখ্যা দ্বারা কায়স্থপ্রতিপক্ষদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইলে আমরা চরিতার্থ হইব, কেননা তবে আর মূর্খের হাতে পড়িয়া ঝালাপালা হইতে হইবে না। কায়েস্থিতঃ কায়স্থঃ অর্থাৎ যে কায়েতে স্থিত ছিল, সেই কায়স্থ। "কায়ায়াং স্থিতঃ" কায়স্থঃ এরূপ বিগ্রহই হইতে পারে না, যেহেতু পূর্ব্বে বলিয়াছি সংস্কৃতভাষায় কায়া শব্দই নাই; তবে সুতরাং কা-